বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৩-২০১৪

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৩-২০১৪

প্রকাশকাল
নভেম্বর/২০১৪

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গ্রন্থনা
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
প্রশাসন অনুবিভাগ।

মন্ত্রী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশের পাট ও বস্ত্র শিল্পের সুখ্যাতি বিশ্বব্যাপী এবং এ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বস্ত্র ও পাট শিল্প সুদূর অতীত থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জিত হয় বস্ত্র ও পাটখাত থেকে। পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও এ দু'টি খাতের রয়েছে অসামান্য অবদান। এই সাফল্য অর্জনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রাথমিক বস্ত্রশিল্প তথা স্পিনিং, উইভিং, নিটিং এবং বস্ত্র প্রযুক্তি শিক্ষা প্রদানে মন্ত্রণালয় নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ের বস্ত্র পরিদপ্তরকে পোষক কর্তৃপক্ষ মনোনীত করায় বস্ত্র পরিদপ্তর নবউদ্যমে যথোচিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। বস্ত্রশিল্পের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রেশম ও তাঁত শিল্প দারিদ্র্য বিমোচন এবং বস্ত্রের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ইতোমধ্যে রেশমচাষ ও রেশম শিল্পে সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে পাটখাতের ভূমিকাও অপরিসীম। দেশের প্রায় ৪ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ খাতের উপর নির্ভরশীল। পাটখাতের সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উন্নতমানের পাট উৎপাদনে পাট চাষীদের আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে "উচ্চ ফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাটের জিনোম সিকুয়েন্স উদ্ভাবনের ফলে পাট বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়নের পথ সুঠাম হয়েছে। সরকারের বন্ধ কলকারখানা চালুকরণ নীতির আওতায় খুলনায় খালিশপুর জুট মিলস ও দৌলতপুর জুট মিলস, সিরাজগঞ্জে জাতীয় জুট মিলস এবং চট্টগ্রামে কর্ণফুলী জুট মিলস ও ফোরাত কর্ণফুলী কার্পেট ফ্যাক্টরী চালু করা হয়। ফলে রাষ্ট্রায়াত্ত পাটকল গুলোতে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তার কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়। ২৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ে চীনের সহায়তায় বিজেএমসি'র পাটকলগুলো বিএমআরই করণের প্রচেষ্টা চলছে এবং ইতোমধ্যে চীনের সাথে এ বিষয়ে তিনটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। পাটজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রণীত "পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০" পহেলা জানুয়ারি ২০১৪ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা মাফিক উন্নতমানের বহুমূখী পাটপণ্য সামগ্রী উৎপাদনে উদ্যোক্তাদের সহায়তা প্রদানের জন্য জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) কাজ করে যাচ্ছে। জেডিপিসি রাস্তার ক্ষয়রোধ, নদ-নদীর পাড় ভাঙ্গন ও পাহাড় ধস্ রোধে পরিবেশবান্ধব জুট জিও-টেক্সটাইল (একটি সম্ভাবনাময় বহুমূখী পাট পণ্য) ব্যবহার সংক্রান্ত একটি মাল্টি কান্ট্রি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। আশা করা যাচ্ছে, এ প্রকল্প সমাপ্তির পর জুট জিও-টেক্সটাইল ব্যবহারের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে।

আমি আশা করি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্রমুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র ও পাট শিল্পের গবেষণা, উন্নয়ন, প্রসার এবং সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সঠিক ও আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় আগামীতে আরো সহায়তা প্রদান করবে।

মুহা. ইমাজ উদ্দিন প্রামাণিক, এমপি

প্রতিমন্ত্রী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রম নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই প্রতিবেদনের তথ্যাবলী দেশের বস্ত্র ও পাট খাতের সাথে সংশি- ষ্টদের জন্য সহায়ক হবে এবং এ থেকে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও অগ্রযাত্রা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে আমি আশা করি।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বস্ত্র এবং পাটখাতের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। এক সময়ের সোনালী আঁশ পাট ও পাটজাত দ্রব্যই ছিল এদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস। সময়ের পরিক্রমায় আমাদের বস্ত্রখাত বিশেষ করে তৈরী পোষাক শিল্প অভাবনীয় বিকাশ লাভ করেছে। দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ দু'টি খাতের অবদান অনস্বীকার্য। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রের উৎপাদন যন্ত্রের উপর জনগণের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পাট ও বস্ত্র কলসমূহ জাতীয়করণ করেন। সময়ের পরিক্রমায় তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার মৃতপ্রায় পাট ও বস্ত্র খাতকে লাভজনক ধারায় ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন।

দেশের ক্রমবর্ধমান বস্ত্র প্রযুক্তিবিদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দেশে বর্তমানে ৫টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ২টি টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট এবং ৪০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনষ্টিটিউট পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া ২টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৫টি টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট স্থাপনের কাজ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। চলতি অর্থবছরে ৩টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ৯টি টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি জেলায় ১টি করে টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনষ্টিটিউট এবং প্রয়োজনানুযায়ী টেক্সটাইল কলেজ ও ইনষ্টিটিউট নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের স্বক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। বস্ত্রখাতকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে বস্ত্রনীতি, ২০১৪ প্রণয়নের কাজ চলছে। বস্ত্র শিল্পের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রেশম ও তাঁত শিল্প দারিদ্র বিমোচন এবং বস্ত্রের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রেশম চাষ ও রেশম শিল্পের সমন্বিত উন্নয়নে পুনর্গঠিত বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে।

পাট ও পাটজাত দ্রব্যের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়াতে এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য "পণ্যের মোড়কীকরণে পাটজাত পণ্যের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০" কার্যকর রয়েছে। জানুয়ারী ২০১০ সাল থেকে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) রাস্তা ও নদীর ক্ষয়রোধ এবং পাহাড় ধ্বংস রোধে পরিবেশবান্ধব জুট জিওটেক্সটাইল ব্যবহার সংক্রান্ত একটি মাল্টি কান্ট্রি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া চীনের সহায়তায় বিজেএমসি'র পাটকলগুলো বিএমআরই করণের প্রচেষ্টা চলছে এবং ইতোমধ্যে চীনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। পাটের Genome Sequencing উদ্ভাবনের ফলে পাট চাষের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন হয়েছে। "উচ্চ ফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে পাটচাষীদের মধ্যে উন্নতমানের পাটবীজ, সার ও কীট নাশক সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে পাটের উৎপাদন ও গুনগত মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। রপ্তানী নীতিতে "বিশেষ উন্নয়ন" খাত এবং শিল্পনীতিতে "Thurst Sector" হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে পাটখাতের শিল্পকারখানাগুলোর সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সরকারের বন্ধ কলকারখানা চালুকরণ নীতির আওতায় বিভিন্ন বন্ধ জুট মিল চালু করার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বর্তমান সরকারের গৃহিত নীতিমালা ও পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে পাট ও বস্ত্র খাতের রপ্তানী বাজার সম্প্রসারণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, পরিবেশ রক্ষা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয় সফল হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

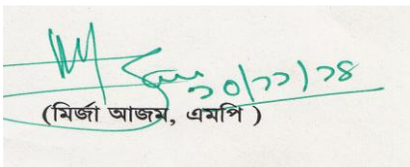

Secretary
Ministry of Textiles & Jute
Government of the

People's Republic of Bangladesh

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

এদেশের অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতিতে পাট ও বস্ত্র খাতের ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমানে এই দু'টি শিল্প বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে তার পূর্বের অবস্থান ধরে রেখেছে। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৮৮ ভাগ আসে বস্ত্র ও পাট শিল্প থেকে । পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও এই দু'টি খাতের রয়েছে অসামান্য অবদান । প্রাথমিক বস্ত্রশিল্প ও তৈরি পোশাক খাতের এই সাফল্য অর্জনে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

মানুষের মৌলিক চাহিদার দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা বস্ত্র তৈরীর সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বস্ত্র প্রযুক্তি শিক্ষা অপরিহার্য। প্রাথমিক বস্ত্রশিল্প তথা স্পিনিং, উইভিং, নিটিং এবং বস্ত্রপ্রযুক্তি শিক্ষা প্রদানে মন্ত্রণালয় নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে । দেশের ক্রমবর্ধমান বস্ত্র প্রযুক্তিবিদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দেশে বর্তমানে ৭টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (০৫টি চালু, ০২টি স্থাপিতব্য), ৭টি ইনস্টিটিউট (০২টি চালু, ০৫টি স্থাপিতব্য) এবং ৪০টি ভোকেশনাল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট পরিচালিত হচ্ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক রপ্তানী থেকে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পরিমাণ ছিল ২৫.৬১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দেশের রপ্তানী আয়ের ৮৪.৮৭ শতাংশ । বস্ত্রখাতকে আরো গতিশীল করার স্বার্থে বস্ত্রনীতি, ২০১৪ প্রণয়নের কাজ চলছে। বস্ত্র শিল্পের পাশাপাশি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রেশম ও তাঁত শিল্প দারিদ্র্য বিমোচন এবং বস্ত্রের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। রেশমচাষ ও রেশম শিল্পের সমন্বিত উন্নয়নে পুনর্গঠিত বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কাজ করছে।

ঐতিহাসিকভাবে এদেশের অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিতে পাটের ভূমিকা অপরিসীম । প্রায় ৩ কোটি লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাটের উপর নির্ভরশীল। পাটখাতের সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে । ২০১৩-১৪ অর্থবছরে রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ১২,০৫.৭১ লক্ষ টাকা উক্ত অর্থবছরে ৯.৮৪ লক্ষ বেল কাঁচাপাট রপ্তানী হতে ৭০৬.০৪ কোটি টাকা রাপ্তানী আয় এবং ৫২২৪.২১ কোটি টাকা মূল্যের পাটপণ্য রপ্তানী থেকে পরিদর্শন ফি বাবদ ৫২২.৪২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। সর্বমোট রাজস্ব আয়ের পরিমাণ ১০,৯৭.৭০ লক্ষ টাকা। আভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়াতে এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য "পণ্যের মোড়কীকরণে পাটজাত পণ্যের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন" ২০১৩ কার্যকর হয়েছে। ব্যাপক মাত্রায় পাটপণ্য ব্যবহারের জন্য জুট জিওটেক্সটাইল একটি সম্ভাবনাময় বহুমুখী পাটপণ্য। জানুয়ারী ২০১০ সাল থেকে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) রাস্তা ও নদীর ক্ষয়রোধ এবং পাহাড় ধ্বংস রোধে পরিবেশবান্ধব জুট জিওটেক্সটাইল ব্যবহার সংক্রান্ত একটি মাল্টি কান্ট্রি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে । আশা করা যাচ্ছে, জুট জিওটেক্সটাইলের ব্যবহার শুরু হলে পাটের বর্তমান চাহিদা অনেক বেড়ে যাবে । এছাড়া বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের আওতাধীন ২৬টি মিলে বহুমুখী পাটপণ্য উ ৎপাদনে সক্ষম আধুনিক মেশিনারিজ স্থাপন করে এগুলোকে আধুনিকায়নের লক্ষে চীনের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা গ্রহণের উদ্যোগ চলমান রয়েছে। একই সাথে বিটিএমসি-এর নিয়ন্ত্রণাধীন বস্ত্রকলগুলোকেও আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যক্রম নিয়ে এ প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকাশিত তথ্যাবলি দেশের বস্ত্র ও পাট খাতের সাথে সংশ্লিষ্টদের জন্য সহায়ক হবে এবং একই সাথে জনগণও এথেকে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও অগ্রযাত্রা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

(ফণী ভূষণ চৌধুরী)
সচিব

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.০	**বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের পরিচিতিঃ**	
১.১	মন্ত্রণালয়ের গঠন.....	১
১.২	মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো.....	১
১.৩	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত জনবল.....	২
১.৪	এক নজরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী.....	২
১.৫	মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান.....	৩
২.০	**মন্ত্রণালয়ের শাখাসমূহ কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলীঃ**	
২.১	প্রশাসন অনুবিভাগ.....	৩
☐	প্রশাসন অধিশাখা	
☐	বাজেট অধিশাখা	
২.১.১	প্রশাসন-১ (সংস্থাপন) অধিশাখা	৩
২.১.২	প্রশাসন-২ (সেবা) শাখা.....	৪
২.১.৩	সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা.....	৪
২.১.৪	বাজেট শাখা	৫
২.১.৫	অডিট শাখা.....	৫
২.১.৬	হিসাবকোষ.....	৬
২.১.৭	কম্পিউটার ও তথ্য সেল.....	৭
২.২	পরিকল্পনা ও বিরাষ্ট্রীয়করণ অনুবিভাগ.....	৭
☐	পরিকল্পনা অধিশাখা	
☐	বেসরকারীকরণ/বিরাষ্ট্রীয়করণ অধিশাখা	
২.২.১	পরিকল্পনা-১ শাখা.....	৭
২.২.২	পরিকল্পনা-২ শাখা.....	৮
২.২.৩	বেসরকারীকরণ ও বিরাষ্ট্রীয়করণ শাখা.....	৮
২.৩	বস্ত্র অনুবিভাগ	
☐	বস্ত্র অধিশাখা	
	বস্ত্র-১ শাখা.....	৯
	বস্ত্র-২ শাখা.....	১০
	বস্ত্র-৩ শাখা.....	১০
২.৪	পাট অনুবিভাগঃ.....	১১
☐	পাট অধিশাখা	
	পাট-১ শাখা.....	১১
	পাট-২ শাখা.....	১২
	পাট-৩ শাখা.....	১২
২.৫	টেক্সটাইল স্ট্রাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (টিএসএমইউ)	১২
২.৬	লিকুইডেশন সেল.....	১৪
৩.০	**মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর ২০১৩-২০১৪ সালের সম্পাদিত কার্যাবলীঃ**	
৩.১	বাংলাদেশ উন্নয়ন রেশম বোর্ড.....	১৫-২০
৩.২	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড	২০-২৯
৩.৩	বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প করপোরেশন (বিটিএমসি)	২৯-৩৫
৩.৪	বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)	৩৫-৪৩
৩.৫	বাংলাদেশ পাট করপোরেশন (বিলুপ্ত)	৪৩-৪৪
৩.৬	পাট অধিদপ্তর	৪৪-৪৯
৩.৭	বস্ত্র পরিদপ্তর	৪৯-৬৩
৩.৮	বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বারেগপ্রই)	৬৩-৭০
৪.০	বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন	৭০-৭২
৫.০	বাংলাদেশ জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)	৭২-৭৪
৬.০	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ	৭৪-৭৬
৭.০	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ	৭৬

১.০ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

১.১ মন্ত্রণালয়ের গঠন

১৯৮৪ সালের প্রথমভাগে মন্ত্রণালয়সমূহ পুনর্গঠনকালে পাট বিভাগ ও বস্ত্র বিভাগকে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে পৃথক করে পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয় নামে পৃথক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। কার্যতঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৮ জুলাই ১৯৮৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তিমূলে এ দুটি মন্ত্রণালয় স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ শুরু করে। অতঃপর ২০০৪ সালের ৬ মে পাট মন্ত্রণালয় ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হিসেবে আদেশ জারি করা হয়। এরপর হতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নতুনভাবে কার্যক্রম শুরু করে।

১.২ মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

১। সচিব

ক। প্রশাসন অনুবিভাগ

খ। পরিকল্পণা ও বিরাষ্ট্রীয়করণ অনুবিভাগ

গ। বস্ত্র অনুবিভাগ

ঘ। পাট অনুবিভাগ

(ক) প্রশাসন অনুবিভাগ

যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)

১। প্রশাসন অধিশাখা

২। বাজেট অধিশাখা

- প্রশাসন-১(সংস্থাপন) শাখা*
- প্রশাসন-২ (সেবা) শাখা
- সমন্বয় ও সংসদ শাখা*
- বাজেট শাখা
- অডিট অধিশাখা*
- হিসাব কোষ
- কম্পিউটার ও তথ্য সেল

(খ) পরিকল্পণা ও বিরাষ্ট্রীয়করণ অনুবিভাগ

অতিরিক্ত সচিব (বেসরকারীকরণ/বিরাষ্ট্রীয়করণ ও পরিকল্পনা)

১। পরিকল্পনা অধিশাখা

২। বেসরকারীকরণ/বিরাষ্ট্রীয়করণ অধিশাখা

- পরিকল্পনা-১ শাখা
- পরিকল্পনা-২ শাখা
- বেসরকারীকরণ ও বিরাষ্ট্রীয়করণ শাখা

(গ) বস্ত্র অনুবিভাগ

যুগ্ম-সচিব (বস্ত্র)

১। বস্ত্র অধিশাখা

- বস্ত্র-১ শাখা
- বস্ত্র-২ শাখা*
- বস্ত্র-৩ শাখা*

(ঘ) পাট অনুবিভাগ

যুগ্ম-সচিব (পাট)

১। পাট অধিশাখা

- পাট-১ শাখা
- পাট-২ শাখা*
- পাট-৩ শাখা*

বিঃদ্রঃ * চিহ্নিত শাখাগুলি বর্তমানে অধিশাখা হিসাবে কাজ করছে।

১.৩ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদসংখ্যা
১.	সচিব	১
২.	অতিরিক্ত সচিব	১
৩.	যুগ্ম-সচিব	৩
৪.	উপ-সচিব	৫
৫.	উপ-প্রধান	১
৬.	সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব/উপ-সচিব(সুপারনিউমারারী)	১৩
৭.	সহকারী প্রধান/সিনিয়র সহকারী প্রধান	২
৮.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১
৯.	সহকারী প্রোগ্রামার	১
১০.	সহকারী লাইব্রেরীয়ান	১
১১.	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৪
১২.	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৯
১৩.	সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১
১৪	হিসাব রক্ষক	১
১৫.	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	১০
১৬.	কম্পিউটার অপারেটর	১
১৭.	ক্যাশিয়ার	১
১৮.	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৬
১৯.	অফিস সহকারী	২
২০.	ক্যাশ সরকার	১
২১.	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	২
২২.	ড্রাইভার	১
২৩.	এম,এল,এস,এস	২৭
	সর্বমোট=	১০৫

* ৫ জন যুগ্ম-সচিব সংযুক্ত হিসাবে কর্মরত আছেন।

১.৪ এক নজরে মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলি

(০১) বস্ত্রনীতি ও পাটনীতি প্রণয়ন, প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন;

(০২) রাষ্ট্রায়ত্ত বস্ত্র ও পাটকলগুলো এবং বিলুপ্ত বাংলাদেশ পাট কর্পোরেশন (বিজেসি) এর সম্পত্তিসমূহের প্রশাসনিক কার্যাদি;

(০৩) পাট অধ্যাদেশ ও পাট শিল্পনীতি প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন;

(০৪) পাটের সুতা ও পাটজাত পণ্যসামগ্রী এবং সিনথেটিক, স্পেশালাইজড পাওয়ারলুম পণ্যসহ সুতা ও বস্ত্র শিল্পজাত পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাজারজাতকরণে সমন্বয়;

(০৫) বস্ত্র ও পাট পণ্যসামগ্রী রপ্তানী ও এর বাজার সম্প্রসারণ সম্পর্কিত বিষয়াদির সার্বিক সমন্বয়;

(০৬) বস্ত্রশিল্প ও পাটশিল্পে উৎপাদন ও রপ্তানী বিষয়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশ;

(০৭) পাট ও বস্ত্রশিল্পে বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করা এবং বস্ত্রকলসমূহে বিদেশী নাগরিক নিয়োগ;

(০৮) বস্ত্র ও পাট শিল্পে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য দেশের সাথে কারিগরি সহায়তা ও সহযোগিতার বিষয়ে যোগাযোগ ও চুক্তি সম্পাদন;

(০৯) কাঁচাপাটসহ বস্ত্র ও পাট পণ্য উৎপাদনে মান নিয়ন্ত্রণ;

(১০) (ক) রাষ্ট্রায়ত্ত পাট ও বস্ত্র শিল্পের কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ এবং এ বিষয়ে নির্দেশক নীতিমালা প্রণয়ন;
(খ) বেসরকারী খাতে বস্ত্রশিল্প সম্প্রসারণে উদ্যোগ গ্রহণ;
(গ) বস্ত্রশিল্প ও এর কাঁচামালের উৎকর্ষ সাধনে গবেষণাকার্য উৎসাহিত করা;

(১১) দেশের ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদামাফিক বহুমুখী পাটপণ্য উদ্ভাবন, বাণিজ্যিক উৎপাদন ও এর ব্যবহার বৃদ্ধি/বাজার সম্প্রসারণে গবেষণা;

(১২) মন্ত্রণালয় এবং এর অধস্তন, সংযুক্ত দপ্তর, অধিদপ্তর, কর্পোরেশন, বোর্ড এবং অন্যান্য সংস্থার আর্থিক বিষয়াদির সার্বিক প্রশাসনিক কাজ;

(১৩) মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধস্তন অফিস এবং সংস্থাসমূহের প্রশাসন;

(১৪) বস্ত্র এবং বস্ত্রজাত পণ্য এবং পাট ও পাটজাত পণ্যের বিষয়ে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ;

(১৫) বস্ত্র ও পাট শিল্পের উন্নয়নে কারিগরি উৎকর্ষ সাধন ও মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

(১৬) কাঁচাপাট এবং পাটজাত পণ্য পরিবহণ/জাহাজযোগে পরিবহণ চুক্তি সম্পাদন;
(১৭) রেশম শিল্প সংক্রান্ত বিষয়াদি;
(১৮) মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য দেশের সাথে সমঝোতা ও চুক্তি সম্পাদন;
(১৯) পাট ব্যবসায়ী ও রপ্তানীকারক এবং পাটকল মালিকদের লাইসেন্স প্রদান করা। প্রয়োজন অনুযায়ী লাইসেন্সের কার্যকারিতা সাময়িকভাবে স্থগিত করা/লাইসেন্স বাতিল করা;
(২০) মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত বিষয় সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন প্রণয়ন/প্রয়োগ;
(২১) মন্ত্রণালয়ের ওপর অর্পিত যে কোন বিষয়ে ফিস, আদালত কর্তৃক গৃহীত ফিস ব্যতিত অন্যান্য ফিস আরোপ/আদায়;
(২২) বস্ত্র ও পাট এবং এর উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর অগ্র ও পশ্চাৎ সংযোগকারী (backward and forward linkages) বিষয়াদি;
(২৩) পাটের কল্যাণ ও উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত International Jute Study Group (IJSG) এবং অন্যান্য সংস্থা/ আন্তর্জাতিক বডি সম্পর্কিত বিষয়াদি।

১.৫ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান

(০১) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড
(০২) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড
(০৩) বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প করপোরেশন (বিটিএমসি)
(০৪) বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)
(০৫) বাংলাদেশ পাট করপোরেশন (বিলুপ্ত)
(০৬) পাট অধিদপ্তর
(০৭) বস্ত্র দপ্তর
(০৮) বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বারেগপ্রই)।

২.০ মন্ত্রণালয়ের শাখাসমূহ কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলি

২.১ প্রশাসন অনুবিভাগ

২.১.১ প্রশাসন-১ (সংস্থাপন) অধিশাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ

(১) বিভিন্ন অগ্রিম মঞ্জুরীঃ আলোচ্য অর্থ বছরে ১৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম, ০২জনের অনুকূলে মটরগাড়ী অগ্রিম, ১১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে মোটরসাইকেল/মটর গাড়ী অগ্রিম এবং ০৫ জন কর্মকর্তার অনুকূলে কম্পিউটার অগ্রিম মঞ্জুর করা হয়েছে।
(২) শ্রান্তি বিনোদন ছুটিঃ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ১ম শ্রেণীর ০৪ জন কর্মকর্তা ২য় শ্রেণীর ০৭ জন কর্মকর্তা, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ১৪ জন কর্মচারীর অনুকূলে শ্রান্তি বিনোদন ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে।
(৩) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণঃ আলোচ্য বছরে ১৪ জন কর্মকর্তা সরকারের নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।
(৪) বিদেশে প্রশিক্ষণঃ আলোচ্য বছরে মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তরের ২০ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।
(৫) এ সময়ে ১৪০০টি চিঠি পাওয়া গেছে তন্মধ্যে ১১০০টি চিঠি নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট চিটিপত্র নথিজাত করা হয়েছে।
(৬) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বর্ধিত বেতন আদেশ জারী করা হয়েছে।
(৭) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের সার্ভিস বহিতে বর্ধিত বেতন ও নতুন বেতন স্কেল লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
(৮) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/সংস্থা/বোর্ডে ক্যাডার অফিসারদের নিয়োগ/বদলি/ছুটি মঞ্জুরের আদেশ প্রদান করা হয়েছে।
(৯) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে বাসা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
(১০) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অনিষ্পন্ন পেনশন সংক্রান্ত প্রতিবেদন মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর ও সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
(১১) প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তাদের বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও গোপনীয় প্রতিবেদন সংক্রান্ত কার্যক্রম।
(১২) মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বাৎসরিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংরক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
(১৩) বিগত ডিসেম্বর ১ জুলাই ২০১৩ থেকে ৩০ জুন ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে মন্ত্রণালয়ের সকল অধিশাখা/শাখা/দপ্তর/ অধিদপ্তর/সংস্থা/বোর্ডের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সভা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।
(১৪) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় নির্বাচন/পদোন্নতি কমিটির সভার মাধ্যমে তিনজন কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়।
(১৫) আলোচ্য অর্থ বছরে ১৩ জন কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়েছে।
(১৬) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের জন্য সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় ১২(বার)টি মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
(১৭) সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় ৪(চার) টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।
(১৮) সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় ১টি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রশাসন-২ (সেবা) শাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ

ক্রঃ নং	সম্পাদিত কর্মকান্ডের প্রতিবেদন
০১	এ মন্ত্রণালয়ের একটি ডাইনামিক ওয়েবসাইট তৈরী করা হয়েছে যার ঠিকানা **www.motj.gov.bd**। উক্ত ওয়েবসাইটে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তি (দরপত্র, নিয়োগ, নতুন আইন, বিধি, প্রজ্ঞাপন) সহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।
০২	মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তাকে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সকল শাখাকে **LAN** এর মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয়েছে। দাপ্তরিক কাজে ইন্টারনেট সেবার মান বৃদ্ধি ও নিরবচ্ছিন্ন রাখার স্বার্থে বিটিসিএল গত **4MBPS Bandwidth** এর ইন্টারনেট সংযোগ নেয়া হয়েছে।
০৩	মন্ত্রণালয়ের সকল দরপত্রে বিজ্ঞপ্তিসমূহ অনলাইনে প্রকাশ করা হচ্ছে।
০৪	সরকারী কাজে কম্পিউটারে বাংলার ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বাংলা ইউনিকোড ব্যবহারের সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
০৫	কাজের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের চিঠিপত্রসমূহ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থায় ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।
০৬	মন্ত্রণালয়ের জন্য ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করে ২৫-৩০ মিনিটের একটি ডকুমেন্টরী তৈরী করা হয়েছে।
০৭	যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে ইনোভেশন টিম গঠিত হয়েছে। সেবা লাভ এর ক্ষেত্রে জনদুর্ভোগ হ্রাস করার জন্য নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
০৮	আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৯	মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার ও কম্পিউটারের সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম ক্রয় রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
১০	মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/মাননীয় প্রতিমন্ত্রী/সচিব মহোদয়ের দপ্তরসহ অন্যান্য অধিশাখা/শাখায় চাহিদানুযায়ী আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে।
১১	মন্ত্রণালয়ের ৮ম তলায় সভাকক্ষ আধুনিক মানে রুপান্তর করা হয়েছে। এছাড়া, ৮ম তলার ডিসপ্লে বোর্ড নতুনভাবে সজ্জিত করা হয়েছে এবং কর্মকর্তাগণের নাম,পদবী ও অফিস কক্ষের নম্বর সম্বলিত 'নিদেশিকা ফলক' নতুন আঙ্গিকে তৈরী করে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।
১২	মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী গাড়ি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। সে সাথে জ্বালানী সরবরাহ করা হয়েছে।
১৩	মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর অফিসকক্ষসহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিস কক্ষ পুনঃবিন্যাস করা হয়েছে।
১৪	এ ছাড়া মন্ত্রণালয়ের অফিস কক্ষের সার্বিক চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে।
১৫	মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ বক্সে বা সরাসরি প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

২.১.৩ সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ

(০১) আলোচ্য অর্থ বছরে মোট ৪৬টি প্রতিবেদন প্রণয়ন করে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১টি বার্ষিক প্রতিবেদন, ১২টি মাসিক প্রতিবেদন, ০৫টি মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন, ১২টি নন-ট্যাক্স রেভিনিউ প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় মামলা, বিদেশ ভ্রমণ, মুক্তিযোদ্ধা কোটা ও মহিলা কোটা সংক্রান্ত ১৬টি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

(০২) আলোচ্য অর্থ বছরে মোট ১২টি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সভার কার্যপত্র ও কার্যবিবরণী প্রণয়ন করে বিতরণ করা হয়েছে।

(০৩) দশম জাতীয় সংসদের প্রথম-তৃতীয় অধিবেশনের নির্ধারিত বৈঠকে মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী কর্তৃক উপস্থাপনের নিমিত্ত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব প্রস্তুত করে সংসদ সচিবালয়ের প্রশ্ন শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।

(০৪) দশম জাতীয় সংসদের প্রথম-তৃতীয় অধিবেশনের বৈঠকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক উপস্থাপনের নিমিত্ত সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রশ্নে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত অংশের প্রশ্নের জবাব প্রস্তুত করে সংশিষ্ট কার্যালয়/মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(০৫) জাতীয় সংসদের প্রশ্ন তালিকা অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত হলেও ভিন্ন মন্ত্রণলয় সম্পর্কিত হওয়ায় সচিবালয় নির্দেশমালা-২০০৮ এর ২১১(ক) অনুচেছদের নির্দেশনা অনুযায়ী সংশিষ্ট মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা হয়েছে।

(০৬) ''বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির'' ২৩তম-২৪তম এবং বর্তমান সরকারের অধীনে ১ম- ৫ম বৈঠকের আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ৬টি কার্যপত্র প্রণয়ন করে প্রতিটি বৈঠকের জন্য ৩০ সেট কার্যপত্র জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(০৭) কার্যপ্রণালী বিধির ৭১ ক(৩)বিধি অনুযায়ী প্রাপ্ত নোটিশের ওপর উত্তরমূলক ৪টি সংক্ষিপ্ত লিখিত বিবৃতি জাতীয় সংসদ

সচিবালয়ের মূলতবী ও অধিকার শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।

(০৮) জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটি ও সরকারি প্রতিষ্ঠান কমিটির বৈঠকের কার্যপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।

(০৯) মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রেরণ করা হয়েছে।

(১০) সচিব কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(১১) জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৩ এ গৃহীত সুপারিশ/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(১২) ''জেলা প্রশাসকের দায়িত্ব ও কার্যাবলি'' বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ের সুচিন্তিত মতামত/প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.১.৪ বাজেট শাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের সম্পাদিত সকল কর্মকান্ডের বিবরণঃ

১. মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদ করা হয়েছে।

২. সচিবালয় এবং সংযুক্ত/অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা এবং ব্যয়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩. রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত ও ডাটা এন্ট্রি দেওয়া হয়েছে।

৪. রাজস্ব বাজেট হতে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রণয়ন/পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫. মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের জন্য বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৬. রাজস্ব আহরণ ও অর্থ ছাড়সহ বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৭. অনুন্নয়ন বাজেট যেমন- স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সাহায্য মঞ্জুরী, কর্মসূচী প্রণয়ন ও মনিটরিং, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাঁদা, থোক বরাদ্দ ইত্যাদি বাজেটের অর্থছাড়সহ এতদ্‌সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮. পরিকল্পনা/উন্নয়ন অনুবিভাগের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং অধিদপ্তর/সংস্থাওয়ারি সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন (Financial and Non-Financial) অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৯. প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক এবং ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জনসহ বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ সম্পাদন করা হয়েছে।

১০. অর্থবিভাগ প্রণীত নির্দেশনা এবং ছক অনুযায়ী বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১. পুনঃউপযোজনসহ মন্ত্রণালয়/বিভাগকে প্রদত্ত আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

১২. অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

১৩. সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটি (PAC) এবং অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

১৪. বাজেট ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তাবয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সাথে সমন্বয় রক্ষা করা হয়েছে।

১৫. বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি, বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির উপ-কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার কার্যবিবরণী অর্থ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

১৬. আর্থিক ব্যবস্থাপনার সংস্কার/উন্নয়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে নিয়ন্ত্রণাধীন অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা হয়েছে।

১৭. বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক, ফলাফল নির্দেশক সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) স্থাপন এবং পরিচালনা/ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে।

১৮. জাতীয় বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভূক্তির জন্য এ মন্ত্রণালয়েল তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে।

২.১.৫ অডিট শাখা

<u>আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণঃ</u>

১. ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার ৯৬৫টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে। ৩০/০৬/২০১৪ তারিখ পর্যন্ত অমিমাংসিত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১০,৪৩০টি, জড়িত টাকার পরিমাণ ১০,৯২১৪৭.৬৬ লক্ষ টাকা। এ বছর ২৯৬টি নতুন অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে।

২. অগ্রিম অনুচ্ছেদ, খসড়া অনুচ্ছেদ, সংকলনভুক্ত অনুচ্ছেদ ও চূড়ান্ত হিসাব এর উপর ৬৫টি পত্রের মাধ্যমে মোট ৩৫২টি অনুচ্ছেদের ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ের মতামতসহ বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩. অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থা/ জুট মিল/ বস্ত্র কলসমূহে ৬টি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪. ত্রিপক্ষীয় সভায় ৬৬টি অনুচ্ছেদ মিমাংসার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

৫. ৩৭২টি পত্রের উপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৬. অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির বিবরণ সম্পর্কিত ১২টি মাসিক প্রতিবেদন (নির্ধারিত ছকে) সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

৭. সংবিধিবদ্ধ অডিট আপত্তির শ্রেণিবিন্যাসকৃত (চুরি, আত্মসাৎ, ঘাটতি, অপচয়, বিধি বহির্ভূত পরিশোধ, সরকারি অর্থ আদায়ে ব্যর্থতা ও অন্যান্য অনিয়ম ও ক্ষতি সম্পর্কিত) ২টি ষান্মাসিক প্রতিবেদন অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে (প্রশাসন-৫ অধিশাখা) প্রেরণ করা হয়েছে।

৮. অনিষ্পন্ন বিষয়াদির ওপর ১২টি মাসিক প্রতিবেদন সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।

৯. মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন হালনাগাদকরণের নিমিত্ত এ অধিশাখার খসড়া কার্যবন্টন তালিকা প্রশাসন-১(সংস্থাপন) অধিশাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।

১০. মে /২০১৪ মাসের শাখা পরিদর্শন প্রতিবেদন উপসচিব (প্রশাসন-১) বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

১১. অধিশাখার নথিসমূহ সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পাদন/প্রতিপালন করা সম্পর্কিত দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয় ।

১২. অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে প্রতিপালনে অধিকতর সচেতন হওয়া এবং খসড়া নোট/পত্র উপস্থাপনে প্রমিত বাংলা বানান ব্যবহারসহ তথ্যগত বিভ্রাট, অশুদ্ধ তারিখ, টাইপজনিত ভুল ইত্যাদি পরিহার করা সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

১৩. বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পুস্তিকা আকারে প্রকাশের নিমিত্ত এ অধিশাখায় সম্পাদিত কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।

১৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে ব্রীফ তৈরির নিমিত্ত বর্তমান সরকারের সাফল্য, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সমস্যা সমাধান এবং বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।

১৫. ১০ম জাতীয় সংসদের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১ম সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত ২টি প্রতিবেদন সমন্বয় সংসদ অধিশাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।

১৬. বর্তমান সরকারের ১০০ দিনের উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড এবং পরবর্তী ১০০ দিনের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কিত প্রতিবেদন সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।

৭. বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক ঢাকা বিভাগের নিরীক্ষাযোগ্য ইউনিটের তালিকা ও হালনাগাদ নিরীক্ষা তথ্যাদি বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

২০১১-১২, ২০১২-১৩, ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে অডিট অধিশাখার উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহঃ

নথি/রেকর্ডপত্র এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরিতে না থাকায়/মৃত্যু বরণ করায় বাংলাদেশ জুট করপোরেশন (১৯৯৩ সালের ২৮ আগস্ট বিলুপ্ত ঘোষণা) এর ৪৬৭টি অডিট আপত্তি ১৯৫৯ সাল হতে অমিমাংসিত অবস্থায় রয়ে যায়। দীর্ঘদিনেও আপত্তিগুলো নিষ্পত্তি করা সম্ভবপর না হওয়ার প্রেক্ষাপটে বিজেসি 'র অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংস্থার ১৯৫৯-৬০ হতে ১৯৮৪-৮৫ সাল এবং বিজেসি'র ১৯৮৫-৮৬ সাল হতে ১৯৯২-৯৩ সাল (সংস্থাটি বিলুপ্ত হওয়ার পূর্বের সময়ের) এর অমিমাংসিত ৫.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমিত ৩৫৮টি অডিট আপত্তির সাথে জড়িত ৩,৩৭,২৬,২৯৭/- টাকা অবলোপন (**Write Off**) করার জন্য যৌক্তিক ব্যাখ্যাসহ প্রস্তাব অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগ ৭/৭/২০১৩ তারিখের ০৭.০১৮.০০.০০১.০৫.০২৫.২০১৩-৬৫ নম্বর স্মারকে ২০ থেকে ৫৪ বছরের পুরনো অডিট আপত্তিসমূহের প্রস্তাবিত ৩,৩৭,২৬,২৯৭/- টাকা অবলোপন করেছে। এ ঘটনা দীর্ঘদিনের পুরাতন, রেকর্ডবিহীন অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করছে।

২.১.৬ হিসাব কোষ

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণঃ

১. ১০৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাসিক বেতনভাতা, বকেয়া বেতনভাতা, ভ্রমনভাতা সংক্রান্ত যাবতীয় বিল প্রস্তুত করে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে প্রেরণ ও চেক আদায় করে যথাস্থানে পৌঁছানো।

২. এমটিবিএফ ও বাৎসরিক বাজেট প্রস্তুত কাজে সহযোগিতা করে একটি সুষ্ঠু বাজেট প্রণয়নের জন্য যাবতীয় কাজ সম্পাদন।

৩. পদোন্নতি সম্পর্কিত বেতন নির্ধারণসহ বকেয়া বিলের কাজ সম্পাদন।

৪. বাজেট বরাদ্দের সাথে মিল রেখে অন্যান্য আনুষাংগিক বিল প্রস্তুত করে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার অফিসে প্রেরণ ও তা পাশ করিয়ে যথাযথভাবে চেক বিতরণ।

৫. বিভিন্ন প্রকার ঋণ অগ্রিমের বিল তৈরি করে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে চেক সংগ্রহ ও বিতরণ।

৬. কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের পেনশন/গ্রাচুইটি সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করণ এবং পেনশন/গ্র্যাচুইটি মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে সঠিকতা যাচাইকরণ।

৭. ২৭ জন কর্মকর্তার আয়কর রিটার্ন সম্পর্কিত বার্ষিক বেতনের হিসাব প্রদান।

৮. টেলিফোনের বিল তৈরি করে এজিবি হতে চেক সংগ্রহ করতঃ নির্দিষ্ট অফিসে/জোনে চেক পেমেন্ট।
৯. নন-ট্যাক্স সম্পর্কিত হিসাব সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখাকে নিয়মিত প্রদান।
১০. প্রতি মাসে এজিবি অফিস ও ব্যাংকের সাথে আয় ব্যয়ের সঠিকতা যাচাই করণ।
১১. অর্জিত ছুটির হিসাব সংরক্ষণ ও চাহিদামতে রিপোর্ট প্রদান।
১২. ক্যাশ বুক লেখা ও তৎসংক্রান্ত যাবতীয় খাতাপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ।
১৩. সাধারণ ভবিষ্য তহবিল ও অন্যান্য অগ্রিম আদায় সম্পর্কিত রেকর্ড সংরক্ষণ।
১৪. বাজেটের সাথে সংগতি রেখে কোড ভিত্তিক সমস্ত বিল প্রস্তুত ও রেজিস্টারে সংরক্ষণ।
১৫. বিভিন্ন অগ্রিম সংক্রান্ত খরচের হিসাব রেজিস্টারে সংরক্ষণ।
১৬. কর্মচারীর সিলেকশনগ্রেড/টাইমস্কেল সম্পর্কিত বেতন নির্ধারণসহ বকেয়া বিলের কাজ সম্পাদন।
১৭. বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করণ।
১৮. বাৎসরিক অডিটের কাজে সহযোগীতা করা।
১৯. বিভিন্ন সময়ে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করার কাজে সহায়তা প্রদান করা।

২.১.৭ কম্পিউটার ও তথ্য সেলঃ

(১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন,২০০৬ এবং জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা,২০০৯ এবং পরবর্তীতে জারীকৃত এ সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালার নিরিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অনুসরনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
(২) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশযোগ্য উপাত্ত,ছবি প্রতিবেদন,প্রজ্ঞাপন,অফিস আদেশ, আইন,নীতিমালা ,টেন্ডার,জনসম্পৃক্ত বিষয় ইত্যাদি যথাসময়ে প্রকাশ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
(৩) ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সফট য়্যার রক্ষণাবেক্ষণ এবং এ উদ্যোগ বাস্তবায়নের কার্যক্রকর পদক্ষেপগ্রহণ ও সহযোগিতা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
(৪) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ের উপর ডাটাবেজ/সফটওয়্যার প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও সংশ্লিষ্ট শাখার চাহিদানুযায়ী সরবরাহ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যবলী;
(৫) মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ ও সংশ্লিষ্ট শাখার চাহিদানুযায়ী সরবরাহ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
(৬) সকল কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে নতুন উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত তথ্য প্রযুক্তি, বেসিক হার্ডওয়্যার, ট্রাবলস্যুটিং ও সফট য়্যার উপর প্রশিক্ষণ ও পুন:প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যবলী;
(৭) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রীর চাহিদা নিরুপণ,সংগ্রহের নিমিত্ত স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত এবং প্রাপ্ত সরবরাহ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রহণ নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
(৮) বিদ্যমান সকল কম্পিউটার ও কম্পিউটার সামগ্রী, লোকাল এরিয়া ওয়ার্ক (LA N) মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
(৯) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থা/বিভাগ এর যে কোন বিষয়ের উপর ডাটাবেজ/সফটওয়্যার প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন ইত্যাদিতে সহযোগিতা প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
(১০) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নতুন সংযোজিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান ও ধারণা লাভ এবং প্রয়োগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
(১১) সময়ে সময়ে অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

২.২ পরিকল্পনা ও বিরাষ্ট্রীয়করণ অনুবিভাগঃ

২.২.১ পরিকল্পনা-১ শাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণঃ

(১) মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভা (১০ টি) অনুষ্ঠিত হয়েছে।
(২) ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।
(৩) এডিপিভুক্ত ১৮টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ৩টি উন্নয়ন কর্মসূচির অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে।
(৪) এডিপিভুক্ত ৩টি প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটভুক্ত ৩টি কর্মসূচি সমাপ্ত করা হয়েছে।
(৫) উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।
(৬) উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে জনবল নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
(৭) চলমান প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
(৮) উন্নয়ন প্রকল্পের জনবলের পদসমূহ সৃজন ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।
(৯) ৫টি নতুন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে।
(১০) উন্নয়ন প্রকল্পের জনবলের পদ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর/সৃজনের জনপ্রশাসন এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে।

(১১) নতুন উন্নয়ন প্রকল্পের উপর প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
(১২) নতুন উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল নির্ধারণ করা হয়েছে।
(১৩) পরিকল্পনা কমিশন/একনেক/এনইসি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।
(১৪) পরিকল্পনা কমিশন এবং আইএমইডি এর চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে।
(১৫) উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক আদেশ প্রদান করা হয়েছে।
(১৬) MTBF এর উন্নয়ন বাজেট সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদিত হয়েছে।
(১৭) উন্নয়ন প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রকল্প সংশোধন এবং অনুমোদন করা হয়েছে।
(১৮) উন্নয়ন প্রকল্পের উপর ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
(১৯) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা আয়োজন করা হয়েছে।
(২০) উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়েছে।
(২১) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন টেক্সটাইল মেশিনারীজ ক্রয়ের জন্য মন্ত্রণালয়ের মঞ্জুরী জ্ঞাপন করা হয়েছে।
(২২) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সং শ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার সভায় যোগদান করা হয়েছে।
(২৩) সময়ে সময়ে অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদিত হয়েছে।

২.২.২ পরিকল্পনা-২ (পাট) শাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণঃ

(০১) মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভা (১০) টি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
(০২) পাট খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী।
(০৩) পাট খাতের বিভিন্ন কারিগরি সহায়ক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী।
(০৪) ১৩/০৯/২০১১ তারিখে অনুমোদিত একনেক কর্তৃক অনুমোদিত পাট অধিদপ্তরে বাস্তবায়িত "উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন (২য় সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।
(০৫) "উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন'' শীর্ষক প্রকল্পের অর্থ ছাড়করণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।
(০৬) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম।
(০৭) পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বিভিন্ন পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন সংস্থার নিকট তথ্য প্রেরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।
(০৮) পাটের গবেষণা ও বহুমুখী ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যাবলী।
(০৯) আন্তর্জাতিক পাট স্টাডি গ্রুপ (আইজেএসজি)'র কার্যাবলী সম্পন্ন করা।
(১০) আন্তর্জাতিক পাট স্টাডি গ্রুপ (আইজেএসজি)'র এপ্রিল, ২০১৪ সালে বিলুপ্তির পর পাট বিষয়ক অপর একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ।
(১১) জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।
(১২) জুট ডাইভারসিফাইড প্রোডাক্ট এর প্রচার, প্রসার, সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রকল্প গ্রহণ ও সেমিনার-সিম্পোজিয়াম এর আয়োজন করা।
(১৩) বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি) এর বিভিন্ন মিলসমূহের আধুনিকায়ন (বিএমআরই) প্রকল্প গ্রহণ।
(১৪) উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলী।
(১৫) চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের স্টিয়ারিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে
(১৬) নতুন উন্নয়ন প্রকল্পের উপর প্রকল্প যাচাই কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
(১৭) উন্নয়ন প্রকল্পের সংশোধন ও অনুমোদন করা হয়েছে।
(১৮) সময়ে সময়ে আরোপিত বিশেষ দায়িত্বসমূহ পালন।
(১৯) পাটখাতের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ ছাড়করণ কার্যাবলী।

২.২.৩ বেসরকারিকরণ/বিরাষ্ট্রীয়করণ শাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণঃ

০১. বেসরকারিকরণ ও বিরাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে কল-কারখানায় নুতন ও উদ্যমী উদ্যোক্তা আকৃষ্ট করা কল-কারখানার বেসরকারিকরণের ক্ষেত্রে সরকারের একটি উন্নয়ন কৌশল ও নীতি। সে অনুযায়ী ইতোমধ্যে কিছু কল-কারখানা বেসরকারিকরণ করা হয়েছে এবং কিছু সংখ্যক শিল্প কারখানা বেসরকারিকরণের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। প্রত্যাশা করা যায় যে, বস্ত্র উৎপাদন শিল্পে স্থবিরতা কাটিয়ে উঠতে এ ধরনের উদ্যোগ এবং নীতি উন্নয়ন কৌশল হিসেবে অদূর ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

০২. শ্রমিক-কর্মচারীদের নিকট হস্তান্তরিত মডার্ণ ন্যাশনাল কটন মিলস্ লিঃ এর স্টক এন্ড স্টোর্স এর মূল্য বাবদ ১১,৫০,০০০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। যা ১৬.০২.২০১২ খ্রিঃ তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

০৩. শ্রমিক-কর্মচারীদের নিকট হস্তান্তরিত নিউ লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস্ লিঃ এর মূল্য বাবদ (৭,৯৬,৫২,০০০/- + ৪,০০,০০,০০০/- + ১,৮৫,০০০/-) = মোট ১১,৯৮,৩৭০০০/- টাকা ২৩.০৭.২০১২ খ্রিঃ তারিখে সরকারি

কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

০৪. বিরাষ্ট্রায়ত্ব এ, কে, খান জুট মিলস্ লিঃ এর নিকট হতে সরকারের জিওবি পাওনা বাবদ-৭৬,৪৪২/- টাকা ও ১৯,২৭,০০০/- টাকা এবং সরকারি মালিকানাধীন ৩,১৪,২১৫টি শেয়ারের মূল্য বাবদ-৩১,৪২,১৫০/-টাকা মোট-৫১,৩৫,৫৯২/- টাকা আদায় করা হয়েছে। যা যথাক্রমে ১৫.০৪.২০১২ তারিখ, ১৩.০৫.২০১২ তারিখ ও ২৭.১২.২০১২ তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। যোগান দেয়া এ অর্থ সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

০৫. ন্যাশনাল কটন মিলস্ হস্তান্তর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ২য় কিস্তি বাবদ ১৮,১২,৯৬৯.৩৫ টাকা জমা প্রদান করেছে। যা ০১.০১.২০১৩ তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

০৬. বিরাষ্ট্রায়ত্ব মকবুলার রহমান জুট মিলস্ লিঃ এর সরকারে ন্যস্ত থাকা অবশিষ্ট ২০১৩৪৩টি শেয়ারের মূল্য বাবদ- ২০,১৩,৪৩০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। যা ২৮.০৪.২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্ট পাওনা ৮,২৩,০৩,০০০/- টাকার একটি ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করেছে।

০৭. বিরাষ্ট্রায়ত্ব কুষ্টিয়া টেক্সটাইল মিলস্ লি: এর নিকট সরকারের প্রাপ্য জিওবি খাতে ৪,৮১,৭৪,০০০/- টাকা এবং ১,৫৭,৯৭৬টি শেয়ারের মূল্য বাবদ-১৫,৭৯,৭৬০/- টাকা মোট ৫,০২,৫৩,৭৬০/- টাকা পরিশোধ করেছে। যা ১০.১১.২০১৩ তারিখে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

০৮. বিটিএমসি এবং বিজেএমসি'র আওতাধীন ১৯৮২ সালে সাবেক মালিকদের নিকট হস্তান্তরিত বস্ত্র ও পাট কলসমূহের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ-কে সরকার, বিটিএমসি, বিজেএমসি ও অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের যাবতীয় দায়-দেনা পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। একাধিকবার তাগিদ দেয়াসহ পাওনা আদায়ের বিষয়ে অনুসরণীয় প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। পাওনা পরিশোধের নির্দেশের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে আরো কিছু কিছু মিল হতে আংশিক পাওনা আদায় হয়েছে।

০৯. বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন ভালিকা উলেন মিলের অতিরিক্ত/উদ্বৃত্ত ৩.৯০ একর জমি বিটিএমসি কর্তৃক টেন্ডারের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়েছে। যার মূল্য বাবদ ২১,৬৬,৬৬,৪৫০/- টাকা বিটিএমসি কর্তৃক আদায় করা হয়েছে এবং জমির ক্রেতা মেসার্স স্মার্ট জেনস্ লিঃ এর অনুকূলে সাফ-কবলা দলিল সম্পাদন করে দেয়া হয়েছে।

১০. বস্ত্র ও পাটকলসমূহের মধ্যে নানামুখী সমস্যা (ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটি, শ্রমিক অসন্তোষ ও মামলার মাধ্যমে মিল কারখানা অচল হওয়া, বেহাত হওয়া ইত্যাদি) মাননীয় মন্ত্রী স্ব-উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে নিয়ে সভা ও সমঝোতার ব্যবস্থা করে সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছেন। এতে সরকার ও শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষাসহ উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার নিশ্চয়তার পথ প্রশস্থ হচ্ছে।

২.৩ বস্ত্র অনুবিভাগঃ

২.৩.১ বস্ত্র-১ শাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ

০১।	বিটিএমসির সংস্থাপনসহ উক্ত সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়োগ, পদোন্নতি, পুনর্গঠন, চাকুরীবিধি, নিয়োগবিধি, পদ সৃষ্টি, পদ বিলোপ, বেতন এবং ভাতাদি সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম।
০২।	বিটিএমসি কর্তৃক আন্তর্জাতিক বাজার হতে সকল প্রকার কাঁচামাল আমদানী সংক্রান্ত।
০৩।	বিটিএমসির আমদানী/রপ্তানী এবং বার্টার প্রটোকল চুক্তি সম্পাদন।
০৪।	বিটিএমসি নিয়ন্ত্রিত এন্টারপ্রাইজসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন যথা-ব্যালেন্স সীট, লাভ-ক্ষতির হিসাব বিশ্লেষণ এবং এ সম্পর্কে বিটিএমসি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনা।
০৫।	বিটিএমসির বাজেট ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত বাজেট বরাদ্দ, বিশেষ মঞ্জুরী, ঋণ, ট্রেজারী বন্ড, নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম ইত্যাদি যাবতীয় কাজ।
০৬।	শিল্পে কর্মরত শ্রমিক, কর্মচারীদের মজুরী, কল্যাণমূলক কার্যক্রম, শ্রম আইন এবং শ্রমিক সমস্যাদি সম্পর্কিত।
০৭।	বিটিএমসির বোর্ড সভা গঠণ/পুনর্গঠন এবং স্থানীয় নিয়ন্ত্রিত এন্টারপ্রাইজসমূহে পরিচালক মনোনয়ন।
০৮।	বিটিএমসির সালিশ, মামলা মোকদ্দমা, অভিযোগ ও আবেদন ইত্যাদি কার্যাবলী।
০৯।	বিটিএমসি নিয়ন্ত্রিত এন্টারপ্রাইজসমূহের সমস্যা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনাক্রমে তা সমাধানের নিমিত্ত বিটিএমসিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।
১০।	বিটিএমসিতে কর্মরত কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণ, বিদেশী সংস্থার আমন্ত্রণে ব্যক্তিগত/সরকারী পর্যায়ে অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান।
১১।	বিটিএমসি সংশ্লিষ্ট অন্য যে কোন কাজ।
১২।	বস্ত্র দপ্তরের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম, যথা-নিয়োগ, পদোন্নতি, পুনর্গঠন, চাকুরী নিয়মিতকরণ, নিয়োগ বিধি, পদ সৃষ্টি ও পদ বিলুপ্তি, বেতন-ভাতা, সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল প্রদান ইত্যাদি।
১৩।	বস্ত্র দপ্তর ও নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভাগীয় মামলা ও অভিযোগের ব্যাপারে প্রশাসনিক কার্যাবলী।
১৪।	বস্ত্র দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি ও দাপ্তরিক বিদেশ ভ্রমণ সংক্রান্ত কার্যক্রম।
১৫।	সময় সময়ে অর্পিত অন্যান্য কাজ।

২.৩.২ বস্ত্র-২ শাখা

২. **২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের সম্পাদিত সকল কর্মকান্ডের বিবরণ :**

(ক) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের আইন উপদেষ্টা নিয়োগের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।

(খ) বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের (বর্তমানে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড) ৫০ জন গার্ড/এমএলএসএস এর চাকুরী রাজস্বকরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বেতন ভাতাদি পরিশোধের জন্য বাজেট অধিশাখাকে অনুরোধ করা হয়।

(গ) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সরাসরি পুরণযোগ্য ৬টি শূণ্য পদ পুরণের জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হয়।

(ঘ) বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এর ইন্সট্রাক্টরের বেতন স্কেল উন্নীতকরণের সরকারী আদেশ জারী।

(ঙ) বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জনাব মো: আব্দুল হামিদ মিয়াকে পবিত্র হজ্ব পালনের জন্য ৫৯ দিন বহি:বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি মঞ্জুর করা হয়।

(চ) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন, ২০১৩ প্রণয়ন।

(ছ) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো ও প্রবিধান মালার খসড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

(জ) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদের প্রথম সভা অনুষ্ঠান।

(ঝ) বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এর ৩২টি পদ ০১.০৬.২০১১ হতে ৩১.০৫.২০১২ তারিখ পর্যন্ত সংরক্ষণের সরকারী আদেশ জারী।

(ঞ) মন্ত্রিসভা বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রেরণ।

(ট) বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এর সহকারী প্রকৌশলী (তড়িৎ) এর ১ (এক)টি পদ ০১.০৬.২০১৩ হতে ৩১.০৫.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সংরক্ষণের সরকারী আদেশ জারী।

(ঠ) বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অস্থায়ী রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত ৭(সাত)টি পদ ০১.০৬.২০১২ হতে ৩১.০৫.২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সংরক্ষণের সরকারী আদেশ জারী।

(ড) বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট এর ২(দুই)টি হিসাব রক্ষকের পদ ০১.০৬.২০১৩ হতে ৩১.০৫.২০১৪ তারিখ পর্যন্ত সংরক্ষণের সরকারী আদেশ জারী।

(ঢ) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ৯ম গ্রেড ভুক্ত ৭(সাত) জন কর্মকর্তাকে জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ এর আওতায় ১৫০০০-২৬২০০/- টাকার স্কেলে সিলেকশন গ্রেড প্রদান সংক্রান্ত মঞ্জুরী আদেশ জারী।

(ণ) বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ১৮১টি পদের মধ্যে ১৫৫টি পদ রাজস্বখাতে স্থায়ীকরণ এবং অবশিষ্ট ২৬টি শূণ্য পদ নিয়মিত সংরক্ষণের সরকারী আদেশ জারী।

(ত) ২৬ মার্চ সাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে ৩০০ (তিনশত) পিচ রেশমী রুমাল জাপানস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রেরণ।

(থ) বর্তমান সরকারের ১০০ দিনের উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড এবং পরবর্তী ১০০ দিনের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রতিবেদন প্রেরণ।

(দ) বস্ত্র-২ অধিশাখা সংশ্লিষ্ট বিগত ৫ বছরের উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখায় প্রেরণ।

(ধ) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সহকারী ব্যবস্থাপক জনাব সমীরণ কুমার বৈদ্যকে ১৫ (পনের) দিনের বহি:বাংলাদেশ অর্জিত ছুটি মঞ্জুরের আদেশ জারী।

(ন) মহামান্য হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ৩(তিন) জন কর্মচারীকে রাজস্বখাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত সরকারী আদেশ জারী।

(প) মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন হালনাগাদ করণ প্রসংগে প্রশাসন-১ অধিশাখায় তথ্যাদি প্রেরণ।

(ফ) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য গ্রাচুইটির পরিবর্তে পেনশন প্রথা প্রবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ।

(ব) বিবিধ।

<u>২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন</u> :

(ক) বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৩ নং আইন) প্রণয়ন;

(খ) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬৪ নং আইন) প্রণয়ন।

২.৩.৩ বস্ত্র-৩ শাখা

৩. **২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের সম্পাদিত সকল কর্মকান্ডের বিবরণ :**

(১) বাংলাদেশ বস্ত্রকল কর্পোরেশন (বিটিএমসি) সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

(২) ব স্ত্রখাত ও উহার বিভিন্ন উপ-খাতের নীতি প্রণয়ন এবং হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী।

(৩) ব স্ত্রশিল্পের বৈদেশিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত কার্যাবলী।

(৪) ব স্ত্র প্রদর্শনী ও বস্ত্রমেলা সম্পর্কিত কার্যাবলী।

(৫) বস্ত্র সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ ও চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী।

(৬) বস্ত্রশিল্পের পাবলিক এবং প্রাইভেট সেক্টরের সহযোগিতা সংক্রান্ত কার্যাবলী।

(৭) অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার খসড়ার উপর মতামত প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী।

(৮) বস্ত্রশিল্পের পাবলিক ও প্রাইভেট সেক্টরের সমস্যাসমূহে সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী।

(৯) প্রাইভেট সেক্টরে নতুন বিনিয়োগকারীকে চলতি মূলধন, কাঁচামাল আমদানী এবং অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও সাহায্যকারী সংস্থার সংগে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলী।

(১০) জয়েন্ট ইকোনমিক কমিশন সংক্রান্ত কার্যাবলী।

(১১) জাতীয় বস্ত্র প্রকৌশল ও গবেষণা ইন্সটিটিউট (নিটার) সংক্রান্ত কার্যাবলী।

(১২) সময়ে সময়ে অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণঃ

১. ?????? ?????? ?????????? ??? ?????????? ?????? ? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????? ??????? ?????????? ??? ????????? ??????? ??????? ? ????? (MOU) ?????????? ?????? ????????? ?????

২. বস্ত্রনীতি ২০১৪ এর খসড়া প্রণীত হয়েছে যা চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;

৩. আমদানী নীতি, রপ্তানী নীতি, কৃষি নীতি, সমবায় নীতিসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত খসড়া নীতিমালা পর্যালোচনা পূর্বক মতামত প্রদান করা হয়েছে;

৪. বিভিন্ন দেশের সাথে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক এবং যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের সভার জন্য ব্রীফ/মতামত প্রেরণ করা হয়েছে;

৫. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে অনুষ্ঠিত সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ পূর্বক অত্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত বিষয়ে মতামত প্রদান করা হয়েছে;

৬. International Sericulture Commssion (ISC) **সদস্যপদ গ্রহণ করা হয়েছে;**

?. ????????????? ??? ????????? (ICAO) ?এর সদস্যপদ গ্রহণের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

২.৪ পাট অনুবিভাগঃ

২.৪.১ পাট-১ শাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণঃ

(১) পাট ও পাটশিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে পাট কমিশন গঠন করা হয়েছিল এবং পাট কমিশনের প্রতিবেদন পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।

(২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিলুপ্ত আদমজী জুট মিলের ২নং ইউনিট পুনরায় চালুকরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ঘোষণা দেন। সে লক্ষ্যে উন্নতমানের পাটের রপ্তানী, সূতা ও পাটের বিভিন্ন ধরনের বহুমুখী পণ্য উৎপাদন, যার দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫০.৭০ মেঃ টন এবং এর মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০৬৭৪.৪১ লক্ষ টাকার প্রকল্পটি গ্রহণ করে অর্থায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সার সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে।

(৩) বিজেএমসির আওতাধীন বন্ধ কওমী জুট মিলস্ লিঃ এবং পিপলস জুট মিলস্ লিঃ পুনরায় চালু করা হয়েছে।

(৪) বিজেএমসির আওতাধীন পাটকলসমূহের বিদ্যুৎ সমস্যা দূরীকরণার্থে বিকল্প পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

(৫) স্বেচ্ছাবসর কর্মসূচীর আওতায় অবসর এবং স্বাভাবিক নিয়মে অবসর গ্রহণকারীদের পাওনাদি পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৬) মজুরী কমিশনের বকেয়া পাওনা ৩য় ও ৪র্থ কিস্তি পরিশোধ বাবদ ৪০০.০০ কোটি টাকা বিজেএমসির অনুকূলে ছাড় করা হয়েছে। চলমান পাটকলগুলোর উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ আর্থিক সালে কাঁচা পাট ক্রয়ের জন্য ২০০.০০ (দুইশত) কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে।

(৭) পাটের বকেয়া মূল্য বাবদ সরবরাহকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং অর্থ মন্ত্রণালয় হতে চাহিদা মোতাবেক অর্থ পাওয়া যায়নি।

(৮) বিজেএমসির অধীন মিলসমূহের শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বকেয়া পাওনাদি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাপ্ত পত্রসমূহ যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে বিজেএমসিতে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৯) বিজেএমসি ও এর অধীন পাটকলসমূহের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহের বিষয়ে বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজেএমসিকে অনুরোধ করা হয়েছে।

(১০) বন্ধকৃত পাটকলসমূহের অর্থায়নের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মন্ত্রিসভা বৈঠক উপস্থাপনের জন্য সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে।

(১১) সরকার কর্তৃক ঘোষিত মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুই বছর চাকুরির সুবিধার পরে আরো এক বছর চাকুরী বৃদ্ধির সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

(১২) ভারতের লগন ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ কর্তৃক গালফ্রা-হাবিব লিঃ যৌথ উদ্যোগে লাভজনকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলছে।

(১৩) পাট থেকে মন্ড ও কাগজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলছে।

(১৪) সরকারী পাটকলসমূহের শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মজুরী কমিশন, ২০১০ বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে।

(১৫) বিজেএমসির কর্মচারী প্রবিধানমালার সংশোধনী ২০১১ কার্যক্রম চলছে।

(১৬) বিজেএমসির পাটকলগুলি BMRE করণের কার্যক্রম চলছে।

২.৪.২ পাট-২ শাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণঃ

১. পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার (সংশোধন)আইন, ২০১৩ বাংলাদেশ গেজেটে ২৫-০৮-২০১৩ তারিখের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।
২. পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০-এর ২২ ধারামতে ২৮ মে ২০১৩ তারিখে পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালার ৩ বিধিতে উল্লেখিত তফসিল অনুযায়ী ৬টি পণ্য- ধান, চাল, গম, ভুট্টা, সার ও চিনি পাটজাত মোড়কের জন্য নির্ধারণ হয়েছে।
৩. পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩ যথাযথ প্রয়োগের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯ এর তফসীলে অন্তর্ভুক্ত করে বাংলাদেশ গেজেটে ০৬/১১/২০১৩ তারিখের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।
৪. পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩ যথাযথ প্রয়োগের লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
৫. বাধ্যতামূলক পাটের বস্তার ব্যবহার আইন, বাস্তবায়নের সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসকদের নিকট সচিব মহোদয় স্বাক্ষরিত ডি,ও পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৬. আন্তর্জাতিকভাবে বাধ্যতামূলক পাটের বস্তা ক্রয় এবং ব্যবহার উৎসাহিত করণের নিমিত্তে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসের কর্মাশিয়াল কাউন্সিলরদের নিকট সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরিত ডি,ও,পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৭. উক্ত আইনের বিষয়ে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন ও ব্যাপকভাবে প্রচারের নিমিত্ত দুটি ক্ষুদে বার্তা প্রচারের জন্য বিটিআরসিকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। যা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে।
৮. এছাড়াও দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি, বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচার ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়ে ব্যাপক প্রচার/প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

২.৪.৩ পাট-৩ শাখা

আলোচ্য অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণঃ

০১) বিলুপ্ত বিজেসির কতিপয় সম্পত্তির লীজ/ভাড়া প্রদানের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;
০২) নারায়ণগঞ্জ জেলার ১টি, কুড়িগ্রাম জেলার ১টি, জামালপুর জেলার ১টি, রংপুর জেলার ৪টি সম্পত্তির রেজিষ্ট্রি দলিল সম্পাদন করা হয়েছে;
০৩) রংপুর জেলার আলমনগর নামীয় সম্পত্তিতে অবস্থিত অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে;
০৪) বিজেসি'র জমি সংক্রান্ত হাইকোর্টে বিচারাধীন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিজেসি 'র প্যানেল আইনজীবীর প্রস্তাবনার আলোকে কতিপয় সিনিয়র আইনজীবী নিয়োগসহ তাদের পারিশ্রমিক ফি প্রদানের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;
০৫) নীতি সংক্রান্ত
০৬) ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ১২টি সভা আহবান করা হয়েছে;
০৭) বিজেসি'র কতিপয় সম্পত্তির বিষয়ে আইনগত মতামত চেয়ে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে;
০৮) বিভিন্ন সময়ে চাহিদার আলোকে যথাসময়ে তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়েছে;
০৯) পাটজাত পণ্য রপ্তানীর বিপরীতে নগদ সহায়তা/ভর্তুকী পরিশোধের জন্য বিভিন্ন জুট এসোসিয়েশনের প্রস্তাবনার আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুকূলে অর্থ ছাড়করণের বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভিন্ন সময়ে পত্র যোগাযোগ করা হয়েছে।

২.৫ টেক্সটাইল স্ট্রাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট (টিএসএমইউ)

১.০ **পরিচিতিঃ**

বস্ত্র শিল্পের বিভিন্ন উপখাতে সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তঃসংযোগ সৃষ্টির সমন্বিত পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণে বস্ত্র মন্ত্রণালয় তথা সরকারকে কারিগরী সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৮৯ সালে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে টেক্সটাইল ষ্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এর বাস্তবায়ন আরম্ভ হয় এবং একই উৎসের অনুদানে ইউনিটটি মোট ৩ পর্যায়ে সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত পরিচালিত হয়। অতঃপর বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ইউনিটটি মোট ৪ জন স্থানীয় বিশেষজ্ঞ এর সমন্বয়ে ২০০৩ সালের জুন পর্যন্ত পরিচালিত হয়। বস্ত্র মন্ত্রণালয়কে বস্ত্র শিল্পের বিভিন্ন উপখাতে বিনিয়োগ ও এমএফএ এর আওতায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সুবিধা উঠে যাওয়ার পরবর্তী সময়ে বস্ত্র পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কৌশল সংক্রান্ত নীতি / কর্মপন্থা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সহায়তা দানের জন্য শুধুমাত্র ১ জন স্থানীয় পরামর্শক (শিল্প অর্থনীতিবিদ) দ্বারা ইইউ / ইউনিডোর অর্থায়নে মার্চ ২০০৬ থেকে টিএসএমইউ এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে মার্চ, ২০০৬ থেকে ৪.৫ বছর মেয়াদী ইউরোপিয়ান কমিশন কর্তৃক অর্থায়িত এবং ইউনিডো কর্তৃক বাস্তবায়িত Bangladesh Quality Support Program (BQSP) এর আওতায় "Strengthening NITTRAD's and TSMU's Capability for Development of Textile Sector" শীর্ষক কারিগরি প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে টিএসএমইউ এর কার্যাবলী পরিচালিত হয়েছে যার বাস্তবায়ন

জুন ২০১০ সালে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে ইইউ এর অর্থায়নে BQSP এর পরবর্তী পর্যায়ে Better Works and Standards (BEST) Programme এর আওতায় "Strengthening of NITER, Textile Colleges and TSMU for Development of Textile Sector" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের একটি অঙ্গ হিসেবে টিএসএমইউ এর উপর ন্যস্ত কার্যক্রম জুলাই ২০১০ থেকে শুরু করা হয়েছে যা জুন ২০১৫ এ সমাপ্ত হবে।

২.০ টিএসএমইউ এর কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

২.১ বস্ত্র খাতে উন্নতমানের শিল্প ও বস্ত্র পণ্যের বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাথমিক বস্ত্র শিল্পের সমন্বিত উন্নয়ন এবং সরকারী ও বেসরকারী খাতের স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সু-সম্পর্ক সৃষ্টি।

২.২ প্রাথমিক বস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগ ও অর্থায়ন নীতি অনুসরণ, সুদের হার এবং শুল্ক ও কর ইত্যাদি আরোপের ফলে বস্ত্র পণ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাবমুক্ত করার ব্যাপারে আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণার্থক কার্যাদি সম্পাদন।

২.৩ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা / কর্মসূচী, বিনিয়োগ ও কারিগরি প্রকল্প প্রণয়ণের ব্যাপারে মন্ত্রণালয়কে সহায়তা প্রদান।

২.৪ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে যথাযথ বিনিয়োগ ও কারিগরী সহায়তা, উন্নত কৌশল অবলম্বন এবং বস্ত্র পণ্যের বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।

৩.০ টিএসএমইউ কর্তৃক ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণঃ

৩.১ মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী এবং সিনিয়র সচিবের নয়া দিল্লী সফরের সাথে সম্পর্কিত "Vision IJSG after 2014" সংক্রান্ত ব্রীফ প্রণয়ন।

৩.২ বাংলাদেশের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং ভারতের বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত MOU এর বাংলা সংস্করণ প্রণয়ন।

৩.৩ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক প্রণীত "Rules for Preparation and Publication of Statistics by Different Organizations other than Bangladesh Bureau of Statistics 2013" নিরীক্ষান্তে মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য প্রদান।

৩.৪ মন্ত্রণালয়ের MIS Development এর ব্যাপারে নিয়োজিত কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান এবং এতদসংক্রান্ত অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান।

৩.৫ বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত "Diagnostic Trade Integration Study" এর ৩টি বিশদ ভলিয়্যুম এর ওপর মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য প্রদান।

৩.৬ বস্ত্র ও পাট উপখাত সংক্রান্ত অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৩ ও ২০১৪ (বাংলা) প্রণয়ন।

৩.৭ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রণীত ৬ষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যমেয়াদী মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্তব্য প্রদান।

৩.৮ মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর চাহিদা মোতাবেক ৬ষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কৌশল অনুযায়ী বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থা/বোর্ড এর প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমন্বিত পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৩.৯ বস্ত্র পণ্যের ট্যাক্স ও ট্যারিফ সংক্রান্ত এনবিআর এর বিভিন্ন সভায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান।

৩.১০ বস্ত্র ও পাট খাতে বর্তমান সরকারের বিগত ০৫ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন সংক্রান্ত বিশদ প্রতিবেদন প্রণয়ন।

৩.১১ বস্ত্র নীতি - ২০১৪ এর খসড়া প্রণয়ন।

৩.১২ জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্যগণ কর্তৃক উপস্থাপিত বস্ত্র ও পাট সংক্রান্ত নির্ধারিত প্রশ্নাবলীর উত্তর প্রদান।

৩.১৩ বস্ত্র ও পাট উপখাত সংক্রান্ত বেলারুশ, ভারত, শ্রীলংকা, ভিয়েতনাম, উজবেকিস্তান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপিনস, সৌদি আরব, তুরস্ক, ইরান, কম্বোডিয়া, ভূটান ইত্যাদি দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের পারস্পরিক বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির ওপর ব্রীফ / ইনপুট প্রণয়ন এবং শিল্প অর্থনীতিবিদ কর্তৃক ইআরডিতে এ সকল বিষয় সংক্রান্ত কতিপয় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় যোগদান।

৩.১৪ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, পরিদপ্তর ও সংস্থা কর্তৃক প্রণীত নীতি, আইন, রিপোর্ট প্রভৃতির উপর বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের পক্ষে মতামত প্রদান।

৩.১৫ ইইউ/ইউনিডোর আর্থিক সহায়তায় Better Works and Standards (BEST) Programme এর অধীনে বাস্তবায়নাধীন "Strengthening of NITER, Textile Colleges and TSMU for Development of Textile Sector" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাসিক, ত্রৈ-মাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, অর্থ মন্ত্রণালয় ইত্যাদি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ।

৩.১৬ NITER এর গভর্ণিং বডি'র সদস্য হিসেবে শিল্প অর্থনীতিবিদ কর্তৃক নিয়মিত সভায় যোগদান এবং সিলেকশন কমিটির সদস্য হিসেবে NITER এ শিক্ষক ও অন্যান্য জনবল নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ বোর্ডে অংশগ্রহণ।

২.৬ লিকুইডেশন সেলঃ

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ প্রসংগে লিকুইডেশন সেলের আওতাভুক্ত ৮টি বস্ত্র মিলের তথ্যবলী।

১৯৮২ ইং সনে সরকারী সিদ্ধান্ত ক্রমে ৪টি বস্ত্র মিল যথাক্রমে (১) ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ (মিল নং-১), (২) ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ (মিল নং-২), (৩) আদর্শ কটন স্পিনিং এন্ড উইভিং মিলস্ লিঃ ও (৪) মোহিনী মিলস্ লিঃ Wound up করে উক্ত মিলগুলোর অবসায়ন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য লিকুইডেটর নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে আরও ৪টি মিল যথাক্রমে (১) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ, (২) চিশতী টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ, (৩) ওরিয়েন্ট টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ ও (৪) মসলিন কটন মিলস্ লিঃ Wound up করার লক্ষ্যে লিকুইডেশন সেলে ন্যস্ত করা হয়। উক্ত মিলসমুহের অবসায়ন সংশ্লিষ্ট সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরুপঃ-

(১) ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ (মিল নং-১)

(ক) এ মিলটি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের শর্তে ১৯৮৩ সনে বিক্রয় করা এবং এর দখল ক্রেতা বরাবরে বুঝিয়ে দেয়া হয়। সরকারী সমুদয় পাওনা আদায়ের পর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে মিলের মোট জমির মধ্যে নিষ্কন্টক (আংশিক) ২৯.৬১ একর জমি ক্রেতা কোম্পানীর অনুকূলে রেজিষ্ট্রি দলিল সম্পাদন করে দেয়া হয়েছে।

(খ) এ মিলের আংশিক জমি অর্পিত তালিকাভুক্ত হওয়ায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৮.৩৮ একর জমি অর্পিত তালিকা হতে আইনানুগ ভাবে অবমুক্ত করা হয়েছে এবং এ জমি ক্রেতার অনুকূলে রেজিষ্ট্রি দলিল সম্পাদন করে দেয়া হয়েছে।

(গ) ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে এমিলের ৩.২৮ একর জমি খাস খতিয়ান হতে রেকর্ড সংশোধন মামলার রায় সরকারের তথা মিলের অনুকূলে পাওয়া যায়।

(২) ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ (মিল নং-২):

(ক) এ মিলটি বিক্রয় ও ক্রেতা কোম্পানীর নিকট হতে সরকারী সমুদয় পাওনা আদায় করা হয়েছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে এ মিলের নিষ্কন্টক জমি ক্রেতা কোম্পানীর অনুকুলে রেজিষ্ট্রি দলিল সম্পাদন করে দেয়া হয়েছে।

(খ) এ মিলের ৪.২৩ একর জমি অর্পিত তালিকা হতে অবমুক্ত করা হয়েছে যা ক্রেতার অনুকূলে রেজিষ্ট্রি দলিল সম্পাদন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৩) আদর্শ কটন স্পিনিং এন্ড উইভিং মিলস্ লিঃ

(ক) এ মিলটি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় বিক্রয় ও কিস্তিতে ক্রেতার নিকট হতে সরকারী সমুদয় পাওনা আদায় করা হয়েছে।

(খ) এ মিলের প্রায় ১৬ একর জমি অর্পিত তালিকা হতে অবমুক্ত করা হয়েছে। এ মিলটির নিষ্কন্টক ২৪.৮০ একর জমি ক্রেতা কোম্পানীর অনুকূলে রেজিষ্ট্রি দলিল সম্পাদন করে দেয়া হয়েছে।

(৪) মোহিনী মিলস্ লিঃ

এ মিলটি ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সাবেক ক্রেতা পক্ষের সাথে সম্পাদিত বিক্রয় চুক্তির শর্তে ও তাদের সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিক্রয় করা হয়েছে। যার বিপরীতে ক্রেতা সরকারের অনুকূলে সর্বমোট ১০.০০ (দশ) কোটি টাকা জমা প্রদান করেছে। পরবর্তীতে আরও ১০.০০(দশ) কোটি টাকার পে-অর্ডার দাখিল করেছে।

(৫) বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ

(ক) এ মিলটি বিক্রয় ও ক্রেতা কোম্পানীকে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং সরকারী সমুদয় পাওনা আদায় করা হয়েছে এবং সমুদয় সম্পত্তি ক্রেতার অনুকূলে রেজিষ্ট্রি দলিল সম্পাদন করে দেয়া হয়েছে।

(খ) এ মিলের নিকট বিটিএমসি'র পাওনা/দেনার হিসাব চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং বিটিএমসি'র পাওনা অর্থ সরকারী কোষাগার হতে প্রদানের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়েছে।

(৬) মসলিন কটন মিলস্ লিঃ

(ক) এ মিলটি ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশ মোতাবেক সাবেক মালিকদের অনুকূলে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে সাবেক মালিকপক্ষের সর্বসম্মত অভিমতের প্রেক্ষিতে তাদের মনোনীত ব্যক্তির নিকট ১৩৫(একশত পঁয়ত্রিশ) কোটি টাকায় মিলটি বিক্রয় করা হয়েছে।

(খ) ক্রেতা কোম্পানী কর্তৃক সরকারের অনুকূলে ২৫(পঁচিশ) কোটি টাকার পে-অর্ডার এবং অবশিষ্ট ১১০(একশত দশ) কোটি টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করা হয়েছে।

(গ) মিলটির ক্রেতা কোম্পানীর সাথে একটি বিক্রয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তদানুযায়ী গত ০৩-৮-২০১৩ ইং তারিখে আনুষ্ঠানিক ভাবে মিলের দখল ক্রেতার অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়।

(ঘ) ক্রেতার সাথে স্বাক্ষরিত বিক্রয় চুক্তি অনুযায়ী ক্রেতা ডাউন পেমেন্ট বাদে নির্ধারিত ৫টি কিস্তির মধ্যে ১ম কিস্তি অর্থ পরিশোধে বিলম্বের কারণে বিলম্ব সুদসহ ১ম কিস্তির অর্থ মোট ২৩,১৭,১৭,২৬০.০০ টাকার পে-অর্ডার মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছে।

(৭) চিশতী টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ

এ মিলটি মেসার্স আমর্স ফারাজ কনষ্টাকশন লিঃ এর আবেদন অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ও নির্দেশ মোতাবেক ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) কোটি টাকা মুল্যে বিক্রয় ও ক্রেতা কোম্পানীর বরাবরে ০৭-০১-২০১৪ ইং তারিখে হস্তান্তর করা হয়েছে। ক্রেতা প্রথমে ১৫.০০ (পনের) কোটি টাকা পরবর্তীতে বিক্রয় চুক্তি মোতাবেক ১ম কিস্তি ও ২য় কিস্তি বাবদ যথাক্রমে ৪.০৫ কোটি ও ৪.০০ কোটি টাকার পে-অর্ডার দাখিল করেছে।

(৮) ওরিয়েন্ট টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ।

এ মিলের অনেকগুলো জমির মালিকানা দলিল না থাকায় এবং বেশ কিছু জমির রেকর্ড স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নামে থাকায় জমি সংক্রান্ত ১৩টি মামলা চালু রয়েছে এবং আরো মামলা দায়ের করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। জমি জমা সংক্রান্ত একাদিক মামলা আদালতে বিচারাধীন থাকায় মিলটি বিক্রয়ের টেন্ডার আহবান করা যাচ্ছে না।

৩.০ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সম্পাদিত কার্যাবলিঃ

৩.১। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডঃ

বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন।

১। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের অর্গানোগ্রাম ও পরিচিতিমূলক তথ্যাবলীঃ-

ঐতিহ্যবাহী রেশম শিল্পের ব্যাপক সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর ৬২ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। চেয়ারম্যান ছিলেন বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোই এ সংস্থার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বোর্ড এ শিল্পের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে দেশে রেশম শিল্পের ব্যাপক পরিচিতি ও অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে দেশে এ শিল্পের সংগে জড়িত লোকসংখ্যা প্রায় ৬.৫০ লক্ষ বোর্ড সৃষ্টির পূর্বে এ সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫ হাজার বিজড়িত জনবলের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই গ্রামীণ দুঃস্থ মহিলা।

সম্প্রতি ০৭/০৩/২০১৩ ইং তারিখে ১৩ নং আইনবলে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন এই ৩টি পৃথক সংস্থা একীভূত করে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। পুনঃ প্রতিষ্ঠিত সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার পদবী চেয়ারম্যানের পরিবর্তে মহাপরিচালক করা হয়েছে। বোর্ডের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ৪টি বিভাগ রয়েছে; যথাঃ- (১) প্রশাসন ও সংস্থাপন বিভাগ, (২) অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগ, (৩) সম্প্রসারণ ও প্রেষণা বিভাগ এবং (৪) উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বিভাগ। এ ছাড়াও গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটসহ এমআইএস সেল, নিরীক্ষা শাখা, জনসংযোগ শাখা সরাসরি মহাপরিচালকের অধীনে ন্যস্ত রয়েছে। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের নতুন অর্গানোগ্রাম প্রণয়নের বিষয়টি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রনালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২০১৩ সালের ১৩নং আইনের (৬) ধারাবলে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ গঠন করা হয়েছেঃ-

ক) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী বা প্রতি মন্ত্রী চেয়ারম্যান
খ) জাতীয় সংসদের স্পীকার কর্তৃক মনোনীত একজন সংসদ সদস্য জ্যেষ্ঠ ভাইস চেয়ারম্যান
গ) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব ভাইস চেয়ারম্যান
ঘ) রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার সদস্য
ঙ) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা সদস্য
চ) অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা সদস্য

ছ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা সদস্য
জ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অনূন্য যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা সদস্য
ঝ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড - সদস্য-সচিব সদস্য-সচিব
ঞ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত প্রাণীবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ হতে যথাক্রমে সদস্য
১ জন করে মোট ২জন অধ্যাপক (একজন সদস্য মহিলা হবেন)
ট) সরকার কর্তৃক মনোনীত রেশম পোকা পালনকারী, রেশম সুতা উৎপাদনকারী ও রেশম পণ্যের সদস্য
ব্যবসায়ীগণের মধ্য হতে সর্বমোট ৩জন প্রতিনিধি (একজন মহিলা প্রতিনিধি থাকবেন)।

২। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের শাখাসমূহের কার্যাবলীঃ-

১) প্রশাসন ও সংস্থাপন বিভাগঃ-

মহাপরিচালকের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে বোর্ডের সচিব, এ বিভাগটি নিয়ন্ত্রন করে নিম্নোক্ত কর্মকান্ড পরিচালনা করেনঃ

- রেশম উন্নয়ন বোর্ড ও এর অধীন সারাদেশ ব্যাপী অবস্থিত বিভিন্ন প্রকল্পসমূহের সকল ধরণের প্রশাসনিক কাজকর্ম যথা- ছুটি, পদোন্নতি, নিয়োগ, বদলী, বিভাগীয় মামলা মোকদ্দমা দায়ের ও নিষ্পত্তিকরণ ;
- বিভিন্ন প্রকল্পে অবস্থিত জমিজমা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম ও এ সংক্রান্ত আদালতের মামলা মোকদ্দমা পরিচালনা করা;
- কমন সার্ভিস সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করা এবং ট্রান্সপোর্ট পুল রক্ষণাবেক্ষণ করা ;
- বোর্ড সভাসহ বোর্ডের বিভিন্ন ধরনের মিটিং এর আয়োজন করা এবং কার্যবিবরণী প্রস্তুত ও তার ফলোআপ করা ;
- মন্ত্রণালয় ও সরকারী বিভিন্ন সংস্থার সংগে যোগাযোগ করতঃ প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পাদন করা ও এ সংক্রান্ত রিপোর্ট রিটার্ন প্রণয়ন করা ;
- এ ছাড়া সরকার ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সমায়ান্তর প্রদত্ত অন্যান্য যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করা।

২) অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগঃ-

বোর্ডের সদস্য (অর্থ ও পরিকল্পনা) এ বিভাগের প্রধান এবং তাঁর নিয়ন্ত্রনে এ বিভাগটির নিম্নোক্ত কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ঃ

(ক) হিসাব শাখাঃ-

- রেশম উন্নয়ন বোর্ড এবং আওতাধীন সকল প্রকল্প ও কার্যালয়ের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন এবং তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ;
- রেশম উন্নয়ন বোর্ড ও আওতাধীন প্রকল্প ও কার্যালয় সমূহের যাবতীয় আর্থিক লেনদেন তদারকি, অর্থ ছাড়সহ হিসাব সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ ;
- নিরীক্ষা কাজে সহায়তা প্রদান এবং সরকারী বাণিজ্যিক নিরীক্ষা কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ ;
- মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সরকারী সংস্থাতে অর্থ ছাড়ের ব্যাপারে যোগাযোগ, অর্থ ছাড়ের ব্যবস্থাকরণ এবং এ ব্যাপারে চাহিদাকৃত রিপোর্ট রির্টান প্রদান ;
- অর্থ সংক্রান্ত সরকারী অন্যান্য আদেশ/নির্দেশ পালন করা।

(খ) পরিকল্পনা শাখাঃ-

- দেশে রেশম শিল্পের উন্নয়ন, বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ;
- ডিপিপি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশন এবং অন্যান্য সরকারী অফিসের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ;
- রেশমের সংগে সম্পৃক্ত সরকারী সংস্থাসমূহ ও স্থানীয় সরকারী পরিষদকে রেশমের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ;
- সরকারী নীতি ও দিক নির্দেশনার আলোকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন এবং তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা ;
- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান ;
- মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট রির্টান প্রদান করা ;
- কর্তৃপক্ষ ও সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা ;

(গ) প্রকৌশল শাখাঃ-

নির্বাহী প্রকৌশলী এ শাখার প্রধান; কার্যাবলী নিম্নরুপঃ-

- রেশম উন্নয়ন বোর্ড এবং আওতাধীন প্রকল্পসমূহের যাবতীয় নির্মাণ, মেরামতি এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য যাবতীয় নক্সা এবং ব্যয় প্রাক্কলন প্রণয়ন করা ;
- এ সকল কাজের জন্য টেন্ডার আহবান, টেন্ডার চূড়ান্তকরণ, কার্যাদেশ প্রদান ও যাবতীয় কাজের তদারকি এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় বিল প্রক্রিয়াকরণ ;
- বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করা;
- এ ছাড়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য নির্দেশ পালন করা।

৩) **<u>সম্প্রসারণ ও প্রেষণা বিভাগঃ-</u>**

বোর্ডের সদস্য (সম্প্রসারণ ও প্রেষণা) এ বিভাগের প্রধান এবং তাঁর নিয়ন্ত্রনে এ বিভাগটির নিম্নোক্ত কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ঃ

- দেশে রেশম চাষ সম্প্রসারনের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন, তদারকি ও দিক নির্দেশনা প্রদান;
- সম্প্রসারণ কার্যাবলীকে সুষ্ঠভাবে ত্বরান্বিত করার জন্য রেশম চাষীদের কারিগরী ও উপকরণ সহায়তা প্রদান কল্পে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান ;
- রেশম চাষের বিভিন্ন পর্যায়ের রেশম চাষী, এনজিও এবং মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান কল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ ;
- উন্নত জাতের তুঁত গাছ এবং রোগমুক্ত রেশম পোকার ডিম উৎপাদন ও সরবরাহের যাবতীয় দিক নির্দেশনা প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ করা;
- রেশম শিল্পের সংগে সম্পৃক্ত বিভিন্ন এনজিও ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করতঃ রেশম সম্প্রসারণ কাজ ত্বরান্বিত করা ;
- রেশম গুটির বাজারজাতকরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ;
- মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যালয় পরিদর্শন এবং সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা নেয়া ;
- বিভিন্ন রিজিওন ও জোন থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমূহের পরিসংখ্যান প্রস্তুত করতঃ বোর্ডের পরিকল্পনা বিভাগের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এ ছাড়াও বিভাগটির আওতায় দেশব্যাপী রেশম উন্নয়নের জন্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৫ টি আঞ্চলিক রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, ৭ টি জেলা রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, ১০ টি রেশম বীজাগার, ১টি পি-৩ ষ্টেশন(জাত সংরক্ষণ), ২টি গ্রেনেজ (বীজ কাটাই ও প্রক্রিয়াকরণ), ৭ টি মিনিফার্ম, ৪১ টি উপজেলা রেশম সম্প্রসারণ কার্যালয়, ১৬৪ টি রেশম সম্প্রসারণ পরিদর্শকের কার্যালয় এবং ২৭ টি চাকী পলু পালন কেন্দ্র রয়েছে।

৪) **<u>উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বিভাগঃ-</u>**

বোর্ডের সদস্য (উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ) এ বিভাগের প্রধান এবং তাঁর নিয়ন্ত্রণে এ বিভাগটি পরিচালিত হয়। দুটো রেশম কারখানা যথা রাজশাহী ও ঠাকুরগাঁ রেশম কারখানা এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ১২ টি মিনিফিলেচার কেন্দ্র এ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। বিভাগটির কার্যাবলী নিম্নরুপঃ-

- দেশে উৎপাদিত সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে রেশম গুটি ও রেশম সামগ্রীর সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মিনিফিলেচারের মাধ্যমে রেশম গুটি ক্রয় ও গুটি হতে গুণগত মানসম্পন্ন সুতা উৎপাদন ও উৎপাদিত সুতা বাজারজাতকরণ;
- রিলিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় মহিলা রিলারদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- মিনিফিলেচারে নিয়োজিত রিলিং কাজে সংশ্লিষ্টদের কারিগরী পরামর্শ প্রদান;
- রেশম তথা রেশম পণ্য উৎপাদনে সম্পৃক্ত বেসরকারী পর্যায়ে শিল্পদ্যোক্তাগণের উন্নয়নের মাধ্যমে রেশম শিল্পের প্রসার ঘটানো;
- কাঁচা রেশম, স্পান সিল্ক ও রেশম পণ্য উৎপাদনের জন্য মিল স্থাপণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মিনিফিলেচারে সুতা কাটাই কার্যক্রম মডেল হিসেবে স্থানীয় বেসরকারী উদ্যোক্তাদের প্রদর্শন এবং এখান থেকে তাদের কারিগরি পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
- সম্প্রসারণ এলাকায় চাষীদের উৎপাদিত রেশম গুটি বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান;
- দেশে-বিদেশে রেশম ও রেশম সামগ্রী জনপ্রিয় ও বাজারজাতকরণের জন্য প্রচারের ব্যবস্থা;
- রেশম সামগ্রীর মানোন্নয়ন এবং রেশম শিল্পের দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে বেসরকারী পর্যায়ের সিল্ক রিলার, স্পিনার, উইভার ও প্রিন্টারদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বেসরকারী খাতে নতুন রেশম কারখানা স্থাপন ও প্রয়োজনীয় কারিগরি দিক-নির্দেশনা প্রদান;
- বস্ত্র সেক্টরের রেশম সাব-সেক্টরের রেশম নীতি, রেশম সুতা আমদানী ও রপ্তানী নীতি প্রণয়ন, সরকারের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ।

এ ছাড়া বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠনের পূর্বে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বিভাগের অধীনে রাজশাহী ও ঠাকুরগাঁও ২টি রেশম কারখানা ছিল। ৩০/১১/২০০২ খ্রিঃ তারিখে সরকারী সিদ্ধান্তে বন্ধ ঘোষনা করে কর্মরত জনবলকে গোল্ডেন হ্যান্ডসেক/পে-অফের মাধ্যমে চাকুরী হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। কারখানা দুইটি বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের অধীনে ন্যাস্ত রয়েছে।

নিরীক্ষা শাখাঃ-

উপ-প্রধান নিরীক্ষক এ শাখার প্রধান। শাখাটি সরাসরি মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন। এ শাখার কার্যাবলী নিম্নরুপঃ-

- রেশম উন্নয়ন বোর্ড এবং এর আওতাধীন সকল প্রকল্পের আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কাজ পরিচালনা করা এবং কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করা ;
- বিভিন্ন ধরনের বহিঃ নিরীক্ষা এবং সরকারী বাণিজ্যিক নিরীক্ষার আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ ;
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ সম্পাদন করা।

এম,আই,এস সেলঃ-

শাখাটি সরাসরি মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন উর্দ্ধতন উপ-প্রধান(সমন্বয়) এ শাখার প্রধান শাখাটির কার্যাবলী নিম্নরুপঃ-

- রেশম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় বিভিন্ন কার্যালয়সমূহের কার্যাবলীর উপর উপাত্ত সংগ্রহ করা ;
- সংগৃহীত উপাত্ত সমূহ প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে তা প্রতিবেদন আকারে প্রস্তুত ও প্রকাশ করা ;
- পরিকল্পনা প্রণয়ণে প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান সরবরাহ করা ;
- মন্ত্রণালয় ও সরকারের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন প্রতিবেদন/তথ্য প্রেরণের ব্যবস্থা নেয়া ;
- বোর্ডের ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষন ও আপডেট করণ;
- বোর্ড থেকে প্রদত্ত অন্যান্য নির্দেশ পালন করা।

জনসংযোগ শাখাঃ-

জনসংযোগ কর্মকর্তা এ শাখার প্রধান শাখাটি সরাসরি মহাপরিচালকের নিয়ন্ত্রণাধীন এ শাখার কার্যাবলী নিম্নরুপঃ-

- মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংস্থার সংগে লিয়াজোঁ, প্রটোকল সংক্রান্ত সকল কাজ সম্পাদন করা ;
- সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যম যথাঃ- রেডিও, টিভি ও ইন্টারনেটে তথ্য প্রেরণের ব্যবস্থা নেয়া ;
- বিভিন্ন পত্র পত্রিকাতে রেশম সংক্রান্ত সংবাদ, সম্পাদকীয় বা অন্যান্য লেখালেখির পেপার কাটিংস সংগ্রহ করা ও কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা এবং এ বিষয়ে প্রতিবাদলিপি, প্রেসরিলিজ ও সংশোধনী প্রদান করা ;
- বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন পত্রিকাতে প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া ;
- বিভিন্ন কার্যালয় ও প্রকল্পসমূহের টেলিফোন, পিএবিএক্স স্থাপন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া ;
- এছাড়া কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য কাজকর্ম সম্পাদন করা।

৩। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সম্পাদিত সকল কর্মকান্ডের বিবরণ (লিখিত ও ছক আকারে)-

১। রেশম বীজাগারসমূহে ১০৫০ বিঘা তুঁত জমি চাষাবাদ ও রক্ষনাবেক্ষন করা হয়েছে ।

২ । সমগ্র দেশের সম্প্রসারণ এলাকায় ৪.৩৫ লক্ষটি তুঁতচারা উৎপাদন করে রেশম চাষীদের বিতরণ ও রোপন করা হয়েছে।

২। রেশম বীজাগারসমূহে ০.০৪৯ লক্ষ কেজি বীজগুটি উৎপাদন করা হয়েছে।

৩ । রেশম উন্নয়ন বোর্ডর নিয়ন্ত্রনাধীন রেশম বীজাগার ও পি-৩ কেন্দ্রে মোট ৪.১৭ লক্ষটি রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন করে রেশম চাষীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

৪ । সম্প্রসারণ এলাকায় ০.৯৮লক্ষ কেজি রেশম গুটি উৎপাদন হয়েছে।

৫ । রেশম উন্নয়ন বোর্ডের নিয়ন্ত্রনাধীন ৮ টি মিনিফিলেচার কেন্দ্রের মাধ্যমে ১২,২৩২ কেজি রেশম গুটি ক্রয় ও কাটাই করে ১১২৬ কেজি রেশম সুতা উপাদন করা হয়েছে।

৬ । ৫২২ জন রেশম চাষী/বসনীকে রেশম চাষের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ রেশম চাষী গড়ে তোলা হয়েছে।

৭। বন্দ ভিত্তিক চাকী রিয়ারিং কেন্দ্রগুলিতে ৫৭,৮২০ টি ডিমের চাকী পলু পালন করে পলু পালনকারীদের বিতরণ করা হয়েছে।

৮। ৮টি আইডিয়াল রেশম পল্লীর চাষীদের ৮২০ টি ডালা, ৮২০টি চন্দ্রকী, ৯৭টি ঘড়া ৭৩টি পলুঘর নির্মাণ বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৯। রেশম বীজাগারসমূহে ২০০০ টি ডালা ও ২০০০টি চন্দ্রকী ক্রয় করা হয়েছে।

১০। সম্প্রসারণ কর্মকান্ডে গতিশীলতা আণয়নের জন্য ৭টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে।

১১। পার্বত্য চট্রগ্রাম জেলাসমূহে রেশম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রেশম চাষীদেরকে রেশম চাষে সম্পৃক্ত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রেশম চাষীদের মাঝে ৩০০ টি ডালা, ৩০০টি চন্দ্রকী, ৪৮৭টি সুতার জাল, ৩১টি ঘড়া ও ৭টি পলুঘর নির্মাণ বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। রোপনকৃত তুঁতচারা পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষন বাবদ ৫০,০০০টি বাঁশের খুটি প্রদান করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	সম্পাদিত কর্মকান্ড	পরিমাণ
১.	তুঁতচাষ ও তুঁতজমি রক্ষণাবেক্ষন।	১০৫০ বিঘা
২.	তুঁতচারা উৎপাদন, বিতরণ ও রোপন।	৪.৩৫ লক্ষটি
৩.	রেশম বীজগুটি উৎপাদন।	০.০৪৯ লক্ষ কেজি
৪.	রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন।	৪.১৭ লক্ষটি
৫.	রেশম গুটি উৎপাদন।	০.৯৮ লক্ষ কেজি
৬.	রেশম সুতা উৎপাদন।	১১২৬ কেজি
৭.	রেশম চাষী প্রশিক্ষণ।	৫২২ জন
৮.	চাকী রিয়ারিং কেন্দ্রগুলিতে চাকী পলু পালন করে পলু পালনকারীদের বিতরণ।	৫৭,৮২০ টি ডিমের
৯.	৮টি আইডিয়াল রেশম পল্লীর চাষীদের পলু পালন সরঞ্জমাদি ও পলুঘর নির্মাণ বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।	৮২০ টি ডালা, ৮২০টি চন্দ্রকী, ৯৭টি ঘড়া ও ৭৩টি পলুঘর।
১০.	রেশম বীজাগারসমূহে ডালা ও চন্দ্রকী ক্রয় করা হয়েছে।	২০০০ টি ডালা ও ২০০০টি চন্দ্রকী
১১.	সম্প্রসারণ কর্মকান্ডে গতিশীলতা আণয়নের জন্য মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে।	৭টি
১২.	পার্বত্য চট্রগ্রাম জেলাসমূহে রেশম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রেশম চাষীদেরকে রেশম চাষে সম্পৃক্ত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রেশম চাষীদের মাঝে পলু পালন সরঞ্জমাদি ও পলুঘর নির্মাণ বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং রোপনকৃত তুঁতচারা পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষন বাবদ বাঁশের খুটি প্রদান করা হয়েছে।	৩০০ টি ডালা, ৩০০টি চন্দ্রকী, ৪৮৭টি সুতার জাল, ৩১টি ঘড়া ও ৭টি পলুঘর এবং ৫০,০০০টি বাঁশের খুটি

৪। <u>২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত ও চলমান প্রকল্পসমূহের তথ্যাবলী (লিখিত ও ছক আকারে)</u>

(ক) 'বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী খাতে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন'শীর্ষক প্রকল্প ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত জুলাই/২০০৯ থেকে জুন/২০১৫ পর্যন্ত মেয়াদের প্রকল্পটি গত ০৭-০১-২০১০ ইং তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং দেশ ব্যাপী রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রকল্পটির বিপরীতে বরাদ্দ ৪০০.০০ লক্ষ টাকা। জুন/২০১৪ মাস পর্যন্ত খরচ ৩৯০.৫৮ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতি ৯৭.৬৫%।

(খ) 'বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা' (জুলাই,১৩ হতে জুন,১৭ পর্যন্ত)যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০৮০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রকল্পটির বিপরীতে বরাদ্দ ৫০.০০ লক্ষ টাকা। জুন/২০১৪ মাস পর্যন্ত খরচ ৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতি ১০০%।

(গ) 'পার্বত্য জেলাসমূহে রেশম চাষসম্প্রসারণ' (৩য় পর্যায়)(জুলাই/১৩ হতে জুন/১৬ পর্যন্ত)যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০০.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে প্রকল্পটির বিপরীতে বরাদ্দ ৪৫.০০ লক্ষ টাকা। জুন/২০১৪ মাস পর্যন্ত খরচ ৪৫.০০ লক্ষ টাকা এবং অগ্রগতি ১০০%।

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের প্রকল্প	প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ	প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমান	অগ্রগতি
১	২	৩	৪
(১) বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (২০০৯-২০১৫), প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা	৪০০.০০ লক্ষ টাকা।	৩৯০.৫৮ লক্ষ টাকা	৯৭.৬৫%
(২) 'বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা' (জুলাই,১৩ হতে জুন,১৭ পর্যন্ত)। প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০৮০.০০ লক্ষ টাকা	৫০.০০ লক্ষ টাকা।	৫০.০০ লক্ষ টাকা।	১০০%।
(৩) পার্বত্য জেলাসমূহে রেশম চাষ সম্প্রসারণ (৩য় পর্যায়) (২০১৩-২০১৬), প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০০.০০ লক্ষ টাকা।	৪৫.০০ লক্ষ টাকা।	৪৫.০০ লক্ষ টাকা।	১০০%

৫। বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের ২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহঃ

ক্রঃ নঃ	বিষয়	২০১১-১২ অর্থ বছরে	২০১২-১৩ অর্থ বছরে	২০১৩-১৪ অর্থ বছরে
১	তুঁত চারা উৎপাদন, বিতরণ ও রোপন।	৪.৫০ লক্ষটি	৪.৫০ লক্ষটি	৪.৩৫ লক্ষটি
২	রেশম বীজগুটি উৎপাদন	০.০৮০৩ লক্ষ কেজি	০.০৫৭৮ লক্ষ কেজি	০.০৪৯লক্ষ কেজি
৩	রোগমুক্ত রেশম ডিম উৎপাদন	৪.৪০ লক্ষটি	৪.৪২৭ লক্ষটি	৪.১৭ লক্ষটি
৪	রেশম গুটি উৎপাদন	১.৮০ লক্ষ কেজি	১.২২ লক্ষ কেজি	০.৯৮ লক্ষ কেজি
৫	রেশম সুতা উৎপাদন	৩৯৫৪.৭১৫ কেজি	১৬৩৯.৪২ কেজি	১১২৬ কেজি
৬	রেশম চাষী প্রশিক্ষণ	৮৫৭ জন	৬৪১ জন	৫২২ জন

৩.২ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডঃ

ভূমিকাঃ হস্তচালিত তাঁত শিল্প বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প। জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। দেশে বর্তমান বস্ত্র চাহিদার শতকরা ৪০ ভাগ ও দেশজ মোট উৎপাদনের শতকরা ৬৩ ভাগ তাঁত শিল্প থেকে সরবরাহ করা হয়। জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজনের দিক থেকে তাঁত শিল্প খাতের অবদান এক হাজার কোটি টাকার অধিক। এ তাঁত শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক জড়িত রয়েছে। ফলে কর্মসংস্থানের দিক থেকে এর স্থান কৃষির পরে ২য় বৃহত্তম। পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এবং সেখানে মহিলাদের অন্তর্ভূক্তিতে তাঁত শিল্পের ভূমিকা অনন্য। ২০০৩ সালের তাঁত শুমারী অনুযায়ী দেশে হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ৫,০৫,৫৫৬ টি, যার মধ্যে ৩.১৩ লক্ষ তাঁত চালু এবং অবশিষ্ট ১.৯২ লক্ষ তাঁত অচল। তাঁত অচল থাকার কারণ মূলতঃ চলতি মূলধনের অভাব।

১.১ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড গঠনের উদ্দেশ্যঃ জাতীয় অর্থনীতিতে তাঁত শিল্প তথা তাঁতীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পরও আর্থ-সামাজিক জীবনে তাঁরা নিতান্তই দরিদ্রক্লিষ্ট ও অনুন্নত ছিল। পেশাগত জীবনেও তাঁরা বরাবর শোষণ ও বঞ্চণার শিকার হতো। বিশেষ করে উৎপাদন উপকরণ ক্রয় ও উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় উভয় ক্ষেত্রেই তারা ক্ষতিগ্রস্থ। দীর্ঘ সময়ে তাঁতীদের আর্থ-সামাজিক জীবনে মান উন্নয়নে তেমন কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি। বরং সময়েরর সাথে সাথে তাঁরা আরও দরিদ্র হয়ে পড়ে। অনেকে তাদের পূর্ব পুরুষের পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় নিয়োজিত হয়েছে। কেউবা বেকার জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে। দেশের লক্ষ লক্ষ গরীব নিঃস্ব তাঁতীদের স্ব-পেশায় নিয়োজিত রেখে তাঁদের নিয়মিত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করে, উপযুক্ত প্রশিক্ষণদান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী সুষ্ঠু বাজারজাতকরণে সহায়তা দানসহ তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নিমিত্ত তাঁত শিল্পের সঠিক উন্নয়ন ও বিকাশ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ হ্যান্ডলুম বোর্ড (বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড) গঠন করা হয়।

২। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কার্যাবলীঃ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অধ্যাদেশ অনুযায়ী বোর্ডের উপর নিম্নোক্ত বিধিবদ্ধ কার্যাদি সম্পাদনের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছেঃ

১. তাঁত শিল্পের উন্নয়নের জন্য জরীপ, শুমারী পরিচালনা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন;
২. তাঁত শিল্প সংক্রান্ত পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করা;
৩. তাঁত শিল্প সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও সমীক্ষা পরিচালনা করা;
৪. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও শীর্ষ তাঁতী সমিতির মাধ্যমে তাঁত শিল্পের উন্নয়ন সাধন করা;
৫. বিভিন্ন তাঁত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উন্নয়নমূলক সেবা ও পরামর্শ প্রদান করা;
৬. তাঁত শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধাদির ব্যবস্থা করা;
৭. তাঁতী সমিতির মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে সুতা সরবরাহের ব্যবস্থা করা;
৮. তাঁতী সমিতির মাধ্যমে তাঁত শিল্পের ব্যবহার্য বিভিন্ন উপকরণাদি যথা-রং, রসায়ন, খুচরা যন্ত্রাংশ ও আনুসাংগিক সরঞ্জামাদি সরবরাহের ব্যবস্থা করা;
৯. তাঁত শিল্পে উৎপাদিত বিভিন্ন বস্ত্রাদি তাঁতী সমিতির মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে বিপণনের ব্যবস্থা করা;
১০. তাঁতে প্রস্তুত বস্ত্রাদি দেশে ও বিদেশে পরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য প্রচার ও প্রচারণা চালানো;
১১. তাঁতী সমিতির মাধ্যমে তাঁতীদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ ও তাঁদের উৎপাদিত বস্ত্রসামগ্রী ক্রয়ের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গুদাম তৈরী ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সে সাথে নক্সা প্রণয়ন, সুতা প্রক্রিয়াকরণ, কাপড় ব্লিচিং, রং, ইস্ত্রি, ছাপানো ও ফিনিশিং এর জন্য বিভিন্ন স্থানে বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা ও সুবিধা দান কেন্দ্র স্থাপন করা এবং সেগুলো দেশে ও বিদেশে বিপণনের উদ্দেশ্যে তাঁত শিল্পের উৎপাদিত বস্ত্রের গুণগতমান বিন্যাসে প্রয়োজনীয় উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সেবা ও সুবিধাদি প্রদান করা এবং বাংলাদেশে প্রস্তুত বস্ত্র সম্পর্কে প্রত্যয়ন পত্রসহ গুনগতমানের সনদপত্র প্রদান করা;
১২. প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গবেষণা পরিচালনা ও তার উন্নয়ন সাধন করা;
১৩. বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
১৪. ফি সংগ্রহ করা;
১৫. সাবসিডিয়ারী কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করা;
১৬. তাঁত শিল্পের সুষ্ঠু পরিচালনা, উন্নয়ন ও বিকাশের অনুকূলে প্রয়োজনে অন্য যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা;

২.২ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোঃ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অধ্যাদেশ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ক্ষমতা 'পর্ষদ' এর উপর ন্যস্ত এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা) বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। চেয়ারম্যান এর অধীনে ৪ জন সার্বক্ষণিক সদস্য (যুগ্ন-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা) ও একজন সচিব (উপ-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা) রয়েছেন। বোর্ডের রাজস্ব খাতে মোট ৩৫৬টি অনুমোদিত পদ রয়েছে, যার বিপরীতে মোট ২৬১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অরগানোগ্রাম পরিশিষ্ট-ক এ সংযুক্ত।

৩। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সম্পাদিত কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপঃ

তাঁতীদের সেবা মুলক কার্যক্রম

৩.১ তাঁতী সমিতি নিবন্ধন, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা:

তাঁতী সমিতি বিধিমালা ১৯৯১ মোতাবেক বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক সমিতি নিবন্ধন প্রদান করা হয়। বোর্ডের মাঠ পর্যায়ে অবস্থিত ৩০টি বেসিক সেন্টার কর্তৃক নিবন্ধিত তাঁতী সমিতিসমূহ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। **২০১৩-২০১৪** অর্থ বছরে তাঁতী সমিতি নিবন্ধন, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য নিমণরূপঃ

তাঁতী সমিতি নিবন্ধন	তাঁতী সমিতি পরিদর্শন	তাঁতী সমিতি নিরীক্ষা	ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন
প্রাথমিক তাঁতী সমিতি-নাই মাধ্যমিক তাঁতী সমিতি-নাই	প্রাথমিক তাঁতী সমিতি-৭৭০টি মাধ্যমিক তাঁতী সমিতি-৩০টি	প্রাথমিক তাঁতী সমিতি-৭১টি মাধ্যমিক তাঁতী সমিতি-নাই	প্রাথমিক তাঁতী সমিতি-২০১টি মাধ্যমিক তাঁতী সমিতি-২টি

৩.২ তাঁত কারখানার অনুকূলে স্বীকৃতি প্রদান :

২০ বা তদুর্ধ্ব তাঁতের সমন্বয়ে স্থাপিত তাঁত কারখানার অনুকূলে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। জুন,২০১৪ পর্যন্ত এ যাবত মোট ২৬৬টি তাঁত কারখানার অনুকূলে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

৩.৩ তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় প্রান্তিক তাঁতীদের ঋণ প্রদানঃ

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিবন্ধিত প্রাথমিক তাঁতী সমিতির দরিদ্র প্রান্তিক তাঁতী সদস্যদের (১-৫ তাঁতের মালিক) গ্রুপের মাধ্যমে সংগঠিত করে চলতি মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ২০০৬ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হলেও প্রকল্প ছকের বিধান অনুযায়ী অর্জিত সুদের অর্থ ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহার করে ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম অব্যাহত আছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৩৯,১১৫ জন তাঁতীকে ৫০,৭৪৫টি অচল তাঁতের বিপরীতে ৫৭৬৮.৭৪৪ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সময় পর্যন্ত মোট ৩৭৫৪.২৩ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে; আদায়ের হার প্রায় ৬২.৭৬%। উক্ত কর্মসূচির আওতায় সরকারের কাছ থেকে ঋণ খাতে প্রাপ্ত ৪৮৭৪.৪৪ লক্ষ টাকা জুন, ২০১৪ এর মধ্যে ফেরৎ প্রদানের জন্য নির্ধারিত ছিল। উক্ত অর্থের মধ্যে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ৩২৩৮.৫২ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ঋণ বিতরণ			ঋণ আদায়	সরকারি কোষাগারে জমা
ঋণপ্রাপ্ত তাঁতীর সংখ্যা	তাঁত সংখ্যা	ঋণের পরিমাণ		
১০২৩ জন	২৩১৪ টি	২৬৫.৯০	২৩৯.৪৫	৩২৩৮.৫২

৩.৪ ঈশ্বরদী বেনারসী পল্লী প্রকল্পঃ

পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় বসবাসরত বেনারসী তাঁতীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ঈশ্বরদী বেনারসী পল্লী প্রকল্পটি জুলাই'২০০০ হতে জুন'২০০৪ সময়ে ২০১.৫২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ৯০টি তাঁতী পরিবারকে আবাস-কাম-কারখানা স্থাপনের জন্য ৩ শতাংশের ৭০টি এবং ৫ শতাংশের ২০টি মোট ৯০টি প্লট তৈরী করা হয়। প্লটের মূল্য ২০ বছরে ২৪০টি মাসিক কিস্তিতে আদায়যোগ্য। ৩ শতাংশের প্লটের মাসিক কিস্তির পরিমাণ ৩৯০.৫০ টাকা এবং ৫ শতাংশের প্লটের মাসিক কিস্তির পরিমাণ ৬৫০.৮৫ টাকা। জুন'২০১৪ পর্যন্ত প্লট বরাদ্দ এবং প্লটের মূল্য আদায় সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্লট সংখ্যা	প্লটবরাদ্দপ্রাপ্ত তাঁতীর সংখ্যা	প্লটের মোট মূল্য	মোট আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
৯০টি	৯০ জন	৯৬.৮৫	১৬.৮৪

৩.৫ ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহঃ

(ক) **তাঁতী সমিতি নিবন্ধন, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা:**

বিবরণ	অর্থ বছর		
	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
১.নিবন্ধনঃ প্রাথমিক তাঁতী সমিতি	২টি	১টি	--
২. পরিদর্শনঃ (ক) প্রাথমিক তাঁতী সমিতি	৪৯৬টি	৭৬৪টি	৭৭০টি
(খ) মাধ্যমিক তাঁতী সমিতি	৪৭টি	৪২টি	৩০টি
৩. নিরীক্ষা (ক) প্রাথমিক তাঁতী সমিতি	৯৬টি	৭৭টি	৭১টি
(খ) মাধ্যমিক তাঁতী সমিতি	---	৩টি	--
৪. ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনঃ (ক) প্রাথমিক তাঁতী সমিতি	২৫৪টি	১৩৭টি	২০১টি
(খ) মাধ্যমিক তাঁতী সমিতি	২টি	২টি	২টি

(খ) **তাঁত কারখানার অনুকূলে স্বীকৃতি প্রদানঃ**

২০ বা তদুর্ধ্ব তাঁতের সমন্বয়ে স্থাপিত তাঁত কারখানার অনুকূলে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। জুন, ২০১৪ পর্যন্ত এ যাবত মোট ২৬৬ টি তাঁত কারখানার অনুকূলে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

অর্থ বছর	তাঁত কারখানার সংখ্যা
২০১১-১২	২টি
২০১২-১৩	৮টি
২০১৩-১৪	--

(গ) **তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির আওতায় প্রান্তিক তাঁতীদের ঋণ প্রদান :**

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিবন্ধিত প্রাথমিক তাঁতী সমিতির দরিদ্র প্রান্তিক তাঁতী সদস্যদের (১-৫ তাঁতের মালিক) গ্রুপের মাধ্যমে সংগঠিত করে চলতি মূলধন সরবরাহের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালে তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি ২০০৬ সালের জুন মাসে সমাপ্ত হলেও প্রকল্প ছকের বিধান অনুযায়ী অর্জিত সুদের অর্থ ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ব্যবহার করে ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম অব্যাহত আছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় প্রকল্পের শুরু থেকে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত মোট ৩৯,১১৫ জন তাঁতীকে ৫০,৭৪৫টি অচল তাঁতের বিপরীতে ৫৭৬৮.৭৪৪ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত সময় পর্যন্ত মোট ৩৭৫৪.২৩ লক্ষ টাকা আদায় হয়েছে; আদায়ের হার প্রায় ৬২.৭৬%। উক্ত কর্মসূচির আওতায় সরকারের কাছ থেকে ঋণ খাতে প্রাপ্ত ৪৮৭৪.৪৪ লক্ষ টাকা জুন, ২০১৪ এর মধ্যে ফেরৎ প্রদানের জন্য নির্ধারিত ছিল। উক্ত অর্থের মধ্যে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ৩২৩৮.৫২ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্য নিমণরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	ঋণ বিতরণ			ঋণ আদায়	সরকারি ঋণ ফেরৎ
	ঋণপ্রাপ্ত তাঁতীর সংখ্যা	তাঁত সংখ্যা	ঋণের পরিমাণ		
২০১১-১২	৮২৭ জন	১৭৪৩ টি	২১৪.৪৫	১৯৭.৪৪	--
২০১২-১৩	৭৮২ জন	১৬১৮ টি	১৮৪.০২	২৬৬.৫৪	৩০৩৮.৫২
২০১৩-১৪	১০২৩ জন	২৩১৪ টি	২৬৫.৯০	২৩৯.৪৫	৩২৩৮.৫২

(ঘ) **ঈশ্বরদী বেনারসী পল্লী প্রকল্প :**

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	প্লট সংখ্যা	প্লট বরাদ্দপ্রাপ্ত তাঁতীর সংখ্যা	আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ
২০১১-১২	৯০টি	৯০ জন	৪.৮৪	৫.৫২
২০১২-১৩	৯০টি	৯০ জন	৪.৮৪	১.৫৭
২০১৩-১৪	৯০টি	৯০জন	৪.৮৪	০.৪৮

৩.৬ কান্ট্রি অব অরিজিন প্রত্যয়নপত্র প্রদানঃ হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্র ও পোষাক সামগ্রী এবং হোম টেক্সটাইল সামগ্রী রপ্তানীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড হতে কান্ট্রি অব অরিজিন প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। জুলাই, ২০১৩ হতে জুন,২০১৪ সময়ে ৩৮টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ১,৪১,৩৮,০০৪.৪৬ মার্কিন ডলার মূল্যমানের তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্র ও পোষাক সামগ্রী রপ্তানীর লক্ষ্যে ৪৪৪টি কান্ট্রি অব অরিজিন প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়েছে। রপ্তানিকৃত পণ্যের মধ্যে টাঙ্গাইল তাঁত কটন শাড়ি ২১,৮৮৬,৮৫০ পিছ, তাঁত কটন শাড়ি ২১,১১,১৫৮ পিছ, লুংগি ২,০৪,৪৬২ পিছ, গামছা ৬,০০০ পিছ, হ্যান্ডলুম চেক ফেব্রিক্স ৩,৫৪,১৩১ গজ তাঁতজাত পণ্য ২৮,৫৭৩ পিছ এবং তাঁতজাত পণ্য (ওড়না) ৪৪,২০৪ পিছ। কান্ট্রি অব অরিজিন প্রত্যয়নপত্র ফি বাবদ ২,২৩,৫০০.০০ টাকা আয় হয়েছে।

৩.৭ মেলা ও প্রদর্শনী (অভ্যন্তরীণ): হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী সমিতির উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে জাতীয়, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে দেশীয় তাঁতবস্ত্র মেলা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়ে থাকে। এসব মেলা ও প্রদর্শনীতে তাঁতী সমিতির সদস্য/তাঁত কারখানার মালিক/তাঁতবস্ত্র রপ্তানীকারকগণ তাদের উৎপাদিত বস্ত্রাদি প্রদর্শন ও বিক্রয় করে থাকে। এ কার্যক্রমের আওতায় **২০১৩-২০১৪** অর্থ বছরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশ জাতীয় তাঁতী সমিতি কর্তৃক দেশের বিভিন্ন স্থানে ০৫টি দেশীয় তাঁতবস্ত্র প্রদর্শনী ও মেলার আয়োজন করা হয়েছে ।

৩.৮ বস্ত্র ও পোষাক সামগ্রী এবং হোম টেক্সটাইল রপ্তানীর ক্ষেত্রে ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহঃ

হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্র ও পোষাক সামগ্রী এবং হোম টেক্সটাইল সামগ্রী রপ্তানীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড হতে কান্ট্রি অব অরিজিন প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। বিবেচ্য বছরসমূহে বস্ত্র ও পোষাক সামগ্রী এবং হোম টেক্সটাইল রপ্তানীর লক্ষ্যে কান্ট্রি অব অরিজিন প্রত্যয়নপত্র প্রদানের প্রতিবেদন নিম্নরূপঃ

অর্থ বৎসর	সনদপত্র ইস্যুর সংখ্যা	পণ্যের রপ্তানী মূল্য (ইউএস ডলারে)	মন্তব্য
২০১১-২০১২	৪৬৮ টি	৯৭,৩২,৪৭৩.০০	
২০১২-২০১৩	৫৪৪ টি	১,৭৪,৮৬,০৬১.০০	
২০১৩-২০১৪	৪৪৪ টি	১,৪১,৩৮,০০৪.০০	

৪। প্রশিক্ষণ ও একাডেমিক কার্যক্রম সংক্রান্ত:

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সম্পাদিত কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ (লিখিত ও ছক আকারে):

দেশের তাঁতী সম্প্রদায়ের বংশপরম্পরার ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের ০২ (দুই)টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে তাঁতীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। দেশের তরুণ প্রজন্মকে তাঁত শিল্পের উন্নত প্রযুক্তির আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০০৯-২০১০ অর্থ বছর থেকে বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদীতে ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু করা হয়েছে।

৪.১ তাঁত পেশার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত তাঁতীদের প্রশিক্ষণ প্রদানঃ

বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন নরসিংদীস্থ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং পাবনার বেড়াস্থ তাঁত প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র এর মাধ্যমে ০২ (দুই)মাস মেয়াদী বিভিন্ন নিয়মিত কোর্স যেমনঃ- (ক) এস এ তাঁতে বয়ন (খ) বুনন ও বাজারজাতকরণ (গ) সূতা রংকরণ ও বুনন (ঘ) ডবি ও জ্যাকার্ড তাঁতে বুনন (ঙ) ব্যয় নিরূপণ ও বাজারজাতকরণ (চ) টেক্সটাইল প্রিন্টিং (ছ) ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং ইত্যাদি বিষয়ে মোট ২৯৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৪.২ একাডেমিক শিক্ষা কার্যক্রমঃ বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদীর একাডেমিক শিক্ষাক্রমঃ

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	মেয়াদ	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
১.	ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষ	০৪(চার) বছর	৪৮ জন
২.	ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষ	০৪(চার) বছর	৯৬ জন
৩	ডিপ্লোমা-ইন-টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষ	০৪ (চার) বছর	৯৬ জন

৫। হ্যান্ডলুম সার্ভিসিং সেবা কার্যক্রম সংক্রান্ত:

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সম্পাদিত কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নলিখিত (লিখিত ও ছক আকারে):

ক) বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র সিপিসি, মাধবদী, নরসিংদীঃ-

ক্রমিক নং	সার্ভিসিং এর নাম	উৎপাদন লক্ষমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন
১।	স্টেন্টারিং	৮,৬৭,০০০ মিঃ	৫,২৩,৪০৯ মিঃ
২।	জিগার ডাইং	৮৬,৬৪,০০০ মিঃ	১,২৪,৪১,২৯০ মিঃ
৩।	জেট ডাইং	২১,৫৯,৯৮৮ মিঃ	৩,২৭,২৪৫ মিঃ
৪।	প্রিন্টিং	১৩,৩১,৯৮৮ মিঃ	৪,৯৩,৭২৬ মিঃ
৫।	ক্যালেন্ডারিং	৬০,০০,০০০ মিঃ	৭৪,২৭,৪৮৪ মিঃ
৬।	সিনজিং	১১,৯৯,৯৮৮ মিঃ	২,৫৩,১৬১ মিঃ
৭।	হাইড্রোএক্সট্রাকটিং	৭৪,৩৯,৯৮৮ মিঃ	১,২৬,০৭,২৬৮ মিঃ

খ) এসএফসি কুমারখালী, কুষ্টিয়াঃ

ক্রমিক নং	সার্ভিসিং এর নাম	উৎপাদন লক্ষমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন
১।	সূতা টুইষ্টিং	১,৩৭,০১৬ কেজি	১১,০৭,৭১.৪৬ কেজি
২।	সূতা ডাইং	৩১,৮১৫ কেজি	২৮,৩০৮ কেজি
৩।	বৈদ্যুতিক তার	মাসিক ৮০০১/- টাকায় ভাড়ায় পরিচালিত হয়।	মাসিক ভাড়ায় পরিচালিত হয়।
৪।	ক্যালেন্ডারিং, সাইজিং কেয়ার ও ডাইবাথ	মাসিক ১,০২,০০০/- টাকায় ভাড়ায় পরিচালিত হয়।	মাসিক ভাড়ায় পরিচালিত হয়।
৫।	প্রিন্টিং	মাসিক ১৫,০০০/- টাকায় ভাড়ায় পরিচালিত হয়।	মাসিক ভাড়ায় পরিচালিত হয়।

গ) টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার (টিএফসি) শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জঃ-

ক্রমিক নং	সার্ভিসিং এর নাম	উৎপাদন লক্ষমাত্রা	প্রকৃত উৎপাদন
১।	ক্যালেন্ডার	১৬,৫০০/- টাকায় ভাড়ায় পরিচালিত হয়।	মাসিক ভাড়ায় পরিচালিত হয়।
২।	হস্তচালিত তাঁতে বুনন	১১০/ টাকায় ভাড়ায় পরিচালিত হয়।	মাসিক ভাড়ায় পরিচালিত হয়।

উপরোক্ত কেন্দ্র সমূহ হতে তাঁতীদের সেবা প্রদানের পাশাপাশি সরকারের রাজস্ব আয়ও হয়ে থাকে।

৬। উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত:

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সম্পাদিত কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ (লিখিত ও ছক আকারে):

৬.১ তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও একটি বেসিক সেন্টার স্থাপন (১ম সংশোধিত)০৪বাজারের চাহিদা এবং ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন, উদ্ভাবিত নতুন ডিজাইনের উপর তাঁতীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর ২৪০০ জন তাঁতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আকর্ষণীয় তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের মাধ্যমে তাঁতীদের আয় ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি ৩৫৫৫.৮৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় নরসিংদীতে ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং টাংগাইল জেলার কালিহাতী, সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি এবং কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীতে ১টি করে মোট ৩টি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

কালিহাতি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের পূর্ত নির্মাণ কাজ প্রায় ৮৫% সম্পন্ন হয়েছে। বেলকুচি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের পূর্ত নির্মাণ কাজ চলছে। নরসিংদীতে ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হওয়ায় এবং দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বাতাঁবোর নিজস্ব বেসিক সেন্টার (কমলগঞ্জ বেসিক সেন্টার, মৌলভীবাজার) এ প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন থেকে গত ২৫-০২-২০১৪ তারিখের পত্রে আলোচ্য প্রকল্পের ২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে ইআরডি'র মতামত/অনাপত্তি গ্রহণ এবং আরডিপিপি'র ফরমেটের ১০ নং ক্রমিকে Economic Code wise Comparison of Cost Summary- তে ১ম সংশোধিত এবং ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী খরচের সংগে মূল ডিপিপি অনুযায়ী খরচের কলাম সংযুক্ত করে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। এছাড়া, গত ০৬-০৫-২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের অসমাপ্ত পূর্ত নির্মাণ কাজ রেট সিডিউল-২০১৪ অনুসারে প্রণয়ন পূর্বক ডিপিপি সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেমত সংশোধিত ডিপিপি পুনর্গঠন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর আগামী ০৭-০৭-২০১৪ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৭৭৭.০০ লক্ষ (মূলধন খাতে ৭০০.০০ টাকা এবং রাজস্ব খাতে ৭৭.০০ লক্ষ টাকা) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্য থেকে ৭৭৬.৫০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। জুন, ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭৬২.৯৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৬.২ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের বিদ্যমান বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থাপনা/অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কারকরণ কর্মসূচীঃ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের দীর্ঘ দিনের পুরাতন ও জরাজীর্ণ বিদ্যমান বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থাপনা/ অবকাঠামোসমূহ মেরামত ও সংস্কার করা। আলোচ্য কর্মসূচীটি জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত (তিন বছর) সময়ে রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৪৭১.৫৭ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে অনুমোদিত হয়েছে।

চলতি ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এ কর্মসূচীর অনুকূলে ১১৪.১৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং সমূদয় অর্থ ছাড় করা হয়েছে। কর্মসূচি জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ১১২.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। কর্মসূচীটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

৬.৩ বিদ্যমান বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের বিএমআরইকরণ, মাধবদী, নরসিংদীঃ বর্তমান সময়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্রকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে মানসম্পন্ন বস্ত্র উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি কেন্দ্রটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের নিমিত্ত ‘‘ **বিদ্যমান বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের বিএমআরই করণ, মাধবদী, নরসিংদী’’** শীর্ষক ৩২৩২.১৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি বিএমআরই করণের মাধ্যমে তাঁতীদের স্বল্প মুল্যে বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ সেবা যথা- কাপড় রংকরণ, মার্সেরাইজিং, স্টেন্টারিং, ক্যালেন্ডারিং, প্রিন্টিং ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হবে।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের আরএডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১০০.০০ লক্ষ টাকা (মূলধন খাতে ৯৭.০০ লক্ষ এবং রাজস্ব খাতে ৩.০০ লক্ষ) বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং সমূদয় অর্থ ছাড় করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগের প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই বাছাইয়ের কাজ চলছে। শীঘ্রই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্পের ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে এবং মাস্টারপ্ল্যান তৈরীর কাজ চলছে। প্রকল্পের আওতায় পুরাতন ভবন ভেঙ্গে ফেলা, পুরাতন ফ্যাক্টরী ভবন মেরামত, সীমানা প্রাচীর এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য গণপূর্ত বিভাগ, নরসিংদীতে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির এক সভা গত ১৯-০৫-২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরাতন ভবন ভেঙ্গে ফেলা, পুরাতন ফ্যাক্টরী ভবন মেরামত ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য পুনঃদরপত্র আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ২৫-০৬-২০১৪ তারিখ পুনঃদরপত্র উন্মুক্তকরণ করা হয়। প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ৫৪.৮৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৬.৪ তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় ৩টি সার্ভিস সেন্টার স্থাপনঃ দেশের তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় তাঁতীদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা যেমন- সূতা এবং কাপড় রংকরণ, মার্সারাইজিং, ক্যালেন্ডারিং, স্টেন্টারিং ইত্যাদি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন তাঁত নিবিড় এলাকায় ‘‘Establishment of 3 Handloom Service Centres in Different Loom Intensive Areas’’ শীর্ষক ৫০৫৩.৯০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এই ৩টি সার্ভিস সেন্টার হলোঃ- (১) কালিহাতি, টাংগাইল; (২) কুমারখালী, কুষ্টিয়া এবং (৩) শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।

৬.৫ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত ও চলমান প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত তথ্যাবলি।

ক্রমিক নং	চলমান প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	চলমান প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্যাবলী
১	‘‘তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও একটি বেসিক সেন্টার স্থাপন (১ম সংশোধিত)’’ (জুলাই,২০১০-জুন,২০১৪)	বাজারের চাহিদা এবং ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন, উদ্ভাবিত নতুন ডিজাইনের উপর তাঁতীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর ২৪০০ জন তাঁতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আকর্ষণীয় তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের মাধ্যমে তাঁতীদের আয় ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি ৩৫৫৫.৮৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় নরসিংদীতে ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং টাংগাইল জেলার কালিহাতী, সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি এবং কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীতে ১টি করে মোট ৩টি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। কালিহাতি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের পূর্ত নির্মাণ কাজ প্রায় ৮৫% সম্পন্ন হয়েছে। বেলকুচি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের পূর্ত নির্মাণ কাজ চলছে। নরসিংদীতে ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হওয়ায় এবং দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বাতাঁবোর নিজস্ব বেসিক সেন্টার (কমলগঞ্জ বেসিক সেন্টার, মৌলভীবাজার) এ

		প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন থেকে গত ২৫-০২-২০১৪ তারিখের পত্রে আলোচ্য প্রকল্পের ২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে ইআরডি'র মতামত/অনাপত্তি গ্রহণ এবং আরডিপিপি'র ফরমেটের ১০ নং ক্রমিকে Economic Code wise Comparison of Cost Summary- তে ১ম সংশোধিত এবং ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী খরচের সংগে মূল ডিপিপি অনুযায়ী খরচের কলাম সংযুক্ত করে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। এছাড়া, গত ০৬-০৫-২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের অসমাপ্ত পূর্ত নির্মাণ কাজ রেট সিডিউল-২০১৪ অনুসারে প্রণয়ন পূর্বক ডিপিপি সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেমত সংশোধিত ডিপিপি পুনর্গঠন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর ০৭-০৭-২০১৪ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৭৭৭.০০ লক্ষ (মূলধন খাতে ৭০০.০০ টাকা এবং রাজস্ব খাতে ৭৭.০০ লক্ষ টাকা) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্য থেকে ৭৭৬.৫০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। জুন, ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭৬২.৯৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৬.৬ উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচী সমূহের ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহঃ

অর্থ বছর	উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ
২০১১-১২	(১) **তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও একটি বেসিক সেন্টার স্থাপন প্রকল্পঃ** মোট ৩৫৫৫.৮৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে প্রকল্পটি জেডিসিএফ-এর অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী কেন্দ্রের ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ভূমির মূল্য অত্যাধিক হওয়ার কারণে ভূমি অধিগ্রহণের কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। **(২) তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী (সংশোধিত):**দেশব্যাপী প্রান্তিক তাঁতীদের চলতি মূলধনের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ৫০১৫.৬০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী (সংশোধিত) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় ২০১১-১২ অর্থ বছরে মোট ২১২.০০ লক্ষ টাকা তাঁতীদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। **(৩) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের বিদ্যমান বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থাপনা/অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কারকরণ কর্মসূচীঃ** বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থাপনা/অবকাঠামোসমূহ মেরামত ও সংস্কার করার জন্য আলোচ্য কর্মসূচীটি মোট ৪৭১.৫৭ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে অনুমোদিত হয়েছে। এ কর্মসুচীর আওতায় বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থাপনা/অবকাঠামোসমূহ মেরামত ও সংস্কার কাজ শুরু করা হয়। (৪) ''সিলেটের মনিপুরী তাঁত শিল্পের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, নক্সা উন্নয়ন, তাঁত বস্ত্র প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন (সংশোধিত)'' শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত কর্মসূচিঃ **সিলেটের মনিপুরী উপজাতীয় তাঁতীদেরকে উন্নত প্রযুক্তিতে বয়ন, নক্সা ও রংকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪২.১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে কর্মসূচীটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কর্মসূচীর আওতায় ২০১১-১২ অর্থ বছরে মোট ১৪০ জন মনিপুরী তাঁতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।** **(৫) বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী কেন্দ্রে বিদ্যমান বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কারকরণ কর্মসূচীঃ** নরসিংদীস্থ বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিউট (BHETI) কেন্দ্রটির বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত/সংস্কারের লক্ষ্যে প্রায় ১.৮১ কোটি টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে ''বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী কেন্দ্রে বিদ্যমান বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কারকরণ কর্মসূচী'' বাতাঁবো কর্তৃক বাস্তবায়ন কাজ চলমান রয়েছে।
২০১২-১৩	(১) **তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও একটি বেসিক সেন্টার স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্পঃ** মোট ৩৫৫৫.৮৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে আলোচ্য প্রকল্পের ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি জেডিসিএফ-এর অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় টাংগাইলের কালিহাতি এবং সিরাজগঞ্জের বেলকুচি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের ভৌত কাজ তথা ডিজিটাল সার্ভে, সয়েল টেস্ট, ডিজাইন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া কালিহাতী প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। নরসিংদীতে ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে।

	(২) তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী (সংশোধিত) দেশব্যাপী প্রান্তিক তাঁতীদের চলতি মূলধনের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ৫০১৫.৬০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী (সংশোধিত) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট ১৮৬.৩০ লক্ষ টাকা তাঁতীদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। **(৩) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের বিদ্যমান বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থাপনা/অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কারকরণ কর্মসূচীঃ** বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থাপনা/অবকাঠামোসমূহ মেরামত ও সংস্কার করার জন্য আলোচ্য কর্মসূচীটি মোট ৪৭১.৫৭ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে অনুমোদিত হয়েছে। এ কর্মসুচীর আওতায় বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থাপনা/অবকাঠামোসমূহ মেরামত ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। **(৪) ''সিলেটের মনিপুরী তাঁত শিল্পের উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, নক্সা উন্নয়ন, তাঁত বস্ত্র প্রদর্শনী ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন (সংশোধিত)'' শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত কর্মসূচিঃ** সিলেটের মনিপুরী উপজাতীয় তাঁতীদেরকে উন্নত প্রযুক্তিতে বয়ন, নক্সা ও রংকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪২.১০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে কর্মসূচীটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কর্মসূচীর আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট ১৮০ জন মনিপুরী তাঁতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। **(৫) বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী কেন্দ্রে বিদ্যমান বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কারকরণ কর্মসূচীঃ** নরসিংদীস্থ বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BHETI) কেন্দ্রটির বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত/সংস্কারের লক্ষ্যে প্রায় ১.৮১ কোটি টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে ''বাংলাদেশ তাঁত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নরসিংদী কেন্দ্রে বিদ্যমান বিভিন্ন অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কারকরণ কর্মসূচী'' বাতাঁবো কর্তৃক বাস্তবায়ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। (৬) **''বিদ্যমান বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের বিএমআরই'করণ, মাধবদী, নরসিংদী'' প্রকল্পঃ** বর্তমান সময়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে হসত্মচালিত তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্রকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে মানসম্পন্ন বস্ত্র উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি কেন্দ্রটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের নিমিত্ত ''মাধবদীস্থ বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের বিএমআরইকরণ'' শীর্ষক ৩২৩২.১৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে প্রকল্পটি গত ০৭-০৫-২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই, ২০১৩ থেকে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত। (৭) **''তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় ৩টি সার্ভিস সেন্টার স্থাপন'' প্রকল্পঃ** দেশের তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় তাঁতীদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা যেমন- সূতা এবং কাপড় রংকরণ, মার্সারাইজিং, ক্যালেন্ডারিং, স্টেন্টারিং ইত্যাদি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন তাঁত নিবিড় এলাকায় "Establishment of 3 Handloom Service Centres in Different Loom Intensive Areas'' শীর্ষক ৫০৫৩.৯০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে প্রকল্পটি গত ০৭-০৫-২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন মেয়াদ জুলাই, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত।
২০১৩-১৪	**(১) তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও একটি বেসিক সেন্টার স্থাপন (১ম সংশোধিত)ঃ** বাজারের চাহিদা এবং ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী নতুন নতুন ডিজাইন উদ্ভাবন, উদ্ভাবিত নতুন ডিজাইনের উপর তাঁতীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রকল্পের আওতায় প্রতি বছর ২৪০০ জন তাঁতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আকর্ষণীয় তাঁত বস্ত্র উৎপাদনের মাধ্যমে তাঁতীদের আয় ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি ৩৫৫৫.৮৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় নরসিংদীতে ১টি ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং টাংগাইল জেলার কালিহাতী, সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি এবং কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালীতে ১টি করে মোট ৩টি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। কালিহাতি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের পূর্ত নির্মাণ কাজ প্রায় ৮৫% সম্পন্ন হয়েছে। বেলকুচি প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের পূর্ত নির্মাণ কাজ চলছে। নরসিংদীতে ফ্যাশন ডিজাইন ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্রের ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি হওয়ায় এবং দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বাতাঁবোর নিজস্ব বেসিক সেন্টার (কমলগঞ্জ বেসিক সেন্টার, মৌলভীবাজার) এ প্রশিক্ষণ উপকেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন থেকে গত ২৫-০২-২০১৪ তারিখের পত্রে আলোচ্য প্রকল্পের ২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াকরণের পূর্বে প্রকল্প মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে ইআরডি'র মতামত/অনাপত্তি গ্রহণ এবং আরডিপিপি'র ফরমেটের ১০ নং ক্রমিকে Economic Code wise Comparison of Cost Summary- তে ১ম সংশোধিত এবং ২য় সংশোধিত ডিপিপি

অনুযায়ী খরচের সংগে মূল ডিপিপি অনুযায়ী খরচের কলাম সংযুক্ত করে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। এছাড়া, গত ০৬-০৫-২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের অসমাপ্ত পূর্ত নির্মাণ কাজ রেট সিডিউল-২০১৪ অনুসারে প্রণয়ন পূর্বক ডিপিপি সংশোধনের সিদ্ধামত্ম গৃহীত হয়। সেমত সংশোধিত ডিপিপি পুনর্গঠন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির উপর ০৭-০৭-২০১৪ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে আরএডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৭৭৭.০০ লক্ষ (মূলধন খাতে ৭০০.০০ টাকা এবং রাজস্ব খাতে ৭৭.০০ লক্ষ টাকা) টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্য থেকে ৭৭৬.৫০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। জুন, ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭৬২.৯৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

(২) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের বিদ্যমান বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থাপনা/অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কারকরণ কর্মসূচীঃ বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের দীর্ঘদিনের পুরাতন ও জরাজীর্ণ বিদ্যমান বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থাপনা/অবকাঠামোসমূহ মেরামত ও সংস্কার করা। আলোচ্য কর্মসূচীটি জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত (তিন বছর) সময়ে রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য মোট ৪৭১.৫৭ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ে অনুমোদিত হয়েছে।

চলতি ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এ কর্মসূচীর অনুকূলে ১১৪.১৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং সমূদয় অর্থ ছাড় করা হয়েছে। কর্মসূচীর জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ১১২.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। কর্মসূচীটি সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

(৩) বিদ্যমান বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের বিএমআরই করণ, মাধবদী, নরসিংদীঃ বর্তমান সময়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত বস্ত্রকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে মানসম্পন্ন বস্ত্র উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি কেন্দ্রটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপনের নিমিত্ত ‘‘ **বিদ্যমান বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের বিএমআরই করণ, মাধবদী, নরসিংদী’’** শীর্ষক ৩২৩২.১৩ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি বিএমআরই করণের মাধ্যমে তাঁতীদের স্বল্প মূল্যে বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণ সেবা যথা- কাপড় রংকরণ, মার্সেরাইজিং, স্টেন্টারিং, ক্যালেন্ডারিং, প্রিন্টিং ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হবে।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের আরএডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১০০.০০ লক্ষ টাকা (মূলধন খাতে ৯৭.০০ লক্ষ এবং রাজস্ব খাতে ৩.০০ লক্ষ) বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং সমূদয় অর্থ ছাড় করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগের প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই বাছাইয়ের কাজ চলছে। শীঘ্রই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। প্রকল্পের ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে এবং মাষ্টারপ্লান তৈরীর কাজ চলছে। প্রকল্পের আওতায় পুরাতন ভবন ভেঙ্গে ফেলা, পুরাতন ফ্যাক্টরী ভবন মেরামত, সীমানা প্রাচীর এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য গণপূর্ত বিভাগ, নরসিংদীতে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির এক সভা গত ১৯-০৫-২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুরাতন ভবন ভেঙ্গে ফেলা, পুরাতন ফ্যাক্টরী ভবন মেরামত ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং ভূমি উন্নয়নের জন্য পুনঃদরপত্র আহবানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ২৫-০৬-২০১৪ তারিখ পুনঃদরপত্র উন্মুক্তকরণ করা হয়। প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত ৫৪.৮৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

(৪) তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় ৩টি সার্ভিস সেন্টার স্থাপনঃদেশের তাঁত অধ্যুষিত এলাকায় তাঁতীদের বয়নপূর্ব ও বয়নোত্তর সেবা যেমন- সূতা এবং কাপড় রংকরণ, মার্সারাইজিং, ক্যালেন্ডারিং, স্টেন্টারিং ইত্যাদি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন তাঁত নিবিড় এলাকায় ‘‘ Establishment of 3 Handloom Service Centres in Different Loom Intensive Areas’’ শীর্ষক ৫০৫৩.৯০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ের প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। এই ৩টি সার্ভিস সেন্টার হলোঃ- (১) কালিহাতি, টাংগাইল; (২) কুমারখালী, কুষ্টিয়া এবং (৩) শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের আরএডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে মোট ১০০.০০ লক্ষ টাকা (মূলধন খাতে ৯৭.০০ লক্ষ এবং রাজস্ব খাতে ৩.০০ লক্ষ) বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং সমূদয় অর্থ ছাড় করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় টাঙ্গাইল জেলার কালিহাতি সার্ভিস সেন্টারের জন্য নির্ধারিত ১.০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস থেকে ৭২.৭১ লক্ষ টাকার ১টি ডিমান্ড নোট প্রেরণ করা হয়। সেমত সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে চাহিত অর্থ একাউন্ট পেয়ী চেকের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬ ধারা নোটিশ জারী করা হয়েছে। শাহজাদপুর এবংকুমারখালী সার্ভিস সেন্টারের ডিজিটাল সার্ভে ও মৃত্তিকা পরীক্ষার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যথা শীঘ্রই উক্ত দু’টি কেন্দ্রে স্থাপত্য নক্সা, প্রাক্কলন ও দরপত্র আহবান করা হবে। প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০১৪ পর্যমত্ম ৭৯.৮৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ১০০.০০%।

	(৫) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বেসিক সেন্টার সমূহে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনঃ দেশের তাঁত অধ্যুষিত এলাকাসমূহের তাঁতীদেরকে উন্নত বয়ন ও রংকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধি, ১০,৫০০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাঁত বস্ত্রের গুনগত মান বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁতীদের আয় ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ''বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের বেসিক সেন্টার সমূহে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন'' শীর্ষক একটি প্রকল্প ৬১১৯.৭১ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয় প্রণয়ন করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন ভাবে অননুমোদিত প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছে। **(৬) প্রান্তিক তাঁতীদের জন্য ২১টি স্থায়ী তাঁত মেলা স্থাপনঃ** বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড দেশের প্রান্তিক তাঁতীদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিপণন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাঁতীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন তাঁত অধ্যুষিত অঞ্চলে ২১টি স্থায়ী তাঁত মেলা স্থাপনের নিমিত্ত Establishment of Permanent Tant Mela to Provide Institutional Marketing Facilities to the Marginal Handloom Weavers শীর্ষক ১৩৭৪.৩৭ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ব্যয়ের ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন ভাবে অননুমোদিত প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভূক্ত আছে।

৩. ৩ **বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি):**

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন(বিটিএমসি):

স্বাধীনতাপূর্ব ইপিআইডিসির স্থলে স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেস (রাষ্ট্রীয়করণ) অর্ডার ২৭, ১৯৭২ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস করপোরেশন (বিটিএমসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ১ জুলাই হতে ৭৪টি মিল নিয়ে বিটিএমসি'র যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে বিটিএমসি ও সরকারের উদ্যোগে আরও ১২টি মিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন সর্বমোট মিলের সংখ্যা দঁড়ায় ৮৬টি। সরকারের বি-রাষ্ট্রীয়করণ শিল্পনীতির আওতায় ১৯৭৭ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৬৫টি মিল হস্তান্তর, বিক্রি ও অবসায়ন করা হয়। বিটিএমসি'র নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে চালু ও বন্ধ/লে-অফসহ মোট ১৮টি মিল (২২ ইউনিট) রয়েছে(সংলগ্নী-১)। এর মধ্যে ৪টি মিল চালু আছে। ১টি মিল আংশিক চালু আছে। ২টি মিল যথাঃ খুলনা টেক্সটাইল মিলস্ ও চিত্তরঞ্জন কটন মিলে পল্লী স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে ।

(ক) উপরোক্ত ১৮টি মিলের মধ্যে ৩টি মিল যথাঃ (১) কুড়িগ্রাম টেক্সটাইল মিলস্, (২) সিলেট টেক্সটাইল মিলস্ ও (৩) ভালিকা উলেন মিলস্ বেসরকারিকরণের নিমিত্ত প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ।

(খ) জাতীয়করণকৃত ৩টি বাসত্মব সম্পদবিহীন নামসর্বস্ব মিল যথা- (১) পারুমা টেক্সটাইল মিলস, (২) এলাহী কটন মিলস, (৩) রুপালী কটন মিলস নামেমাত্র বিটিএমসি'র তালিকায় রয়েছে;

(গ) এছাড়াও টিআইডিসি নামক একটি প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট আছে, যা বর্তমানে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নিট্রেড প্রকল্পের আওতায় বেসরকারি গভর্নিং বডির (বিটিএমএ) মাধ্যমে পরিচালনার জন্য ০৬-৫-০৯ খ্রিঃ তারিখে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়।

২। বিটিএমসি'র সার্বিক মিলের সংখ্যাঃ

ক্রঃনং	বিবরণ	মিল সংখ্যা
(ক)		
১	১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশবলে জাতীয়করণকৃত মিল	৭৪টি
২	১৯৭৫-৮৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় বিটিএমসি কর্তৃক স্থাপিত মিল	১২টি
৩	মোট (১+২)	**৮৬টি**
৪	১৯৭৭-৮৭ সাল পর্যন্ত সময়ে সাবেক বাংলাদেশী মালিকদের নিকট হস্তান্তরিত মিল	৩২টি
৫	১৯৮২-৮৩ সালে অবসায়নের মাধ্যমে লিকুইডেশন সেল কর্তৃক বিক্রিত মিল	৩টি
৬	১৯৭৭-২০১০ সালে দরপত্রের মাধ্যমে বিক্রিত মিল	১৫টি
৭	২০০০-২০১১ সালে শ্রমিক-কর্মচারীদের নিকট হস্তারিত মিল	৯টি
৮	২০০৩-২০০৪ সালে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের লিকুইডেশন সেলে ন্যস্ত ছিল	৬টি
	উপমোট (৪ হতে ৮ পর্যন্ত)	৬৫টি
(খ)	বিটিএমসি'র বর্তমান মিলঃ	
*৯	চালু মিল(সার্ভিসচার্জ + ভাড়া)	৫টি
১০	বন্ধ মিল	১১টি
১১	টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের প্রক্রিয়াধীন মিল	২টি
	উপমোট (৯ হইতে ১১ পর্যন্ত)	১৮টি
১২	১৯৭১-৭২ সালে জাতীয়করণের তালিকায় নামমাত্র মিল (বাসস্থান সম্পদবিহীন)	৩টি
	মোট (৩ হইতে ১২ পর্যন্ত):	৮৬টি

৩। সাংগঠনিক কাঠামো এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলীঃ

পরিচালনা পর্ষদঃ

১৯৭২ সালে ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্টারপ্রাইজেস আদেশ নং-২৭ (১৯৭২) এর ১১ ধারা মোতাবেক বিটিএমসির সার্বিক দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব/কর্তৃত্ব একজন চেয়ারম্যান ও পাঁচজন পরিচালক এর সমন্বয়ে গঠিত পরিচালক পর্ষদ এর উপর ন্যস্ত করা হয়। বর্তমানে একজন অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার কর্মকর্তা চেয়ারম্যান এবং তিনজন যুগ্ম-সচিব মর্যাদার কর্মকর্তা পরিচালক দ্বারা বিটিএমসি প্রধান কার্যালয়সহ বিটিএমসির অধীনস্থ মিলসমূহের সকল কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে।

পদবী	দায়িত্ব
চেয়ারম্যান সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত (অতিরিক্ত সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা)	কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে সার্বিক দায়িত্ব ও সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা
পরিচালক(অর্থ ও নিরীক্ষা) যুগ্ম- সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা	অর্থ, নিরীক্ষা ও হিসাব সম্পর্কিত কার্যাদি পরিচালনা
পরিচালক(বাণিজ্য) যুগ্ম- সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা	ক্রয় ও বিক্রয় সংক্রান্ত কার্যাদি পরিচালনা
পরিচালক(কারিগরি) যুগ্ম- সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা	উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষন, মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনা

৪। এন্টারপ্রাইজ বোর্ডের কার্যক্রমঃ

মিলসমূহের কার্যক্রম তদারকীর জন্য প্রতিটি মিলে একটি এন্টারপ্রাইজ বোর্ড আছে। বিটিএমসির পরিচালকমন্ডলীর একজন পরিচালক উক্ত বোর্ডের সভাপতি । এছাড়া বিটিএমসির একজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও অর্থ লগ্নীকারী ব্যাংকের প্রতিনিধি ও সংশ্লিষ্ট মিল প্রধান আলোচ্য বোর্ডের পরিচালক।

৫। জনবলঃ বিটিএমসি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিভিন্ন সময়ে সরকারের নীতিমালার আলোকে এবং রাষ্ট্রায়ত্ব বস্ত্রকলসমূহ বিরাষ্ট্রিয়করণ/ব্যক্তি মালিকানাধীন হস্তান্তরিত করার প্রেক্ষিতে বিটিএমসি প্রধান কার্যালয়সহ বস্ত্র কলগুলিতে পর্যায়ক্রমে লোকবল হ্রাস করে কেবলমাত্র অত্যাবশ্যকিয় জনবল দ্বারা বর্তমানে বিটিএমসির কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৪ সনের ৩০শে জুন পর্যমত্ম বিটিএমসি এবং এর নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে স্থায়ী জনবলের সংখ্যা ২৭০ জন এবং অস্থায়ী জনবলের সংখ্যা ১৩৭৮ জন।

৬। উৎপাদিত পণ্যঃ বর্তমানে বিটিএমসির অধীনস্ত মিলগুলিতে বয়ন বিভাগ বন্ধ অবস্থায় আছে ফলে শুধুমাত্র স্পিনিং বিভাগ চালু আছে এবং সুতা উৎপাদন কার্যক্রম চালু আছে। সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিটিএমসির উৎপাদিত সুতার পরিমাণ ১৯.৮০ লক্ষ কেজি যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরের (২০১২-২০১৩) ১৬.৬৮ লক্ষ কেজি।

৭। সার্ভিসচার্জ পদ্ধতি প্রবর্তনঃ ১৯৯৬-৯৭ সাল হতে বিটিএমসি'র অধীনসত্ম মিলগুলি সার্ভিসচার্জ পদ্ধতিতে চালু আছে। এই পদ্ধতিতে সার্ভিসচার্জ পার্টি কর্তৃক সরবরাহকৃত তুলা দ্বারা সূতা উৎপাদন করা হয়। উৎপাদন কাজের জন্যে বিটিএমসি নির্ধারিত হারে সার্ভিসচার্জ নিয়ে থাকে এবং পার্টি নিজ উদ্যোগে তার সুতা বিক্রয়/বিপণন করে থাকে। ফলে ক্রয় বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিটিএমসির কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।

৮। সার্ভিসচার্জে আয়ের বিবরণঃ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে আয় হয়েছে ৮৬৮.৭১ লক্ষ টাকা যা পূর্ববর্তী অর্থ বছরে (২০১২-২০১৩) ছিল ৭১৪.৫০ লক্ষ টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সরকারী কোষাগারে বিটিএমসির জমা দেওয়া অর্থের পরিমাণ ১৮.০০ লক্ষ টাকা। বিটিএমসির জন্মলগ্ন থেকে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত সরকারী কোষাগারে জমাকৃত অর্থের মোট পরিমাণ ৭৩১.৪৫ কোটি টাকা।

৯। (ক) একনজরে বিটিএমসির সংশোধিত বাজেট (২০১৩-২০১৪): (কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রধান কার্যালয়	মিল	মোট
(ক)	আয়ঃ	১৩.১৭	১৮.৮২	৩১.৯৯
(খ)	ব্যয়ঃ			
	১। মজুরী ও বেতনভাতা	৬.০০	১১.৩৬	১৭.৩৬
	২। অন্যান্য ব্যয়	১১.৮৪	২৬.৩৯	৩৮.২৩
(গ)	ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়	(৪.৬৬)	(১৮.৯৩)	(২৩.৫৯)
(ঘ)	মূলধন ব্যয়	২০.৩৬	১০.৭১	৩১.০৭
(ঙ)	মোট ব্যয়(খ+ ঘ)	৩৮.২০	৪৮.৪৬	৮৬.৬৬

(খ) একনজরে বিটিএমসি'র প্রস্তাবিত বাজেট (২০১৪-২০১৫):

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	বিবরণ	প্রধান কার্যালয়	মিল	মোট
(ক)	আয়ঃ	১২.৩৩	২৯.৪১	৪১.৭৪
(খ)	ব্যয়ঃ			
	১। মজুরী ও বেতনভাতা	৬.০২	১৭.৩৯	২৩.৪১
	২। অন্যান্য ব্যয়	১২.২০	৩০.১৩	৪২.৩৩
(গ)	ব্যয় উদ্বৃত্ত আয়	(৫.৮৯)	(১৮.১১)	(২৪.০০)
(ঘ)	মূলধন ব্যয়	২৫.৪৫	১০.৯১	৩৬.৩৬
(ঙ)	মোট ব্যয়(খ+ ঘ)	৪৩.৬৭	৫৮.৪৩	১০২.১০

(গ) বিটিএমসি প্রধান কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়):

ক্রমিক নং	ব্যয়	টাকা	আয়	টাকা
১	বেতন ভাতাদি	৪.৫৫	ভাড়া বাবদ আয়	৪.১৬
২	প্রশাসনিক ব্যয়	১.৯১	বাড়ী ভাড়া ও অন্যান্য আদায়	০.০৭
৩	আনুতোষিক ও ছুটি	০.৫৩	সুদ	৩.১৮
৪	ভবিষ্য তহবিলে অনুদান	০.২০	অন্যান্য আয়	০.০২
৫	চিকিৎসা ব্যয়	০.০১	আয় অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয়	০.০৩
৬	যাতায়াত ও ভ্রমন ভাতা	০.১৮	টিআইডিসি ও লিয়াজোঁ	০.৪১
৭	অবচয়	০.৫০	-	-
	মোটঃ	৭.৮৮	-	৭.৮৮

প্রকৃত হিসাব কম/বেশী হতে পারে।

১০। অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

(টাকার অংক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে)

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তি (২০১৩-২০১৪)		জের ৩০/৬/১৩	মন্তব্য (টাকার পরিমাণ)
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বিটিএমসি	৩২৩৯	২৩৫৯.২৭	-	২২৩	৪৭.৮৫	৩০১৬	২৩১০.৪২

১১। বিটিএমসির মিলগুলি পরিচালনায় বিদ্যমান সমস্যাঃ

(ক) বিটিএমসির অধিকাংশ মিল পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তর দশকে প্রতিষ্ঠিত বিধায় যন্ত্রপাতি পুরাতন ও জীর্ন হওয়ার কারণে দেশে ব্যক্তিমালিকানায় প্রতিষ্ঠিত আধুনিক উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন মিলসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদনশীলতা ও গুণগতমান সম্পন্ন সুতা উৎপাদন সম্ভব হচ্ছেনা, ফলে বাজারে অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে।

(খ)) মিলসমূহের আর্থিক সংকটের কারণে প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, পুরাতন যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশ পরিবর্তন, উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষন কার্যক্রম পরিচালনা ও গুণগতমান সম্পন্ন মেশিনারীজ সংগ্রহের সমস্যার কারণে বাজার চাহিদা মোতাবেক উন্নতমানের সুতা উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।

(গ) অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিভ্রাট উৎপাদন কার্যক্রমকে দারুনভাবে ব্যাহত করছে। এই সমস্যার কারণে উৎপাদন ঘাটতি ছাড়াও উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান মারাত্বকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

(ঘ) ব্যক্তিমালিকানাধীন মিলসমূহে অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের সুতা ও বিদেশ হতে বিভিন্ন উৎসে সুতা ও কাপড় বাজারে অনুপ্রবেশের ফলে বিটিএমসি মিলসমূহে উৎপাদিত সুতা অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে।

(ঙ) স্বেচ্ছাবসর কার্যক্রমে দক্ষ জনবল বিদায় হওয়ায় বিটিএমসির মিলসমূহে ব্যবস্থাপনার সকল পর্যায়ে অভিজ্ঞ, দক্ষ ও পেশাগত জনবলের অভাবে মিলসমূহে দক্ষভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে।

(চ) বর্তমানে সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা এবং কাঁচাতুলার অস্থিতিশীল মূল্য সার্ভিস চার্জ পার্টিকে মিলসমূহ গতিশীল অবস্থায় চালানোর ক্ষেত্রে অস্থিতিশীল/দোদুল্যমান অবস্থায় রেখেছে।

(ছ) বিটিএমসির মিলগুলোর বকেয়া ইউটিলিটি সার্ভিস(বিদ্যুৎ, গ্যাস, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি) বাবদ এপ্রিল-১৪ পর্যন্ত ২১.৯৭ কোটি টাকার মধ্যে ১.২০ কোটি পরিশোধ করা হয়েছে, বাকী ২০.৭৭ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে, ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম খাতে বকেয়া ০.৭৭ কোটি টাকা। বিটিএমসি মিলসমূহে স্বেচ্ছাবসর গ্রহণকারী শ্রমিকদের বকেয়া বেতন খাতে ৬.৬৫ কোটি টাকা,মেডিকেল ভাতা ১.১৬ কোটি টাকা, এ ছাড়া বিটিএমসি মিলসমূহে মৃত্যুবরণ, অবসর গ্রহণ, চাকুরীচ্যুত ও পদত্যাগকৃত জনবলের বকেয়া ০.৮৬ কোটি টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

(জ) বেসরকারীকরণের তালিকাভুক্ত মিলসমূহে, আইন ফি অত্যাবশ্যকীয় জনবলের বেতন ভাতা অন্যান্য ব্যয় খাতে সরকার/প্রাইভেটাইজেশন কমিশন থেকে অর্থ যোগান না দেয়া।

(ঝ) ৩০/৬/২০১২খ্রিঃ তারিখের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী বিটিএমসির অধীনস্থ মিলসমূহের সরকারী ঋণের দায় ৮৬৩.৭৯ কোটি টাকা এবং অন্যান্য দেনাদার খাতে দায়ের পরিমাণ ৫৭৩.০২ কোটি টাকা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ৩৮৪.৩৯ কোটি টাকা(২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ডিএসএল নিদেশিকা অনুযায়ী) এ সকল ঋণ পরিশোধ করতে না পারা।

(ঞ) বেসরকারীকরণকৃত মিলের দায়-দেনা সমন্বয় না করা।

১২। সমস্যা উত্তরণের উপায়ঃ

(ক) বিটিএমসির অধিকাংশ মিলই পঞ্চাশ, ষাট দশকে পুরাতন অসংগতিপূর্ণ মিলসমূহে স্থাপিত ক্ষমতা ও সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধিকরণপূর্বক রপ্তানীমূখী নিটিং গার্মেন্টেসের এর চাহিদা পূরণকল্পে বিএমআর(ই) কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(খ) বিটিএমসির অধীনস্থ মিলসমূহের বিপরীতে নেয়া স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের উপরে পুঞ্জিভূত সুদ মওকুফ করা। যাতে মিলসমূহের উদ্বৃত্ত জমি বিক্রি করে ঋণের আসল টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হয়।

(গ) শ্রমিক কর্মচারীদের নিকট হস্তান্তরিত মিলগুলোর বিপরীতে স্বল্প মেয়াদী ব্যাংক ঋণ হস্তান্তর নীতিমালা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক পরিশোধ/সমন্বয় করা;

(ঘ) এছাড়াও শ্রমিক কর্মচারীদের নিকট হস্তারিত মিলগুলোর বিপরীতে চলতি দায় খাতে বিটিএমসির পাওনা, ব্যাংক দেনা ইত্যাদি চুক্তি অনুযায়ী নিষ্পত্তির বিষয়ে সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(ঙ) বেসরকারীকরণের আওতায় বিক্রিত সকল মিলের দায়-দেনা হস্তান্তর চুক্তি অনুযায়ী সরকার কর্তৃক গ্রহণ অর্থাৎ স্বল্প মেয়াদী সরকারী ঋণ ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ যথাক্রমে (১৩৭.৬৮+২৩৩.৩৫)=৩৭১.০৩ (৩০-৬-১৩) সাময়িক হিসাবের ভিত্তিতে) কোটি টাকা বিটিএমসি খাতে সরকারী হিসাবে অবলোপন(Write-off) করা। উক্ত মিলগুলোর নিকট বিটিএমসি চলতি ও আমদানী খাতে ৬৭৩.০১কোটি টাকা প্রাপ্য। উক্ত দায়-দেনা সরকার কর্তৃক ইতোপূর্বে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন খাতে বিটিএমসিকে প্রদত্ত সরকারী ঋণের সাথে সমন্বয় (Book Adjustment) করা;

(চ) শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের পাওনা, বকেয়া মেডিকেল ভাতা, ব্যাংক দায় দেনা ও ইউটিলিটি সার্ভিস খাতে পাওনা পরিশোধের জন্য বিটিএমসির অনুকুলে সরকারী তহবিল থেকে জরুরী ভিত্তিতে বরাদ্দ দেয়া।

(ছ) ডিএসএল খাতে ১৬৫.৯৮ কোটি টাকা(২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের ডিএসএল নির্দেশিকা অনুযায়ী) ইক্যুইটিতে রূপান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৩। যে সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন/চলমান রয়েছেঃ

(ক) মিলসমূহের উদ্বৃত্ত জমি বিক্রি করে সেই অর্থ দ্বারা সংশ্লিষ্ট মিলসমূহের গৃহীত ঋণ/দায়-দেনা পরিশোধের বিকল্প ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সে লক্ষ্যে কিছু কিছু মিলের জমি বিক্রয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে আরো কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
(খ) বর্তমান অর্থ বছরে (২০১২-২০১৩) ৪টি মিল সার্ভিসচার্জ পদ্ধতিতে চালু করা হয়েছে এবং ১টি মিল আংশিক চালু আছে। এভাবে মিলগুলি না লাভ না ক্ষতি পদ্ধতিতে চালানোর সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে । এর ফলে মিলসমূহে অধিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে এবং মিল চালু থাকায় সুতার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে যা আমাদের দেশীয়/স্থানীয় সুতার চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখছে।

(গ) বিটিএমসির মিলগুলোতে ১৯৯৭সাল থেকে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতি প্রবর্তন/চালু করা হলেও বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে সার্ভিস চার্জ পদ্ধতিতে চালু মিলগুলোকে সকল ক্ষেত্রে লাভজনক বা ব্রেক ইভেনে চালানো সম্ভব হচ্ছে না। এ দিকে যৌথ উদ্যোগে মিল স্থাপন করা সময় সাপেক্ষে ব্যাপার। তাই অন্তর্বতী সময়ে কোন কোন মিল সার্ভিস চার্জে আবার কোন কোন মিলে উন্নত প্রযুক্তির মেশিন প্রতিস্থাপন করে লাভজনক পর্যায়ে চালানোর ব্যবস্থা গ্রহণের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে।

(ঘ) বিটিএমসির মিলগুলোকে অলাভজনক অবস্থা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে পিপিপি এর মাধ্যমে পরিচালনা করা।

(ঙ) বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনায় ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরীর অংশ হিসেবে বিটিএমসি হতে A Concept Paper on Re-organization of BTMC বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন

বিটিএমসি নিয়ণাধীন বর্তমান চালু, বন্ধ ও হস্তান্তরিত প্রক্রিয়াধীন ১৮ টি মিলের ২২টি ইউনিট।

ক্রঃ নং	মিলের নাম	অবস্থান	স্পনসর	প্রতিষ্ঠার বছর	বাণিজ্যিক উৎপাদনের বছর	স্থাপিত ক্ষমতা	
						টাকু	তাঁত
(ক)	**সার্ভিসচার্জ পদ্ধতিতে চালু মিলঃ**						
১	(ক) বেংগল টেঃ-১	যশোর	পি,ও-২৭	১৯৬২	১৯৬৩	১৭২৯৬	-
	(খ) বেংগল টেঃ-২	ঐ	বিটিএমসি	১৯৮৫	১৯৮৯	২৫০৮৮	-
(খ)	**সার্ভিসচার্জ পাটি না থাকায় সাময়িক উৎপাদন বন্ধ মিলঃ**						
২	(ক) সুন্দরবন টেঃ-১	সাতক্ষীরা	বিটিএমসি	১৯৮০	১৯৮৩	২৪৯৬০	-
	(খ) সুন্দরবন টেঃ-২	ঐ	বিটিএমসি	১৯৯৫	১৯৯৬	১৪৪০০	-
৩	রাজশাহী টেঃ মিঃ	রাজশাহী	বিটিএমসি	১৯৭৫	১৯৭৯	২৫০৫৬	-
৪	দারোয়ানী টেঃ মিঃ	নীলফামারী	বিটিএমসি	১৯৭৭	১৯৮০	২৫০৫৬	-
৫	ভালিকা উলেন মিঃ	চট্টগ্রাম	পি,ও-২৭	১৯৬৩	১৯৭৩	৩২০০	৪০
*৬	(ক) টাংগাইল কটন-১	টাংগাইল	পি,ও-২৭	১৯৬১	১৯৬৩	১৩৬৫৬	-
	(খ) টাংগাইল কটন-২	ঐ	বিটিএমসি	১৯৭৮	১৯৮২	১২৫০০	-
৭	দোস্ত টেঃ মিঃ	ফেনী	পি,ও-২৭	১৯৬১	১৯৬৪	২০০০০	-
৮	দিনাজপুর টেঃ মিঃ	দিনাজপুর	বিটিএমসি	১৯৭৫	১৯৭৯	২৯৩৭৬	-
৯	আর,আর, টেঃ মিঃ	চট্টগ্রাম	পি,ও-২৭	১৯৬৩	১৯৬৫	৩১৪০০	-
১০	(ক) আমিন টেঃ-১	চট্টগ্রাম	পি,ও-২৭	১৯৬১	১৯৬২	১৮৪০০	-
	(খ) আমিন টেঃ-২	ঐ	বিটিএমসি	১৯৮৬	১৯৯০	২৫০৮৮	-
*১১	রাংগামাটি টেঃ মিঃ	রাংগামাটি	বিটিএমসি	১৯৭৭	১৯৮০	১৮৫৭৬	-
১২	কাদেরিয়া টেঃ মিঃ	গাজীপুর	পি,ও-২৭	১৯৬১	১৯৬৩	১৬৮২৪	-
১৩	কুড়িগ্রাম টেঃ মিঃ	কুড়িগ্রাম	বিটিএমসি	১৯৮৪	১৯৮৬	১২৫২৮	-
			বিটিএমসি	১৯৭৬	১৯৮৩	০	-
১৪	চিত্তরঞ্জন কটন মিল	নারায়ণগঞ্জ	পি,ও-২৭	১৯২৯	১৯৩৬	১৯৮০৪	৩৯৫
*১৫	মাগুরা টেঃ মিঃ	মাগুরা	বিটিএমসি	১৯৮১	১৯৮৫	২৫০৫৬	-
১৬	সিলেট টেঃ মিঃ(পঃমুঃ)	সিলেট	বিটিএমসি	১৯৭৮	১৯৮৪	২৫০৫৬	-
	উপমোট(ক):					৪০৩৩২০	৪৩৫
(গ)	**বন্ধমিলঃ**						
১৭	আহমেদ বাওয়ানী টেঃ	ঢাকা	পি,ও-২৭	১৯৫৪	১৯৫৭	৩৩১১৬	৩১২
	উপমোট(খ):					৩৩১১৬	৩১২
(ঘ)	**বিক্রী পরবর্তী হস্তামতরের প্রক্রিয়াধীন বন্ধ মিলঃ**						
(ঙ)	**টেক্সটাইল পল্লী স্থাপনের প্রক্রিয়াধীন লে-অফ মিলঃ**						
১৮	খুলনা টেক্সটাইল	খুলনা	পি,ও-২৭	১৯৩১	১৯৫৫	১২৪৪৮	৯৭
	মোট(ক+খ+গ+ঘ+ঙ) ১৮ টি মিল					৪৪৮৮৮৪	৮৪৪

* মিল বেসরকারীকরণ তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। ** শ্রমিকদের নিকট হস্তান্তরের জন্য তালিকাভূক্ত করা হয়েছে

বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ করপোরেশন
শ্রমিক-কর্মচারীদের মালিকানায় হস্তান্তরিত ৯টি মিল।

ক্রমিক নং	মিলের নাম	ঠিকানা	স্থাপনার বছর	বর্তমান অবস্থা
১	ফাইন কটন মিলস্ লিঃ	টংগী, গাজীপুর	১৯৬১	বন্ধ
২	লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস্ লিঃ	গোদনাইল,নারায়ণগঞ্জ	১৯২৫	বন্ধ
৩	মেঘনা টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	টংগী, গাজীপুর	১৯৬২	চালু
৪	পাইলন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ	ফৌজদারহাট,চট্টগ্রাম	১৯৬৩	বন্ধ
৫	অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	টংগী, গাজীপুর	১৯৫২	বন্ধ
৬	ক্যারিলিন সিল্ক মিলস্ লিঃ	ফৌজদারহাট,চট্টগ্রাম	১৯৬৪	বন্ধ
৭	মন্নু টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ	টংগী, গাজীপুর	১৯৬১	আংশিক চালু
৮	ঢাকা কটন মিলস্ লিঃ	পোস্তগোলা, ঢাকা	১৯৩৮	আংশিক চালু
৯	ন্যাশনাল কটন মিলস্ লিঃ	ফৌজদারহাট, চট্টগ্রাম	১৯৩৯	বন্ধ

রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২৭,১৯৭২ বলে রাষ্ট্রায়ত্ব জাতীয়করণকৃত ৭৪টি মিল।

ক্রমিক নং	মিলের নাম ও ঠিকানা	ক্রমিক নং	মিলের নাম ও ঠিকানা
(১)	রাষ্ট্রায়ত্ব মিলস্ (পি,ও-২৭,১৯৭২):		
(ক)	**টেক্সটাইল মিলস্ঃ**	৩৯	মন্নু টেক্সটাইল মিলস্,গাজীপুর
১	আদর্শ কটন মিলস্, নারায়ণগঞ্জ	৪০	ওরিয়েন্ট টেক্সাইল মিলস্, ঢাকা
২	ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্, নারায়ণগঞ্জ	৪১	কাদেরিয়া টেক্সটাইল মিলস্, গাজীপুর
৩	মোহিনী মিলস্ লিঃ, কুষ্টিয়া	৪২	সাতরং টেক্সটাইল মিলস্, গাজীপুর
৪	আল-হাজ্ব টেক্সটাইল মিলস্, পাবনা	৪৩	টাংগাইল কটন মিলস্, টাংগাইল
৫	এশিয়াটিক কটন মিলস্, চট্টগ্রাম	৪৪	আহমেদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস্
৬	বগুড়া কটন এন্ড স্পিনিং মিলস্, বগুড়া	৪৫	চিত্তরঞ্জন কটন মিলস্, নারায়ণগঞ্জ
৭	চাঁদ টেক্সটাইল এন্ড স্পিনিং মিলস্, ঢাকা	৪৬	লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস্, নারায়ণগঞ্জ
৮	চিটাগাং টেক্সটাইল মিলস্, চট্টগ্রাম	৪৭	মেঘনা টেক্সটাইল মিলস্, গাজীপুর
৯	গাউছিয়া কটন স্পিনিং মিলস্, নারায়ণগঞ্জ	৪৮	ন্যাশনাল কটন মিলস্, চট্টগ্রাম
১০	হালিমা টেক্সটাইল মিলস্, কুমিল্লা	৪৯	অলিম্পিয়া টেক্সটাইল মিলস্, গাজীপুর
১১	ইব্রাহিম কটন মিলস্, চট্টগ্রাম	৫০	আর,আর,টেক্সটাইল মিলস্
১২	জলিল টেক্সটাইল মিলস্, চট্টগ্রাম	৫১	জিনাত টেক্সটাইল মিলস্, গাজীপুর
১৩	মসলিন কটন মিলস্, গাজীপুর	**(খ)**	**বিশেষ ধরণের মিলস্ঃ**
১৪	আশরাফ টেক্সটাইল মিলস্, গাজীপুর	৫২	আহমেদ সিল্ক মিলস্, ঢাকা
১৫	আফসার কটন মিলস্, ঢাকা	৫৩	ঢাকা ডাইং ও ম্যানুঃ কোং লিঃ, ঢাকা
১৬	ক্যালিকো কটন মিলস্, পাবনা	৫৪	মেটেক্স কটন লিঃ, নারায়ণগঞ্জ
১৭	গোয়ালন্দ টেক্সটাইল মিলস্, রাজবাড়ী	৫৫	মোহাদ্দমী ক্যালেন্ডারিং এন্ড প্রিন্টিং, ঢাকা
১৮	হাবিবুর রহমান টেক্সটাইল মিলস্, কুমিল্লা	৫৬	জেস ব্ল্যাংকেট ম্যানুঃ কোং লিঃ, যশোর
১৯	জবা টেক্সটাইল মিলস্, নরসিংদী	৫৭	আলাউদ্দিন টাইওয়া টেক্সটাইল, গাজীপুর
২০	কুষ্টিয়া টেক্সটাইল মিল্স, কুষ্টিয়া	৫৮	রয়েল টেক্সটাইল মিলস্, চট্টগ্রাম
২১	মাওলা টেক্সটাইল মিলস্, নারায়ণগঞ্জ	৫৯	আববাসি থ্রেড লিঃ, চট্টগ্রাম
২২	ময়নামতি টেক্সটাইল মিলস্, কুমিল্লা	৬০	ইষ্টার্ণ টেক্সটাইল, চট্টগ্রাম
২৩	কাশেম কটন মিলস্, গাজীপুর	৬১	জরিটেক্স, চট্টগ্রাম
২৪	রাজ টেক্সটাইল মিলস্, যশোর	৬২	জোফাইন ফ্যাব্রিক্স, সাভার,ঢাকা
২৫	সিরাজগঞ্জ স্পিনিং এন্ড কটন মিলস্, সিরাজগঞ্জ	৬৩	ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, গাজীপুর
২৬	পাহাড়তলী টেক্সঃ এন্ড হোসিয়ারী, চট্টগ্রাম	৬৪	পাইলন ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, চট্টগ্রাম
২৭	ঈগল ষ্টার টেক্সটাইল মিলস্, চট্টগ্রাম	৬৫	ক্যারিলিন সিল্ক মিলস্, চট্টগ্রাম
২৮	কোহিনূর স্পিনিং মিলস্, সাভার, ঢাকা	৬৬	ভালিকা উলেন মিলস্, চট্টগ্রাম
২৯	শারমিন টেক্সটাইল মিলস্, নারায়ণগঞ্জ	**(গ)**	**নাম সর্বস্ব মিলস্(সম্পদ বিহীন শিল্প):**
৩০	বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্, নারায়ণগঞ্জ	৬৭	কটন টেক্সটাইল ক্র্যাফটস্ লিঃ
৩১	ঢাকা কটন মিলস্, ঢাকা	৬৮	এন,এইচ, টেক্সটাইল মিলস্
৩২	খুলনা টেক্সটাইল মিলস্, খুলনা	৬৯	রূপালী নুর টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ

৩৩	আমিন টেক্সটাইলস লিঃ, চট্টগ্রাম	৭০	তমিজউদ্দিন টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ, গাজীপুর
৩৪	বেংগল টেক্সটাইল মিলস্, যশোর	৭১	রহমান টেক্সটাইল মিলস্ লিঃ
৩৫	চিশতী টেক্সটাইল মিলস্,কুমিল্লা	৭২	পারুমা টেক্সটাইল মিলস্
৩৬	দোস্ত টেক্সটাইল মিলস্, ফেণী	৭৩	এলাহী কটন মিলস্
৩৬	দোস্ত টেক্সটাইল মিলস্, ফেণী	৭৪	রূপালী নাইলন
৩৭	ফাইন কটন মিলস্, গাজীপুর		মোটঃ(ক+খ+গ) ৭৪ টি মিলস্
৩৮	কোকিল টেক্সটাইল মিলস্, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া		

৩.৪ বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি):

১। **দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্গানোগ্রাম ও পরিচিতিমূলক তথ্যাবলী (সংক্ষিপ্ত)**

১৯৫২ সালে ঢাকার অদূরে নারায়নগঞ্জে বাওয়া জুট মিলস লি: স্থাপনের মধ্য এতদ অঞ্চলে পাট শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্বেই জুট মিলের সংখ্যা ৭৫ ছাড়িয়ে যায়। ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৭ (The Bangladesh Industrial Enterprises Nationalisation Order,1972) অনুযায়ী ব্যক্তিমালিকানাধীন ও পরিত্যাক্ত পাটকলসহ সাবেক ইপিআইডিসির মোট ৬৭টি পাটকলের পরিচালনা,তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন(বিজেএমসি) গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের মধ্যেই রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৫১,৮৭ এবং ১৫৩ অনুযায়ী আরও ১০টি জুটমিল জাতীয়করণ করে বিজেএমসির নিয়ন্ত্রনণে ন্যস্ত করা হয়। অত:পর ১৯৭৪ ও ১৯৭৬ সালে দুটি নন-জুটমিল বিজেএমসির অধীনে ন্যস্তকরণ, বিজেএমসি কর্তৃক ১টি নন-জুটমিল ও ২টি কার্পেট মিল স্থাপনের মাধ্যমে সর্বমোট মিল সংখ্যা দাঁড়ায় ৮২টি। সরকার ঘোষিত নীতি অনুযায়ী মোট ৮২টি পাটকল হতে ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৬ সময়কালে মোট ৪৩টি পাটকল বিরাষ্ট্রীয়করণের এবং ১টি পাটকল (বনানী) ময়মনসিংহ পাটকলের সাথে একীভূত করার পর বিজেএমসির নিয়ন্ত্রনাধীন মিল সংখ্যা ৮২ থেকে কমে ৩৮টিতে দাঁড়ায়। ১৯৯৩ থেকে বিশ্ব ব্যাংকের পাটখাত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মোট ১১টি মিল বন্ধ/বিক্রি/একীভূত করার ফলে বর্তমানে বিজেএমসি নিয়ন্ত্রনাধীন মিলের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭টি। উল্লেখ্য যে, এর মধ্যে ইউনাইটেড, মেঘনা ও চাঁদপুর জুট মিলকে একটি প্রকল্প এবং আমিন ওল্ডফিল্ডকে আমিন জুটমিলের সংগে সংযুক্ত ধরে বর্তমানে মিলের সংখ্যা ২৭টি বিবেচনা করা হয়।

বিজেএমসি'র পরিচালকমন্ডলীঃ

রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-২৭ এর বিধান অনুযায়ী সরকার কর্তৃক গঠিত একটি পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে বিজেএমসির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তদনুযায়ী,বর্তমানে একজন অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদা পর্যায়ের একজন চেয়ারম্যান এবং যুগ্ম সচিব পদ মর্যাদা পর্যায়ের পাচঁজন কর্মকর্তাকে পরিচালক এবং একজন উপ-সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাকে সচিব নিয়োগের ব্যবস্থা রেখে বিজেএমসি'র পরিচালকমন্ডলী গঠন করা হয়েছে। পরিচালকমন্ডলী সরকার কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত বিধি/বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকলসমূহের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রন ও পরিচালনা করে থাকেন।

বিজেএমসি'র পরিচালকমন্ডলীর কর্মকান্ড ও দায়িত্বঃ

নিম্নের কাঠামো অনুযায়ী নিয়োজিত পরিচালকমন্ডলীর মাধ্যমে বিজেএমসি'র কর্মকান্ড পরিচালিত হয়।

পদবী	দায়িত্ব
চেয়ারম্যান	করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে সার্বিক দায়িত্ব।
পরিচালক (অর্থ)	অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত কার্যাদি পরিচালনা।
পরিচালক (বিপণন)	আন্তর্জাতিক রপ্তানী ও স্থানীয় বিক্রয় এবং বাজার উন্নয়ন পরিচালনা।
পরিচালক (উৎপাদন ও পাট)	পণ্য উৎপাদন ও কাঁচাপাট সংগ্রহ ।
পরিচালক (গবেষণা ও মাননিয়ন্ত্রণ)	গবেষণা ও মাননিয়ন্ত্রণ।
পরিচালক (পরিকল্পণা)	পরিকল্পণা, প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ, যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ আমদানী নিয়ন্ত্রণ।
সচিব	সাধারণ প্রশাসন ও সাচিবিক প্রধান হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা।

এন্টারপ্রাইজ বোর্ড ও এর কার্যক্রমঃ

মিলসমূহের কার্যক্রম তদারকীর জন্য প্রতিটি মিলে একটি এন্টারপ্রাইজ বোর্ড আছে। বিজেএমসি'র পরিচালকমন্ডলীর একজন পরিচালক উক্ত বোর্ডের সভাপতি। এছাড়া বিজেএমসি'র একজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তা এবং বস্ত্র ও পাটমন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় ও অর্থ লগ্নীকারী ব্যাংক-এর প্রতিনিধি, আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ও সংশ্লিষ্ট মিল প্রধান আলোচ্য বোর্ডের পরিচালক । প্রতি তিন মাস অন্তর এই বোর্ডের সভায় মিলের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয় এবং সুষ্ঠুভাবে মিল পরিচালনার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয় ।

আঞ্চলিক দপ্তর ও এর কার্যক্রমঃ

মিলের কার্যক্রম মনিটরিং করার নিমিত্তে বিজেএমসি'র মিলসমূহকে ঢাকা, চট্রগ্রাম ও খুলনা এই তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। চট্রগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলের দায়িত্বে রয়েছেন একজন করে সমন্বয়কারী ও একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা । আঞ্চলিক সমন্বয়কারী ও একজন লিয়াজোঁ কর্মকর্তা প্রধান কার্যালয় এবং মিলসমূহের সমন্বয়সহ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মিলসমূহের তদারকীতে নিয়োজিত আছেন ৩০-৬-২০১৪ তারিখে বিজেএমসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন পাটকল/মিল কারখানার সংখ্যা ছিল ২৭টি (বন্ধ মিল-১টি সহ) যার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

				মিল সংখ্যা		
পাটকলঃ	১।	(ক)	চালু পাটকলঃ	(হেসিয়ান,স্যাকিং,বিবিসি)	২১	টি
		(খ)	কার্পেট/ইয়ার্ণ ফ্যাক্টরীঃ		২	টি
		(গ)	লীজে-এ চালু পাটকলঃ		-	
				মোট	২৩	টি
	২।		চালু নন-জুট মিলঃ			
		(ক)	গালফ্রা হাবিবঃ	(পাট কলের যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ)	১	টি
		(খ)	মিলস ফার্নিশিং:	(সিবিসি'র জন্য পেপার টিউব)	১	টি
		(গ)	জুটো-ফাইবার গস্নাস ইন্ডাঃ:	(জুট প্লাষ্টিক সামগ্রী)	১	টি
				মোট	৩	টি
			চালু জুট ও নন-জুট সহ মোট মিল		২৬	টি
	৩।		বন্ধ মিল মোট		১	টি
			সর্ব মোট		২৭	টি

প্রযুক্তিঃ

পাটকলসমূহে কাঁচাপাট প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে পাটজাতদ্রব্য উৎপাদিত হয়। বর্তমানে সংস্থার আওতাভুক্ত পাটকলসমূহে হেসিয়ান, স্যাকিং, সিবিসি, ব্লাংকেট, এবিসি, উন্নত ধরনের পাটের সূতা ইত্যাদি উৎপাদিত হয়। এ ছাড়া (১) মিল ফানিশিং এ ষ্ট্রবোর্ড ও অন্যান্য কেমিক্যালের সমন্বয়ে পেপার টিউব (২) জুটো ফাইবার গ্লাস ইন্ডাষ্ট্রিজ এ পাটজাত পণ্য, প্লাস্টিক ও অন্যান্য কেমিক্যালের সমন্বয়ে জুট প্লাস্টিক সামগ্রীর (৩) গালফ্রা হাবিব এ পাট শিল্পে ব্যবহারের জন্য যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ উৎপাদিত হয়।

উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বাজারের অবস্থাঃ

বাংলাদেশ পাটকল সংস্থার আওতাধীন মিলসমূহে উৎপাদিত পাটজাতদ্রব্যের শতকরা প্রায় ৮২% বিশ্বের প্রায় ১০০টি দেশে রপ্তানী হয়ে থাকে। অবশিষ্ট শতকরা ১৮% দেশের অভ্যন্তরে বিক্রয় করা হয়।

২। দপ্তর/সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের অধিশাখা/শাখাসমূহের কার্যাবলীর বিবরণ (সংক্ষিপ্ত):

এমআইএস বিভাগঃ

(ক) বিজেএমসির অধীনস্থ মিলগুলো দেশের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত এবং মিলের পৃথক পৃথক ব্যবস্থাপনা রয়েছে। পরিকল্পনা এবং সম্পদ বরাদ্দ কেন্দ্রীয়ভাবে প্রধান কার্যালয় হতে হয়ে থাকে। সংস্থার অধীনে ২টি আঞ্চলিক দপ্তর রয়েছে এবং প্রতিটি আঞ্চলিক দপ্তরের অধীনে রয়েছে মিলগুলো। তবে সকল পাটকলের পাটজাত দ্রব্যের বিক্রয় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হয়ে থাকে। উপরে উল্লেখিত কার্যাদি সুষ্ঠু এবং কার্যকরভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে এমআইএস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রধান কার্যালয়ের এমআইএস এর মাধ্যমে ইনফরমেশন ফিড-ইন ও ফিড ব্যাক হয়ে থাকে এবং এ সংস্থার সংশ্লিষ্ট শাখা সমূহে প্রাপ্ত প্রতিবেদন সরবরাহ ও যোগাযোগ করে থাকে।

(খ) এমআইএস বিভাগ কর্তৃক ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের প্রত্যেক মাসে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে তথ্যমুলক দুটি প্রতিবেদন প্রেরন করা হয়েছে তার মধ্যে ১টি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য, আরেকটি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের জন্য । প্রতিবেদনে মাসিক ও ক্রমপুঞ্জির ভিত্তিতে বিজেএমসির মিল সমুহের পণ্য ওয়ারী চালু তাঁত সংখ্যা, উৎপাদন, রপ্তানীর পরিমাণ ও মূল্য, স্থানীয় বিক্রয় , পরিমান ও মূল্য, উৎপাদন ব্যয়, পাটজাত দ্রব্যের মওজুদ, কাঁচা পাটের ব্যবহার, কেজি প্রতি তাঁত ঘন্টা, লোকবলের বিবরন, দুর্নীতি, ট্রেনিং, সবচেয়ে লোকসানী ও খারাপ মিলের নাম, সমস্যা সহ অনেক তথ্যাদি থাকে। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক, এফ,এ,ও, আই,জে,এস,জি,বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সহ আন্তর্জাতিক সংস্থাকে এমআইএস বিভাগ এর মাধ্যমে তথ্যাদি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বাৎসরিক অর্থনৈতিক সমীক্ষাসহ অন্যান্য প্রতিবেদন তৈরী করা হয়। বিজেএমসির জন্য মাসিক প্রাথমিক প্রতিবেদন ও সম্পাদিত কার্য প্রতিবেদন, মাননীয় চেয়ারম্যান,পরিচালকবৃন্দ সহ উর্ধবতন কর্মকর্তাগনকে সরবরাহ করা হয়ে থাকে। বিজেএমসির রপ্তানী প্রতিমাসে/বৎসর ভিত্তিক/মিল ভিত্তিক/দেশ ভিত্তিক প্রতিবেদন ও তৈরী করা হয়। যার ভিত্তিতে প্রয়োজন মত মার্কেটিং বিভাগের তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

(গ) এছাড়া বিজেএমসির এমআইএস ডিভিশনের নিজস্ব কম্পিউটার শাখায় কম্পিউটার সংক্রান্ত ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ২৩টি মিলে সাপ্তাহিক শ্রমিক মজুরী এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন কম্পিউটারে করার জন্য সফটওয়্যার তৈরী করে দেয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাকী মিলগুলোতেও সাপ্তাহিক শ্রমিক মজুরী ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাসিক বেতন কম্পিউটারে তৈরীর সফটওয়্যার সরবরাহ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও পরবর্তীতে হিসাব বিভাগের সকল কাজসহ অন্যান্য বিভাগের কাজের উপযোগী সফটওয়্যার সরবরাহের মাধ্যমে বিজেএমসির প্রধান কার্যালয়সহ মিলগুলোকে কম্পিউটারাইজড করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

(ঘ) ওয়েব ও আইটিঃ বিজেএমসির নিজেস্ব ওয়েব সাইট আছে। ওয়েব সাইটের নাম www.bjmc.gov.bd সংবাদ, নোটিশ, টেন্ডার সহ সকল প্রকার তথ্যাদি নিয়মিত আপডেট করা হয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট হালনাগাদ ও সমৃদ্ধি করনের নিমিত্তে বিজেএমসির বিভিন্ন প্রকার তথ্যাদি যেমন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি,টেন্ডার, নোটিশ ইত্যাদি নিয়মিত প্রেরণ করা হয়।প্রধান কার্যালয়ের প্রতিটি কম্পিউটার অর্থাৎ সকল বিভাগের ৯০ টি কম্পিউটাই লেন এর আওতাধিন এবং ইন্টারনেট সংযুক্ত। করিম চেম্বারে অবস্থিত নিরীক্ষা বিভাগের সাথে প্রধান কার্যালয়ের লেন রেডিও লিংকের মাধ্যমে সংযুক্ত।

এছাড়া মিলগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করার লক্ষ্যে প্রাথামিক ভাবে লতিফ বাওয়ানী ও আমিন জুট মিলকে CC TV Serveillance Systems এর অওতায় আনা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সংস্থার অধীন সকল মিলকে CC TV Serveillance Systems এর অওতায় আনা হবে।

মান নিয়ন্ত্রণঃ

ক) উৎপাদিত সঠিক মানের পণ্য উৎপাদন নিশ্চত করার জন্য মান নিয়ন্ত্রন বিভাগ সার্বক্ষনিক ভাবে উৎপাদনের প্রতিটি স্থরে কঠোর মান নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ফলে ক্রেতাগণের নিকট হতে বড় ধরনের কোন দাবী/অভিযোগ উপস্থাপিত হয়নি।

খ) প্রি-শিপমেন্ট সার্ভের ক্ষেত্রে ক্রেতার আস্থা অর্জন সহ গত অর্থ বছরে প্রায় ৮,০৭,০০০/= টাকা সাশ্রায় হয়েছে।

গবেষণা :

ক) জুট ব্যাচিং অয়েলের পরিবর্তে ভেজিটেবল পাম অয়েল দ্বারা পাট জাত পণ্য প্রক্রিয়াজাত করে আইজেও ষ্টান্ডার্ড ৯৮/০১ অনুযায়ী সর্বোচ্চ গ্রহনযোগ্য মাত্রার মধ্যে রেখে উৎপাদিত মিল গুলো হতে সরবরাহকৃত নমুনা বিসিএসআইআর ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার জন্য সরবরাহ, ফলাফল ও সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট মিলে প্রেরণ করা হয়।

খ) ফুড গ্রেড জুট ব্যাগ ত্রুটিমুক্ত ভাবে উৎপাদনে গবেষনা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন ও তদারকি করা হয়।

গ) গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিজেআরআই,বিএসটিআই, জেডিপিসি, পাট অধিদপ্তরের গবেষনার ফলাফল বিভিন্ন মিলে বাসত্মবে রূপদানের চেষ্টা করা।

ঘ) গবেষণা বিভাগের তত্বাবধানে পূনরায় চালু করা হয়েছে বন্ধকৃত ডিডিএফ প্রকল্প যার তৈরী ডাইভারসিফাইড পাট পণ্য রপ্তানী হচ্ছে।

জনসংযোগঃ

সংস্থার অধীন মিলগুলোর উৎপাদিত পণ্য বিক্রয় বিষয়ক প্রচার জনসংযোগ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব। জনসংযোগ বিভাগ সকল প্রচার মাধ্যমের সংঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। আলোচ্য অর্থ বছরে বিজেএমসি কর্তৃক বিভিন্ন পত্রিকায় ১৬৪ টি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। এ ছাড়া সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ও সংসদীয় প্রশ্নোত্তর কমিটির তথ্যাদি/প্রতিবেদন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে থাকে।

প্রসিডিং:

প্রতিবেদনাধীন বছর, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে দূর্নীতি ও শৃংখলাজনিত মোট ৫৫ টি বিভাগীয় মামলা হয়েছে এবং প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট ৬৩ টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত নথি সমুহের কার্যক্রম চলমান প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এই সমস্ত বিভাগীয় মামলার বিষয়াদি বছর ভিত্তিক চুড়া ন্তভাবে নিস্পত্তি করা সম্ভব হয় না। যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে চুড়ান্তভাবে মামলাসমুহ নিষ্পত্তি হলে সংশ্লিষ্ট নথির কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

কর্মচারী সংযোগঃ

মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের আলোকে ১ম পর্যায়ে ৩০%, ২য় পর্যায়ে ৩০% ও তৃতীয় পর্যায়ে ৩০% বদলী শ্রমিকের স্থায়ীকরণ সম্পন্ন করা হয়েছে ও স্থায়ী শ্রমিকের শূন্য পদের বিপরীতে বিভিন্ন মিলের কিছু সংখ্যক চাকুরী চ্যুত শ্রমিককে চাকুরীতে পুনবহাল/পুন:নিয়োগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মিলসমূহে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

হিসাব ও অর্থ :

(ক) এ শাখার বাণিজ্যিক নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণঃ

অংক সমুহ কোটি টাকায়

ক্রমিক নং	দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা/বোর্ড এর নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তি		জের/মন্তব্য	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকা)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকা
১	২	৩(ক)	৩(খ)	৪	৫(ক)	৫(খ)	৬(ক)	৬(খ)
১	বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন	৬২৫১	৭৯০০.৯৮	৩২৪	২১২	৭৩.১৪	৬০৩৯	৭৮২৭.০৪

(খ) লোকসান এবং কাঁচাপাট ক্রয়ের জন্য সরকারী কোষাগার/সরকারী গ্যারান্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলো থেকে প্রদত্ত ঋণের বছরওয়ারী বিভাজন ।

বছর	মোট লোকসান (কোটি টাকায়)	সরকারী কোষাগার/সরকারী গ্যারান্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাংকগুলো থেকে কাঁচাপাট ক্রয়ের জন্য সরকারী অর্থায়ন (কোটি টাকায়)
২০০০-০১	৩৭৭.৩৪	১৫৫.০০
২০০১-০২	৪৫৫.৬৫	১০০.০০
২০০২-০৩	১৯৮.৫০	১৫০.০০
২০০৩-০৪	২১১.১৭	৬৫.০০
২০০৪-০৫	১৭৩.৮৭	৬০.০০
২০০৫-০৬	১৩৬.৩২	-
২০০৬-০৭	৩৮৫.৪৭	-
২০০৭-০৮	১৪৮.১২	১৫০.০০
২০০৮-০৯	২৯৬.৩৫	২২৫.০০
২০০৯-২০১০	২১৩.৭৯	২০০.০০
২০১০-২০১১	১৩.০২	২০০.০০
২০১১-২০১২	৯২.১১	২০০.০০
২০১২-২০১৩	৩১৮.৩৬	১০০.০০
২০১৩-২০১৪	৪৫২.২৩	-

উৎপাদনঃ

বিপণন বিভাগের সাথে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সমন্বয় করে বিজেএমসির নিয়ন্ত্রনাধীন পাটকলগুলোর উৎপাদনশীলতা বৃদ্বির লক্ষ্যে শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষন কর্মসূচি জোরদার করে তথা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়ার প্রয়োজনীয় গতিশীলতা আনয়ন করা হয়েছে। উৎপাদন বিভাগের কর্মকর্তাগন নিয়মিত সরেজমিনে মিল পরিদর্শন করে উৎপাদন, মাননিয়ন্ত্রণ, মান অনুযায়ী পাট ক্রয়ে সার্বিক জ্ঞান প্রদান করেছেন। ফলে অনুৎপাদনশীল খাতে খরচ পরিহার করে মিলগুলোর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে লক্ষমাত্রা (২.৬৪ লক্ষ মে: টন) অনুযায়ী উৎপাদনের হার ৬৩.২৬%

প্রশিক্ষণঃ

প্রশিক্ষন কর্মসূচির সংখ্যা	অংশগ্রহনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা
৬৮ টি	১৪৬৯ জন

বিপণন:

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিজেএমসি ৮৫১৩৩ মেঃ টন রপ্তানী করে প্রায় ৬২৮.৭৮ কোটি টাকা আয় করেছে এবং স্থানীয় ভাবে পাট পন্য বিক্রয় করে ৩৯০৫৫ মেঃ টন, যার মুল্য ৪১৩.০৫ কোটি টাকা। ।

রক্ষণাবেক্ষন :

(ক) সংস্থার অধীনস্থ মিলগুলোর মেশিনারী সচল ও দক্ষতা বৃদ্ধি কল্পে (রুটিন, স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী) মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম বাসস্তবায়নের অগ্রগতি সরেজমিনে অবলোকন করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ।

(খ) মিলের যন্ত্রাংশ সংগ্রহ পূর্বক মিল মেশিনারীর জটিল ধরনের ত্রুটি দুরীকরণার্থে ব্যয় বহুল যন্ত্রাংশ ক্রয়ের ব্যাপারে কারিগরী মতামত প্রদান, মিল ওয়ার্কশপে খুচরা যন্ত্রাংশ তৈরী কল্পে এবং সংশ্লিষ্ট পরিচালক, বিজেএমসি কর্তৃপক্ষ মন্ত্রণালয় এবং সরকারী অন্যান্য কার্যালয়কে চাহিদা মাফিক তথ্যাদি প্রদান করা হয়।

প্রশাসনঃ

১) মিলের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জনবলের সেটআপ সংশোধন পূর্বক যুগপোযোগী নতুন সেটআপ তৈরী করা হয়েছে
২) ১৩৮ জন কর্মকর্তা এবং ৩৫ জন কর্মচারী, মোট ১৭৩ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে ।
৩) ১৩৬ জন কর্মকর্তা এবং ১৬৯ জন কর্মচারী, মোট ৩০৫ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং শূন্য পদে আরও নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে ।
ক) বিজেএমসি ও মিলে ডিজিটাল নথি প্রদান বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
খ) কর্মকর্তা কর্মচারীদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি সম্বলিত ডিজিটাল ডাটাবেস তৈরীর কাজ চলমান আছে।

৩। **২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের বিজেএমসির অধীনস্থ মিল সমুহের সম্পাদিত সকল কর্মকান্ডের বিবরণ (লিখিত ও ছক আকারে):**

১) কাঁচা পাট ক্রয়ঃ

পাটকল মিলঘাটে ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত পাট ক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে বিজেএমসি প্রয়োজনীয় পাট ক্রয় করে।

পরিমাণঃ লক্ষ বেলঃ

বিবরন	২০১৩-২০১৪	২০১২-২০১৩
কাঁচা পাট ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা	১৩.৫৫	১২.৩৮
ক্রীত পাটের পরিমাণ	৮.৯২	১০.২২
ক্রীত পাটের প্রতি কুইন্টাল গড় দর (টাকা)	৩৫৪৯.৪২	৩৪৫৯.৪৬
ব্যবহৃত পাটের পরিমাণ	৯.৬৫	১১.০৯
ক্রয়কৃত পাটের মূল্য (কোটি টাকায়)	৫৬৯.৮৯	৬৩৬.৪৩
বৎসরান্তে মজুদ	১.০৩	২.৮৯
পাট ক্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা	১৮৩ টি	১৭৪ টি

২) তাঁতের বিবরণঃ

পণ্যের বিবরণ	স্থাপিত তাঁত	২০১৩-২০১৪		২০১২-২০১৩	
		সংশোধিত বাজেট তাঁত	চালু তাঁত	সংশোধিত বাজেট তাঁত	চালু তাঁত
হেসিয়ান	৬০৫১	৪৩৫৪	২৭১৩	৪৩০৪	৩১৯৭
স্যাকিং	৩৭৬৭	৩৮০১	৩৬৮৬	৩৮১১	৩৯৮২
সিবিসি	১১৩০	৩৪৪	৩৫৪	৭১০	৩৭২
অন্যান্য	১০১	৩৬	৩৬	৩১	৪৩
মোটঃ	১১০৪৯	৮৫৩৫	৩৭৮৯	৮৮৫৬	৭৫৯৪

৩) **বেল উৎপাদন(মেঃ টন)**

পণ্যের বিবরণ	২০১৩-২০১৪		২০১২-২০১৩	
	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত উৎপাদন	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত উৎপাদন
হেসিয়ান	৬০৮৫২	২৭৮২১	৬০৭৩৮	৩৪৬৬৬
স্যাকিং	১৬১৩৯৬	১১৮৭০০	১৫৯৩১৪	১৩২৬০২
সিবিসি	৯৮০৬	৫৬৯৯	২০৪৪৮	৬৭৯৭
অন্যান্য	৩১২১৮	১৩৬২৭	৯৪৭৫	১৪৭১১
মোটঃ	২৬৩২৭২	১৬৬৭৪৭	২৪৯৯৭৫	১৮৮৭৭৬

৪) **রপ্তানীর পরিমাণ ও মূল্য ঃ** (পরিমাণ: মেঃ টনঃ মূল্য: কোটি টাকায়)

পণ্যের বিবরণ	২০১৩-২০১৪		২০১২-২০১৩	
	পরিমাণ (মে: টন)	মূল্য কোটি টাকায় (সাবসিডি ব্যতীত)	পরিমান (মে: টন)	মূল্য কোটি টাকায়
হেসিয়ান	২৮৯১১	২৩৯.০০	৩০০৭	২৭৬.৬০
স্যাকিং	৩৩৪১৮	২৩৪.৩৫	১২৮৮৪৯	৯৫৮.৬০
সিবিসি	১০০৭৯	৮৯.৬৩	৭২৮৫	৬৮.৩১
অন্যান্য	১২৭২৫	৬৫.৮১	১০৮২৭	৫৯.৬৮
মোটঃ	৮৫১৩৩	৬২৮.৭৮	১৭৭০৩৭	১৩৬৩.১৯

৫) **স্থানীয় বিক্রয় পরিমাণ ও মূল্যঃ**

পণ্যে বিবরণ	২০১৩-২০১৪		২০১২-২০১৩	
	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকায়)
হেসিয়ান	৩৮৭৪	৪১.৫৮	২৭৬৯.৩৬	৩০.৩৭
স্যাকিং	২৯৭৩৭	২৮৯.৬৩	২১৩৫১.৭২	২০৮.৮৮
সিবিসি	২৪৯৮	২৪.০১	১৫৮৮.৩০	১৬.৫১
অন্যান্য	২৯৪৬	৫৭.৮৩	২১৬৫.৩১	৪৩.৪৬
মোটঃ	৩৯০৫৫	৪১৩.০৫	২৭৮৭৪.৭৭	২৯৯.২২

৬) **পাটজাত পণ্যের মজুদঃ**

পরিমাণ (মেঃ টন)

পণ্যের বিবরণ	পরিমান ৩০-০৬-২০১৪ তারিখে	পরিমাণ ৩০-০৬-২০১৩ তারিখে
হেসিয়ান	১৫৭১২	২০৮১৮
স্যাকিং	৭১৬০৫	১৬৮৯৯
সিবিসি	১৮৪৫	৭৩৪৫
অন্যান্য	১৬১৯	৩৭২৮
মোটঃ	৯০৭৮১	৪৮৭৯০

৭) **জনবলের বিবরণ (৩০-৬-২০১৪ তারিখে)**

বিবরণ	সেটআপ	কর্মরত (জুন'২০১৪)
কর্মকর্তা	২৩৭৬	১৪৫৯
কর্মচারী	৫২৭৯	৩৩৭৪
তালিকা ভূক্ত শ্রমিক স্থায়ী (বদলী/দৈনিক ভিত্তিক সহ)	৪৩৩৩৪	৬৭৩২০
মোট	৫০৯৮৯	৭২১৫৩

৪। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়িত ও চলমান প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত তথ্যাবলী (লিখিত ও ছক আকারে):

০১। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিজেএমসি'র বাস্তবায়িত কোন প্রকল্প নেই। তবে, ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল ধারনার আলোকে, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীনভাবে সংযুক্ত ও অননুমোদিত ০৩(তিন)টি প্রকল্প এবং নতুন করে গৃহীত আর একটি প্রকল্প রয়েছে এবং ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)তে অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে ০৪(চার)টি প্রকল্প প্রস্তাব পত্র সূত্র নং ২৪.০৪.০০০০.৭০২.০৯.০০০.১৪-২০২, তারিখ ১৬/০৪/১৪ এর মাধ্যমে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া আরো তিনটি প্রকল্পসহ মোট সাতটি প্রকল্পের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলঃ-

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
ক)	পরিবেশ বান্ধব পাট পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কর্নফুলী জুট মিলস লি: এর আধুনিকায়ন।	২৪৭০.৭১
খ)	পরিবেশ বান্ধব পাট পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ফোরাত-কর্নফুলী কার্পেট ফ্যাক্টরী আধুনিকায়ন।	১৬৮৬.৯৭
গ)	বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের আওতাধীন ০২টি মিলের (আমিন জুট মিলস লিঃ, চট্টগ্রাম এবং ইউ এম সি জুট মিলস লিঃ, নরসিংদী) আধুনিকায়ন ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাদি মেরামত।	১৯৪২৪.০৬
ঘ)	"BJMC BHABAN" 6 Basement + 49 Storied High Rise Steel Composite Commercial Building at Motijheel, Dhaka.	৭৯০১১.০০ Send to Ministry for approval.
ঙ)	বিজেএমসি বেবী ডে কেয়ার সেন্টার।	২৪.৩৫ লক্ষ টাকা নারী উন্নয়ন কমিটির ০৫/০৫/১৪ তারিখের অনুষ্ঠিত সভায় প্রকল্পটি দেয়া হয়েছে।
চ)	THE ESTABLISHMENT OF A BABY DAY CARE CENTRE IN LATIF BAWANY JUTE MILLS LTD, DEMRA, DHAKA.	**৪৮.৩৫** লক্ষ টাকা সেবামূলক উদ্ভাবনী কর্মে অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে এটুআই প্রকল্পের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গত ০৪/০৫/১৪ তারিখে অনলাইনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

ছ)	বিজেএমসি'র ১৯ টি মিলের "Balancing Modernization, Rehabilitation & Expansion of the Public Sector Jute Mills (Bangladesh Jute Mills Corporation)	**২৮০,০০০.০০** লক্ষ টাকা।

০২। "পরিবেশ বান্ধব পাটপণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কর্নফুলী জুট মিলস লি; এর আধুনিকায়ন" এবং "পরিবেশ বান্ধব পাটপণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ফোরাত-কর্নফুলী কার্পেট ফ্যাক্টরীর আধুনিকায়ন" শীর্ষক **প্রকল্প ০২টির উপর ০২/৯/১২ তারিখে Planning Commission এ PEC (Project Evaluation Committee) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।** সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাচিত তথ্যাদি সন্নিবেশ করে পত্র নং-০৪.২৪.০০০০.৭০৩.১২-৩৬৬ ও ৩৬৭ তারিখ ১০/১২/১২ এর মাধ্যমে পুন:গঠিত ডিপিপি পরবর্তী কার্যক্রমের নিমিত্ত বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। সর্বশেষ পত্র সূত্র নং-২৪.০৪.০০০০.৭০৩. ১০৮.২০১৪.৪৭৪, তারিখ ০৯/১২/১৩ এর মাধ্যমে প্রকল্প ০২টির পুনঃগঠিত ডিপিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরন করা হয়েছে।

০৩। "বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের আওতাধীন ০২টি মিলের (আমিন জুট মিলস লিঃ, চট্টগ্রাম এবং ইউ এম সি জুট মিলস লিঃ, নরসিংদী) আধুনিকায়ন ও গুরত্বপূর্ণ স্থাপনাদি মেরামত" শীর্ষক প্রকল্পটি পত্র সূত্র নং ২৪.০৪.০০০০.৭০৩.১০৮.২০১৪.৪৭৫, তারিখ ১০/০৬/২০১৪ এর মাধ্যমে পুনঃগঠিত ডিপিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৪। "বিজেএমসি'র ১৯ টি মিলের "Balancing, Modernization, Rehabilitation & Expansion of the Public Sector Jute Mills (Bangladesh Jute Mills Corporation)" শীর্ষক প্রকল্পটির পুনঃগঠিত পিডিপিপি পত্র সূত্র নং ২৪.০৪.০০০০.৭০৩.১০৮.২০১৪.৪৯১, তারিখ ০৩/০৭/২০১৪ এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

০৫। "BJMC BHABAN" 6 Basement + 49 Storied High Rise Steel Composite Commercial Building at Motijheel, Dhaka শীর্ষক প্রকল্পটির Advisory Consultants কর্তৃক Prefeasibility Study report প্রনীত হয়েছে এবং তার আলোকে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব ডিপিপি তৈরী করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয় হতে ২৪.০৪.০০০০.২০৭.১৪.২৪২.১৪, তারিখ ২৩/০৩/১৪ এর মাধ্যমে ডিপিপি ছাড়পত্র সংগ্রহের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র সূত্র নং ২৪.০৪.০০০০.৭০৪.০১২.১৪.৯১, তারিখ ২০/০৫/১৪ প্রেরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৪/০৭/১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিজেএমসির অধীনস্থ ২২টি মিলের BMRE কার্যক্রম গ্রহণের বিষয় নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পসমূহের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত কার্য বিবরণী নং ২৪.০৪.০০০০.১১৮.১৮.০২২.২০১৪-২৬১, তারিখ ২৪/০৭/২০১৪ এ উল্লেখ রয়েছে যা নিম্নরূপঃ-

১) প্রস্তাবিত BMRE প্রকল্প G to G ভিত্তিতে চীন সরকারের নমনীয় ঋনে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে প্রস্তাবিত BMRE প্রকল্পের PDPP পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরণ করা যেতে পারে। প্রকল্পের Survey ও Design সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য চীনা প্রতিষ্ঠান HumanLight Industry and Textile Design Institute এবং Wuhan Textile University এর সাথে MOU স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

২) প্রকল্পের মূল কাজের জন্য China Railway Construction Corporation (International) Limited ও China Texmatech Co. Ltd. এবং China Texmatech Co Ltd এর প্রস্তাব যেহেতু একই প্রস্তাব সেহেতু দুই কোম্পানীর সাথে যৌথভাবে অথবা আগ্রহী এই দুইটি কোম্পানীর যে কোন একটি কোম্পানীর সাথে এককভাবে MOU স্বাক্ষর করা যেতে পারে।

৩) বিজেএমসির অধীনস্থ সকল জুট মিল ও নন জুট মিল প্রস্তাবিত BMRE প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত করা যায় কিনা তার সম্ভাবতা যাচাই করে দেখা যেতে পারে। যদি সকল জুট মিল ও নন জুট মিল প্রস্তাবিত BMRE প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয় তবে তা করা যেতে পারে।

৪) ৪৯+ তলা বিশিষ্ট ভবন প্রকল্পের জন্য চীনা নমনীয় ঋণ পাওয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে একটি PDPP প্রস্তুত করে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে প্রেরন করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে চীনা কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান G to G ভিত্তিতে চীন সরকারের নমনীয় অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আগ্রহ প্রকাশ করলে উক্ত কোম্পানীর সাথে MOU স্বাক্ষর করা যেতে পারে অথবা ভবন নির্মান প্রকল্পটি প্রস্তাবিত BMRE প্রকল্পের একটি Component হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। তবে ভবন নির্মানের জন্য চীনা নমনীয় ঋণ পাওয়া না পাওয়া গেলে কেবলমাত্র সেক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে নির্মিত ভবনের Space sharing করার ভিত্তিতে Developer নিয়োগ করে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

৫। **২০১১-১২, ২০১২-১৩, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমুহঃ**

ক) **আর্থিক বিষয়কঃ** ২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে পাট পণ্য রপ্তানি করে ৩০২৩ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে।

খ) **মানব সম্পদ উন্নয়নঃ** বিজেএমসি ও নিয়ন্ত্রণাধীন মিলসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানোন্নয়নের নিমিত্ত খুলনা অঞ্চলের যশোর জুট মিলে ১টি ও চট্রগ্রাম অঞ্চলে গুল আহমদ জুট মিলে ১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বিজেএমসি'র প্রধান কার্যালয়ে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এছাড়া ক্রিসেন্ট জুট মিলে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি অস্থায়ী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ সমসত্ম প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট ২৬০৬ জনকে বুনিয়াদি কোর্স, কম্পিউটার, রিফ্রেশার্স কোর্স, নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ কোর্স, প্রোডাকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট কোর্সসহ অন্যান্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

গ) **বন্ধ কলকারখানা চালুকরণঃ** বন্ধ কলকারখানা চালুর আওতায় সরকারী তহবিল হতে ১০৫.২৯ কোটি টাকা অর্থায়নের মাধ্যমে বন্ধকৃত পিপলস এবং কওমী জুট মিল যথাক্রমে খালিশপুর এবং জাতীয় জুট মিল নামে চালু করা হয়েছে। এছাড়া ২৪-০১-১৩ তারিখে দৌলতপুর জুট মিলস, ২৬-০১-১৩ তারিখে কর্ণফুলী জুট মিলস এবং ফোরাত কর্ণফুলী কার্পেট ফ্যাক্টরী বিজেএমসি'র নিজস্ব তহবিল হতে ৭২.৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে চালু করা হয়েছে।

ঘ) **নতুন জনবল নিয়োগঃ** বিজেএমসি ও এর চালু মিলসমূহে ২০১১-১২, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট ১৪৫৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিগত সরকারের ঘরে ঘরে চাকুরী প্রদান ঘোষনার আলোকে চালুকৃত ও পুনঃচালুকরণ মিলে প্রায় ৩৫০০০ শ্রমিককে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তা মিলিয়ে ৭২,১৫৩ জনবল নিয়োজিত আছে।

ঙ) **নতুন বাজার সৃষ্টি ও হারানো বাজার** পুনরুদ্ধার বিজেএমসি'র মার্কেটিং টীম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং যোগাযোগের ভিত্তিতে নতুন বাজার সৃষ্টির প্রক্রিয়া জোরদার করেছে এবং তার পাশাপাশি হারানো বাজার পুনরুদ্ধার করা জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে হারিয়ে যাওয়া বাজার সিরিয়া ও সুদান পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, চীন ও দুবাই এ নতুন বাজার সৃষ্টি হয়েছে এবং মায়ানমার, ভিযেতনাম ও থাইল্যান্ড এ নতুন বাজার সৃষ্টি প্রক্রিয়া জোরদারকরণ অব্যাহত আছে।

চ) **পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামুলক ব্যবহার আইন-২০১০ এর বাস্তবায়নঃ** পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০ এর প্রচার প্রচারণামূলক কাজের অংশ হিসেবে পোষ্টার, ফ্লায়ার, টিভি স্ক্রল, মোবাইল এসএমএস, স্টীকার, টেলিভিশন বিজ্ঞাপন তৈরী ইত্যাদি কর্মসূচীর বাস্তবায়ন অব্যাহত আছে।

ছ) বিজেএমসি ও নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিটি মিলে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

জ) মিলসমূহের শ্রমিক মজুরী, বেতন, বোনাস, পিএফ ইত্যাদির হিসাব কম্পিউটারে তৈরী করা হচ্ছে। এছাড়াও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি সম্বলিত ডিজিট্যাল ড্যাটাবেস তৈরীর কাজ অব্যাহত আছে।

ঝ) সংশ্লিষ্ট সকল তথ্য সংযোজনপূর্বক বিজেএমসি'র ওয়েবসাইট আপগ্রেড (ডায়নামিক) করা হয়েছে। দৈনিক পত্রিকার পাশাপাশি বিজেএমসি'র ওয়েবসাইটে সংস্থার দরপত্র, নিয়োগ ও অন্যান্য বিজ্ঞপ্তিসমূহ নিয়মিত প্রচার করা হচ্ছে।

ঞ) নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়কে CC TV Surveillance System এর আওতায় আনা হয়েছে।

ট) মিলের সীমানা দেয়াল নির্মাণ, খেলোয়ারদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ, পাইপ লাইন ওড্রেন নির্মাণ এবং মিলসমূহের অন্যান্য প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

ঠ) জাতীয় জুট মিলে ফিনিসড গুডস গোডাউন ও আর আর জুট মিলে পাটগুদাম নির্মাণ করা হয়েছে।

ড) রাজশাহী জুট মিলের ২য় ইউনিটের ফ্যাক্টরী ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

বিজেএমসির নিয়ন্ত্রণাধীন মিল সমূহের নাম, ও ঠিকানা।

ক্রঃ নং	মিলের নাম	**অবস্থান / ঠিকানা**
	ঢাকা অঞ্চল	
১।	বাংলাদেশ জুট মিলস লি:	ঘোড়াশাল,পলাশ, নরসিংদী।
২।	করিম জুট মিলস লি:	ডেমরা,ঢাকা।
৩।	লতিফ বাওয়ানী জুট মিলস লি:	ডেমরা , ঢাকা।
৪।	ইউনাইটেড, মেঘনা,চাঁদপুর জুট মিলস।	নরসিংদী।
৫।	জাতীয় জুট মিলস লি:	রায়পুর, সিরাজগঞ্জ।
৬।	রাজশাহী জুট মিলস	শ্যামপুর, রাজশাহী।

	চট্টগ্রাম অঞ্চল	
৭।	আমিন জুট ওল্ড ফিল্ড	ষোল শহর, চট্রগ্রাম।
৮।	গুল আহাম্মেদ জুট মিলস লি:	কুমিরা,বারবকুন্ড,চট্রগ্রাম।
৯।	হাফিজ জুট মিলস লি:	বার আওলিয়া,চট্রগ্রাম।
১০।	বাগদাদ-ঢাকা কার্পেট	নর্থ কাট্রলী,চট্রগ্রাম।
১১।	কর্নফুলী জুট মিলস লি:	রাংগুনিয়া,চট্রগ্রাম।
১২।	ফোরাত কর্নফূলী জুট মিলস লি:	রাংগুনিয়া,চট্রগ্রাম
	খুলনা অঞ্চল	
১৩।	কার্পেটিং জুট মিলস লি:	**রাজঘাট, নোয়াপাড়া,যশোর।**
১৪।	যশোর জুট মিলস লি:	**রাজঘাট নোয়াপাড়া,যশোর।**
১৫।	আলিম জুট মিলস লি:	আত্রা শিল্প এলাকা,খুলনা।
১৬।	ইষ্টার্ন জুট মিলস লি:	আত্রা শিল্প এলাকা,খুলনা।
১৭।	ক্রিসেন্ট জুট মিলস লি:	টাউন খালিশপুর,খুলনা।
১৮।	পস্নাটিনাম জুট মিলস লি:	টাউন খালিশপুর,খুলনা।
১৯।	ষ্টার জুট মিলস লি:	চন্দনীমহল,টাউন খালিশপুর,খুলনা।
২০।	খালিশপুর জুট মিলস লি:	টাউন খালিশপুর,খুলনা।
২১।	দৌলতপুর জুট মিলস লি:	টাউন খালিশপুর,খুলনা।
	নন জুট মিলস	
১।	গালফ্রা হাবিব	বারবকুন্ড,চট্রগ্রাম।
২।	মিলস ফার্নিসিং	নাসিরাবাদ,চট্রগ্রাম।
৩।	জুটো ফাইবার গস্নস ইন্ডাস্ট্রি	তারাবো রম্নপগঞ্জ নারায়নগঞ্জন।
	চালু প্রক্রিয়াধীন	
১।	এম,এম,জুট মিলস লি:	বার আওলিয়া,চট্রগ্রাম।
২।	আর,আর,জুট মিলস লি:	বার আওলিয়া,চট্রগ্রাম।
	বন্ধ মিলস	
১।	মনোয়ার জুট মিলস লি:	সিদ্দিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

৩.৫ বাংলাদেশ জুট করপোরেশন (বিজেসি):

১৯৯৩ সনের ২৪/৯৩ আইন বলে সরকার বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশনকে বিলুপ্ত করে। বিলুপ্তপূর্ব বিজেসির অনুমোদিত জনবল, বিলুপ্তির প্রাক্কালে সংরক্ষিত জনবল, বর্তমান জনবল ও বর্তমান সাজসরঞ্জামাদির তালিকা(অর্গানোগ্রাম) নিম্নে প্রদান করা হলো:-

এনাম কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত বিলুপ্ত পূর্ব বিজেসির জনবল	বিজেসি বিলুপ্তির প্রাক্কালে সংরক্ষিত জনবল	বর্তমান জনবল	বর্তমান সরঞ্জামাদির তালিকা	মন্তব্য
১ম শ্রেনী -- ১০৯ জন ২য় শ্রেনী -- ২৪৮ জন ৩য় শ্রেনী -- ৯৯১ জন ৪র্থ শ্রেনী -- ১৭৮০ জন মোট= ৩১২৮ জন	১ম শ্রেনী -- ৪৩ জন ২য় শ্রেনী -- ৫৩ জন ৩য় শ্রেনী -- ৯২ জন ৪র্থ শ্রেনী -- ৫৬ জন মোট= ২৪৪ জন	১ম শ্রেনী -- ২ জন ২য় শ্রেনী -- ১ জন ৩য় শ্রেনী -- ২১ জন ৪র্থ শ্রেনী -- ১৩ জন মোট= ৩৭ জন	১। গাড়ী-৪টি (অকেজো-২টি) ২। রুম(এ/সি) - ২টি (অকেজো-১টি) ৩। ফ্যাক্স মেশিন - ১টি (অকেজো) ৪। ফটো মেশিন - ১টি ৫। টাইপ রাইটার মেশিন - ২টি (অকেজো) ৬। সাইক্লোষ্টাইল মেশিন -১টি (অকেজো) ৭। কম্পিউটার মেশিন --৫টি	

১৯৮৫ সালের ১লা জুলাই ৩০নং অধ্যাদেশ মূলে নিম্নলিখিত সংস্থা সমূহকে একীভূত করে সরকার বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশন গঠন করে :

১। বাংলাদেশ জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৫৭ সন) ;
২। জুট ট্রেডিং কর্পোরেশন (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬৭ সন) ;
৩। বাংলাদেশ জুট এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭২ সন) ;
৪। এ.পি.সি. ব্যালী বাংলাদেশ লি: (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭১ সন) ;
৫। স্পেশাল প্রপার্টি জুট সেল (প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬৫ সন)।

সরকার ১৯৯৩ সনে ২৪/৯৩ আইন বলে বিজেসি বিলুপ্ত করে এবং ২৪৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়ে বিলুপ্ত সেল গঠন করে। বিলুপ্ত কর্পোরেশনের সকল সম্পদ অধিকার/ক্ষমতা কর্তৃত্ব ও সুবিধাদি এবং স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ এবং অন্যান্য সকল দাবী ও অধিকার সরকারে ন্যাস্ত করে। বিজেসি বিলুপ্ত সেল- এ বর্তমানে ৩৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছে।

বিলুপ্ত বিজেসির কার্যাবলীর বিবরণ :

১। বিলুপ্ত বিজেসির প্রেস হাউজ, ক্রয় কেন্দ্র , গুদাম ও অন্যান্য অংগন ও সম্পত্তি বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত ঐগুলির ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা বিধান, রক্ষণাবেক্ষন বিজেসির মূল দায়িত্ব । সমগ্র বাংলাদেশে বিজেসির প্রায় ১০০০ কোটি টাকা মূল্যের ২৮২.৭৪ একর সম্পত্তি অবিক্রিত রয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৭৪ টি গ্রুপের ৯২ টি অংগনের সম্পত্তি বিক্রয় করা হয়েছে । বিক্রয়লব্দ অর্থের পরিমাণ ২০০.৮৪ কোটি টাকা যা সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে । অবশিষ্ট ১৫৩ টি অংগনের সম্পত্তি বিক্রয়ের প্রক্রিয়াধীন আছে । এ সকল অবিক্রিত সম্পত্তিতে মামলা মোকদ্দমা, আংশিক বেদখল ও রেকর্ডপত্রে গড়মিল থাকায় বিক্রয় প্রক্রিয়া ব্যহত হচ্ছে । মাননীয় হাইকোর্ট, মাননীয় সুপ্রীমকোর্ট ও দেশের বিভিন্ন আদালতে বিজেসির বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ২১৪টি এবং নিরীক্ষা আপত্তির সংখ্যা ৩৪৫ টি। এ সরকারের সময় নিরীক্ষা আপত্তির নিস্পত্তির সংখ্যা ৪৫০ টি।

২০১৩-২০১৪ সালের সম্পাদিত কাজের বিবরণ

১। সম্পত্তি সংক্রান্ত :

উল্লেখিত সময়ে ০৬ টি সম্পত্তির বিক্রয় দলিল সম্পাদন করা হয়েছে।

২। মোকদ্দমা সংক্রান্ত :

উল্লেখিত সময়ে ৪১ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে । নতুন মামলা রুজু হয় নাই। বর্তমানে ২১৪ টি মামলা আছে

৩। নিরীক্ষা আপত্তি সংক্রান্ত :

উল্লেখিত সময়ে ৩৮১ টি নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে । বর্তমানে নিরীক্ষা আপত্তির সংখ্যা ৩৪৫ টি ।

৪। অবসর গ্রহন ও চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ :

উল্লেখিত সময়ে ৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অবসর গ্রহন করেছেন, কেউ মারা যায়নি এবং ২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধ করা হয়েছে। অপর ১ জনের চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

৩.৬ পাট অধিদপ্তরঃ

পাট অধিদপ্তরের পরিচিতিঃ

পাট অধিদপ্তরের পরিচিতিঃ

পাটের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ এবং পাটের বৈদেশিক বাণিজ্য তদারকির জন্য তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ১৯৫৩ সালে প্রথমে জুট বোর্ড গঠিত হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে জুট বোর্ড বিলুপ্ত করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পাট বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। তারও পরে ১৯৭৬ সালে স্বতন্ত্র পাট মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয় এবং উহার অধীনে সংযুক্ত দপ্তর হিসেবে পাট পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। পরবর্তীতে কাঁচাপাট ও পাটজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের সুপারিশের আলোকে ১৯৭৮ সালে পাট ও পাটপণ্য পরিদর্শন পরিদপ্তর নামে অপর একটি পরিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। সর্বশেষ ১৯৯২ সালে পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনসহ সাবেক(১) পাট পরিদপ্তর এবং (২) পাট ও পাটপণ্য পরিদর্শন পরিদপ্তর একীভূত করে পাট অধিদপ্তর গঠিত হয়। পরিদপ্তর ২টি একীভূত করার সময়ে জনবলের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫৭৭ ও ২১৬ জন।

- পাট অধিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ৪৯৩ জন।
- বর্তমানে ১৭৬ জন কর্মরত আছে।
- সমন্বিত উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন শীর্ষক সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প হতে রাজস্বখাতে পাট অধিদপ্তরে স্থানান্তরিত জনবল ১২১।
- বর্তমানে ১২০ জন কর্মরত আছে।
- স্থানান্তরিত জনবলের মধ্যে পাট অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত ১ম শ্রেণীর সহকারী পরিচালকের ৮টি এবং ৩য় শ্রেণীর হিসাব সহকারী (উচ্চতর স্কেল) এর ১টিসহ মোট ৯টি পদ বিলুপ্ত করে সমস্কেল এবং সমমর্যাদা সম্পন্ন ৯টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। স্থানান্তরিত জনবল এখনও পাট অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত করা হয়নি

অধিদপ্তরের মূল দায়িত্বাবলীঃ

- ১৯৬২ সালের পাট অধ্যাদেশের বিধি/বিধান প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন,
- পাট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণকল্পে লাইসেন্স প্রদান,
- পাট ব্যবসায়ের অনিয়ম ও অসাধুতা রোধ,
- পাট ও পাটজাত দ্রব্যের মান নিয়ন্ত্রণ,
- পাট ও পাটপণ্য উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, রপ্তানি ও রপ্তানি আয়ের যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ, ও সমন্বিত প্রতিবেদন

প্রস্তুতকরণ,

- পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১০ এবং ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩ এর বিধি বিধান প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন;
- এছাড়া পাট অধিদপ্তর পাট চাষীদের কল্যাণার্থে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন শীর্ষক (২য় সংশোধিত) একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের অফিস বিন্যাসঃ

- ১৮টি সহকারী পরিচালকের কার্যালয় (৩টি পাটপণ্য পরীক্ষাগারসহ)
- ৪২টি মুখ্য পরিদর্শকের কার্যালয়
- ৭৯টি পরিদর্শকের কার্যালয়।

বাজেট বরাদ্দঃ

২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অধিদপ্তরের জন্য মোট বরাদ্দ (সংশোধিত) ১১,৪৫.৫৭ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ৯৬৯.৫২ লক্ষ টাকা। মোট ব্যয় ১০,৯৩.৩৪ এবং ব্যয়ের হার ৯৫%।

রাজস্ব আয়ঃ

(ক) ২০১২-১৩ অর্থ বছরে পাট ও পাটপণ্য ব্যবসায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর লাইসেন্স প্রদান এবং পাট ব্যবসায়ের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধকল্পে গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় আয় সর্বমোট ৫২৩.১৭ লক্ষ টাকা। উক্ত অর্থ বছরে ২০.৫৫ লক্ষ বেল কাঁচাপাট রপ্তানি হতে ৪১.১১ লক্ষ টাকা এবং ৬১৬২.৬২ কোটি টাকা মূল্যের পাটপণ্য রপ্তানি থেকে পরিদর্শন ফি বাবদ ৬১৬.২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। উক্ত বছরের রাজস্ব আয়ের পরিমাণ (৫২৩.১৭ লক্ষ+ ৪১.১১ লক্ষ + ৬১৬.২৬ লক্ষ+ অন্যান্য ২৫.১৭ লক্ষ) = ১২,০৫.৭১ লক্ষ টাকা।

(খ) ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে পাট ও পাটপণ্য ব্যবসায়ের বিভিন্ন শ্রেণীর লাইসেন্স প্রদান এবং পাট ব্যবসায়ের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধকল্পে গৃহীত কার্যক্রমের আওতায় আয় সর্বমোট ৪৯০.৫৭ লক্ষ টাকা। উক্ত অর্থ বছরে ৯.৮৪ লক্ষ বেল কাঁচাপাট রপ্তানি হতে ১৯.৬৮ লক্ষ টাকা এবং ৫২২৪.২১ কোটি টাকা মূল্যের পাটপণ্য রপ্তানি থেকে পরিদর্শন ফি বাবদ ৫২২.৪২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। উক্ত বছরের রাজস্ব আয়ের পরিমাণ (৪৯০.৫৭ লক্ষ + ১৯.৬৮ লক্ষ + ৫২২.৪২ লক্ষ + অন্যান্য ৬৫.০৩ লক্ষ) = ১০,৯৭.৭০ লক্ষ টাকা।

সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম:

(**ক) প্রশাসনিক কার্যক্রম** :

- ২য় শ্রেণী হতে ৫ জন কর্মকর্তাকে ১ম শ্রেণীর পদে পদোন্নতির বিষয়টি মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।
- ৩য় শ্রেণী হতে ২য় শ্রেণীতে ২১জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতির প্রদান করা হয়েছে।

(খ) পাটজাত দ্রব্যের মান পরিদর্শন কার্যক্রম:

- পাটজাত দ্রব্যের মান পরিদর্শনের জন্য মিল পরিদর্শন-৪০৩টি।
- পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রতিবেদনের সংখ্যা-৭৯৮টি।
- ফলাফল: স্বাভাবিক-৭৮১ এবং নিম্নমানের-১৭টি।

(গ) পাটজাত দ্রব্যের মান পরীক্ষণ কার্যক্রম :

- পাটজাত দ্রব্যের মান পরীক্ষণ ২,৭২১টি নমুনা।
- প্রতিবেদনের সংখ্যা ২,৭২১টি।
- ফলাফল : স্বাভাবিক-২,৭১২টি এবং নিমণমানের-০৯টি।

(ঘ) কম্পিউটার প্রশিক্ষণ :

বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংগীকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাট অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৬টি নতুন পদ সৃজনের মাধ্যমে একটি গঠিত হয়েছে। সৃজিত পদে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়াও উক্ত সময়ে পাট অধিদপ্তরের টিওএন্ডইতে ৩১টি কম্পিউটার সংযোজন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ২৯টি কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে। কম্পিউটার পরিচালনার জন্য ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৫জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

(ঙ) ইন-হাউজ-প্রশিক্ষণ :

পাট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ইন-হাউজ-প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। এ লক্ষ্যে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ০৯টি ইন-হাউজ-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৩০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

সম্পাদিত কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত তথ্য পরিসংখ্যান :

(ক) কাঁচা পাট:

- উৎপাদন : ৬৭.৮৫ লক্ষ বেল।
- রপ্তানী : ৯.৮৪ লক্ষ বেল।
- রপ্তানি আয় : ৭০৬.০৫ কোটি টাকা।
- মজুদ : ১৩.৫৪ লক্ষ বেল

(খ) পাটজাত দ্রব্য :

- উৎপাদন : ৯.৮৩ লক্ষ মে: টন।
- রপ্তানী : ৮.০৮ লক্ষ মে: টন।
- রপ্তানি আয় : ৫২২৪.২১ কোটি টাকা।
- মজুদ : ১.৬৯ লক্ষ মে: টন।

সমস্যাবলীঃ

(ক) অধিদপ্তরের অনুমোদিত ৪৯৩ জনবলের মধ্যে বর্তমানে ১৭৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছেন। ৩১৭ টি পদ শূণ্য রয়েছে। ফলে অধিদপ্তরের স্বাভাবিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। কর্মরত জনবল ও শূণ্য পদের বিবরণ **সংলগ্নী-ক** তে সন্নিবেশ করা হলো।

(খ) অধিদপ্তরের **টি ও এন্ড ই** অনুমোদিত হলেও আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন ফ্যাক্স ও ফটোকপিয়ার উহাতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। ফলে মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহের সাথে দৈনন্দিন চিঠি পত্র ও তথ্যাদি দ্রুততার সাথে আদান প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। উক্ত সমস্যা নিরসন কল্পে সম্প্রতি ১টি ফ্যাক্স ও ১টি ফটোকপিয়ার অনুমোদন চেয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

(গ) অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে ২য় শ্রেণীভূক্ত ৪২টি মুখ্য পরিদর্শকের পদ অনুমোদিত আছে। অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো অনুমোদনকালে মুখ্য পরির্শকের অফিসের জন্য এম,এল,এস,এস পদ রাখা হয়নি। ফলে জেলা পর্যায়ে স্থাপিত মুখ্য পরিদর্শক অফিসসমূহের কার্যক্রম পরিচালনায় ও নিরাপত্তা বিধানে বিঘ্ন ঘটছে।

(ঘ) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ের প্রায় সকল অফিস ভাড়া বাড়ীতে অবস্থিত। সরকারের নিজস্ব ভবনে অথবা সরকার নিয়ন্ত্রিত কোন সংস্থার সম্পত্তি/ভবনে অধিদপ্তরের অফিস সংস্থান করা গেলে কাজ কর্মের যেমন সুবিধা হবে অন্য দিকে বাড়ী ভাড়া খাতে সরকারের বিপুল পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় হবে।

''উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন(২য় সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্প

পাট অধিদপ্তর

সোনালী আঁশ পাট বাংলাদেশের ঐতিহ্য। এ দেশের জলবায়ু, পানি ও মাটি পাট চাষের জন্য অত্যন্ত সহায়ক ও উপযোগী। দেশের প্রায় ৪০ লাখ কৃষক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাট চাষের উপর নির্ভরশীল। মোট জনশক্তির এক পঞ্চমাংশ কোন না কোনভাবে পাট ও পাটপণ্য উৎপাদন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণের সাথে সম্পৃক্ত। জাতীয় অর্থনীতিতে পাট খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের রপ্তানী আয়ের উল্লেখযোগ্য অংশ এ খাত হতে অর্জিত হয়। দারিদ্র বিমোচনেও পাট খাতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বর্তমানে দেশে প্রায় ৫.২০ লাখ হেক্টর জমিতে পাটের চাষ হয় এবং এ থেকে উৎপাদিত পাটের পরিমাণ প্রায় ৬৮ লাখ বেল। পাট চাষে বছরে ৪,৫০০-৫,০০০ মেঃ টন পাটবীজের প্রয়োজন। তন্মধ্যে দেশে প্রায় ১,২০০-১,৫০০ মেঃটন পাটবীজ উৎপন্ন হয়। প্রতি বছর ২,০০০-২,৫০০ মেঃটন বীজ আমদানী হয়ে থাকে। আমদানীকৃত ও খোলা বাজার হতে প্রাপ্ত বীজ অনেকাংশেই নিমণমানের হওয়ায় কৃষকগণ আশানুরূপ ফলন পাচ্ছেন না। ফলে পাট শিল্প ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

পাট শিল্পের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যেই সময়োপযোগী ও বাস্তবমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে বিজেআরআই উদ্ভাবিত মানসম্পন্ন তোষা জাতের উচ্চ ফলনশীল পাট ও পাটবীজ উৎপাদনে কৃষকদেরকে উদ্বূদ্ধকরণ ও সহায়তা প্রদানের জন্য পাট অধিদপ্তর ''উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন(২য় সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের পরিচিতিঃ

শিরোনামঃ		''উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন(২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প।
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ		পাট অধিদপ্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়।
মেয়াদঃ		১ জুলাই, ২০১১ হতে ৩০ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ৫(পাঁচ) বছর ।
এলাকাঃ		দেশের ৪৪টি জেলার ২০০টি উপজেলা।
প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ		দেশের পাটবীজের চাহিদা পূরণের লক্ষে বিজেআরআই এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন উচ্চ ফলনশীল (উফশী) তোষা জাতের পাটবীজ চাষীদের মধ্যে দ্রুত প্রবর্তন এবং চাষী পর্যায়ে উফশী পাটবীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণের জন্য উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ ;

		উন্নত প্রযুক্তিতে চাষাবাদের মাধ্যমে নির্বাচিত ৫০,০০০ জন চাষীর ৭,৫০০-১০,০০০ একর জমিতে প্রতি বছর ১,৫০০-২,০০০ মে: টন উফশী পাটবীজ উৎপাদন ; আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে নির্বাচিত ২ লক্ষ জন চাষীর ২ লক্ষ একর জমিতে প্রতি বছর ৬০-৭০ লক্ষ মণ তোষা পাট উৎপাদন ; কৃষক কর্তৃক ব্যবহৃত নিম্নমানের পাটবীজের স্থলে উফশী পাটবীজ পর্যায়ক্রমে প্রতিস্থাপন; পাট আশের গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে পাট চাষীদের মধ্যে পাট পচনের উন্নত পদ্ধতি/প্রযুক্তি স্থানান্তর করা ; এবং একর প্রতি পাটের ফলন বৃদ্ধি করে উৎপাদন খরচ হ্রাস; উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন ও পাট পচনের আধুনিক কলাকৌশল সমপর্কে ৫ বছরে নির্বাচিত ১লক্ষ চাষীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।
প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ		আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে প্রতি বছর নির্বাচিত ৫০ হাজার জন চাষীর ৭.৫-১০ হাজার একর জমিতে ১৫০০-২০০০ মেঃ টন ও-৯৮৯৭/ও-৭২ তোষা জাতের উফশী পাটবীজ উৎপাদন ; প্রতি বছর নির্বাচিত ২ লক্ষ জন চাষীর ২ লক্ষ একর জমিতে ৬০-৭০ লক্ষ মণ মানসম্মত তোষা পাট উৎপাদন ; উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদন কলাকৌশল, উন্নত পদ্ধতিতে পাট পচন, পাটের শ্রেণীবিন্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে প্রতি বছর নির্বাচিত ২০ হাজার জন চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
প্রকল্পের প্রদত্ত সুবিধাদীঃ		উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদনের নিমিত্ত নির্বাচিত চাষীদের মধ্যে কৃষি উপকরণ (ভিত্তি ও প্রত্যায়িত পাটবীজ, সার ইত্যাদি) বিনামূল্যে সরবরাহ করা ; পাট ও পাটবীজ ফসলের রোগ ও পোকা-মাকড় দমনের জন্য চাষীদের ব্যবহারের নিমিত্ত হ্যান্ড-স্প্রেয়ার ও কীটনাশক সরবরাহ করা ; উন্নত প্রযুক্তিতে পাট পচনে উদ্বুদ্ধকরণে চাষীদের মধ্যে রিবনার ও সহায়ক দ্রব্যাদি সরবরাহ করা ; উফশী পাট ও পাটবীজ উৎপাদনে উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি ও রিবন রেটিং পদ্ধতিতে পাট পচনে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণে উৎপাদন সহায়ক গাইড বই বিতরণ, উপজেলা পর্যায়ে মাঠ দিবস ও চাষী সমাবেশ আয়োজন, প্রদর্শনী প্লটে সাইনবোর্ড ও বিল বোর্ড স্থাপন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা।

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে কর্মসুচির আর্থিক ও বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(ক) আর্থিক অগ্রগতিঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মূল বরাদ্দ : ১৭০১.০০ লক্ষ টাকা (মূলধন ১০০.০০ ও রাজস্ব ১৬০১.০০ লক্ষ)

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সংশোধিত বরাদ্দ : ২৯৯৩..০০ লক্ষ টাকা (মূলধন ১০০.০০ ও রাজস্ব ২৮৯৩.০০ লক্ষ)

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ছাড়কৃত অর্থ : ২৯৯৩.০০ লক্ষ টাকা

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ব্যয়কৃত অর্থ : ২৮৯০.৯৬ লক্ষ টাকা

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে আর্থিক অগ্রগতি : ৯৬.৫৯%

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে অব্যয়িত অর্থ : ১০২.০৪ লক্ষ টাকা

(খ) বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

সম্পাদিত কার্যক্রম	**২০১৩-২০১৪**	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
১। উফশী পাটবীজ উৎপাদনঃ		
ক) জেলার সংখ্যা	৪৪টি	৪৪টি
খ) উপজেলার সংখ্যা	২০০টি	১৯৮টি
গ) উপকারভোগী চাষীর সংখ্যা	৫০,০০০ জন	৪৯,৫০০ জন
ঘ) চাষকৃত জমির পরিমান	১০,০০০ একর	৬,১৪৮ একর(ফসলী জমি)
ঙ) ভিত্তি পাটবীজ বিতরণ	১৭.৫০ মে: টন	১৭.৫০ মে: টন
চ) রাসায়নিক সার বিতরণ	১৫২০ মেঃটন	৯০৫ মেঃটন
ছ) কীটনাশক বিতরণ	২০.০০ লক্ষ টাকা	বরাদ্ধ পাওয়া যায়নি
জ) উফশী পাটবীজ উৎপাদন	২,০০০ মেঃ টন	১,০৯৫ মেঃ টন

২। উফশী তোষা পাট উৎপাদনঃ		
ক) জেলার সংখ্যা	৪৪টি	৪৪টি
খ) উপজেলার সংখ্যা	২০০টি	২০০টি
গ) উপকারভোগী চাষীর সংখ্যা	২,০০,০০০ জন	বিএডিসির ০-৯৮৯৭ জাতের বীজে ২,০০,০০০ জন বিএডিসির ভারতীয় জেআরও-৫২৪ জাতের বীজে-৩৭,৫০০ জন (সম্ভাব্য) আমদানিকৃত ভারতীয় জেআরও-৫২৪ জাতের বীজে-২,৮০,০০০ জন(সম্ভাব্য)
ঘ) চাষকৃত জমির পরিমান	২,০০,০০০ একর	বিএডিসির ০-৯৮৯৭ জাতের বীজে প্রায় ১,৮১,৬০০ একর বিএডিসির ভারতীয় জেআরও-৫২৪ জাতের বীজে-৩৫,৫০০একর (সম্ভাব্য) আমদানিকৃত ভারতীয় জেআরও-৫২৪ জাতের বীজে-২,৭০,৫০০ একর(সম্ভাব্য)
ঙ) প্রত্যায়িত পাটবীজ বিতরণ	৪৬৫ মেঃ টন	১৪০৫.১০২ মেঃ টন (বিএডিসি হতে ৫৩৫.১০৪+ আমদানীকৃত ভারতীয় ৮৭০ মেঃ টন)
চ) রাসায়নিক সার বিতরণ	৫০০০ মেঃ টন	বরাদ্ধ পাওয়া যায়নি
ছ) কীটনাশক বিতরণ	১০০ লক্ষ টাকা	বরাদ্ধ পাওয়া যায়নি
জ) রিবনার ও সহায়ক দ্রব্যাদি বিতরণ	৫,০০০ সেট	১,৬৬৬ সেট
ঝ) উফশী পাটবীজ উৎপাদন	১৩ লক্ষ বেল	পাট উৎপাদন কার্যক্রম চলছে।
৩। নির্বাচিত চাষী প্রশিক্ষণ:	২০,০০০ জন	১৯,৯৫০ জন

<u>পাট অধিদপ্তরের অনুমোদিত ৬০৪ পদের বিপরীতে কর্মরত ও শূন্য পদের বিবরণ</u>।

শ্রেণী	পদের নাম	বেতন স্কেল (২০০৯)	মঞ্জুরীকৃত পদ	কর্মরত (৩০/৬/২০১৪ তারিখে)	শূণ্য পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১ম শ্রেণী	মহাপরিচালক	২৯,০০০-৩৫,৬০০/-	১	*১	-	*প্রেষণে কর্মরত (অতিঃ সচিব)
	পরিচালক	২৫,৭৫০-৩৩,৭৫০/-	২	*২	-	*প্রেষণে কর্মরত (১ যুগ্ম সচিব ১ উপ-সচিব)
	উপ-পরিচালক	১৮,৫০০-২৯,৭০০/-	৪	*২	২	*প্রেষণে কর্মরত (১ উপ-সচিব, ১ সিঃসহঃসচিব)
	সহকারী পরিচালক	১১,০০০-২০,৩৭০/-	২২	১৫	৭	
	এ্যাসিসট্যান্ট প্রোগ্রামার	১১,০০০-২০,৩৭০/-	১	-	১	
	পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা	১১,০০০-২০,৩৭০/-	৪৩	৪৩	১	
	মোট ১ম শ্রেণীঃ		**৭৩**	**৬৩**	**১০**	
২য় শ্রেণী	প্রশাসনিক অফিসার	৮,০০০-১৬,৫৪০/-	১	১	-	
	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৮,০০০-১৬,৫৪০/-	২	-	২	
	মুখ্য পরিদর্শক	৮,০০০-১৬,৫৪০/-	৪২	২৭	১৫	
	ডাটা এন্ট্রি সুপারভাইজার	৮,০০০-১৬,৫৪০/-	১	-	১	
	সমন্বয় কর্মকর্তা	৮,০০০-১৬,৫৪০/-	২	২	-	
	মনিটরিং এন্ড ইভ্যালোয়েশন অফিসার	৮,০০০-১৬,৫৪০/-	২	২	-	
	হিসাব রক্ষণ অফিসার	৮,০০০-১৬,৫৪০/-	১	১	-	
	মোট ২য় শ্রেণীঃ		**৫১**	**৩৩**	**১৮**	
৩য় শ্রেণী	পরিদর্শক(পণ্য)	৬,৪০০-১৪,২৫৫/-	১৩	৩	১০	
	পরিদর্শক(পাট)	৬,৪০০-১৪,২৫৫/-	৭৯	৩৭	৪২	
	পাট উনলয়ন সহকারী	৬,৪০০-১৪,২৫৫/-	৪৬	৪৬	-	
	সিনিয়র ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৬,৪০০-১৪,২৫৫/-	১	-	১	
	সহকারী পরিদর্শক	৫,৫০০-১২,০৯৫/-	১৯২	১৪	১৭৮	

	প্রধান সহকারী	৫,৫০০-১২,০৯৫/-	১	১	-	
	পরীক্ষণ সহকারী	৫,৫০০-১২,০৯৫/-	৫	২	৩	
	হিসাব রক্ষক	৫,৫০০-১২,০৯৫/-	৫	৩	২	
	সাঁট-লিপিকার	৫,৫০০-১২,০৯৫/-	২	১	১	
	কম্পিউটার অপারেটর	৫,৫০০-১২,০৯৫/-	১	-	১	
	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	৫,২০০-১১,২৩৫/-	২	১	১	
	উচ্চমান সহকারী	৫,২০০-১১,২৩৫/-	১১	৯	২	
	হিসাব সহকারী (উচ্চতর স্কেল)	৫,২০০-১১,২৩৫/-	৪	২	২	
	হিসাব সহকারী (নিম্নতর স্কেল)	৪,৭০০-৯,৭৪৫/-	১	-	১	
	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৪,৭০০-৯,৭৪৫/-	৩৭	৩০	৭	
	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৪,৭০০-৯,৭৪৫/-	২	-	২	
	গাড়ী চালক	৪,৯০০-১০,৪৫০/- ৪,৭০০-৯,৭৪৫/-	৫	৪	১	
	ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর	৪,৪০০-৮,৫৮০/-	১	১	-	
	মোট ৩য় শ্রেণীঃ		**৪০৮**	**১৫৪**	**২৫৪**	
৪র্থ শ্রেণী	এমএলএসএস	৪,১০০-৭,৭৪০/-	৫৫	২৭	২৮	
	নৈশ প্রহরী	৪,১০০-৭,৭৪০/-	১৫	১১	৪	
	ঝাড়ুদার	৪,১০০-৭,৭৪০/-	২	২	-	
	মোট ৪র্থ শ্রেণীঃ		**৭২**	**৪০**	**৩২**	
	সর্বমোট (১ম,২য়,৩য়,৪র্থ শ্রেণী):		**৬০৪**	**২৯০**	**৩১৪**	

৩.৭ বস্ত্র পরিদপ্তরঃ

১। <u>বস্ত্র পরিদপ্তরের অর্গানোগ্রাম ও পরিচিতিমূলক তথ্যাবলীঃ</u>

শিল্প মন্ত্রণালয়ভূক্ত শিল্প অধিদপ্তরের অধীন "Directorate of Textiles" কে আলাদা করে ০৮/০৮/১৯৭৭ তারিখে বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ১৯৯০ সালে অবলুপ্ত হলেও ১৯৯২ সালে বস্ত্র খাতের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য বস্ত্র পরিদপ্তর পুনর্গঠিত হয়। বস্ত্র পরিদপ্তর সৃষ্টির পর হতে বস্ত্র প্রযুক্তিবিদের ব্যাপক শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে বস্ত্র খাতে দক্ষ জনবল সৃষ্টিসহ বেসরকারী খাতে বস্ত্রশিল্প কারখানার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের কার্যাদি সম্পাদন করছিল। ফলে বাংলাদেশে টেক্সটাইল ও পোষাক শিল্পের উন্মেষ ও প্রসার ঘটে। কিন্তু ১৯৯৩ সালে পোষকের দায়িত্ব বিনিয়োগ বোর্ডে চলে গেলেও বর্তমানে একাজ বস্ত্র পরিদপ্তরে ফিরে এসেছে। আজ টেক্সটাইল ও পোষাক শিল্প এদেশের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত। দেশের জিডিপির ৭.৮১% এখাত থেকে আসে। রপ্তানী আয়ের ৭৯.৬১% বস্ত্র ও পোষাক শিল্প খাত হতে আসে। আর একমাত্র বস্ত্র পরিদপ্তরেই রয়েছে টেক্সটাইল প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ লোকবল। বস্ত্র পরিদপ্তর বর্তমানে বস্ত্র শিল্প খাতের পোষক কর্তৃপক্ষের (Sponsoring Authority) দায়িত্ব পালন, বস্ত্রখাতের মানব সম্পদ উন্নয়নে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও কলেজ পরিচালনা করা এবং বস্ত্র খাত উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প ও প্রশাসনের কাজ করে থাকে।

বস্ত্র পরিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে ৭টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (৫টি চালু, ২টি স্থাপিতব্য), ৭টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট (৩টি চালু ও ৪টি স্থাপিতব্য) এবং ৪০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট রয়েছে। টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহে ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটসমূহে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউটসমূহে ২ বছর মেয়াদি এসএসসি ভোকেশনাল টেক্সটাইল কোর্স বাস্তবায়িত হচ্ছে।

 এনাম কমিটির রিপোর্ট অনুসারে বস্ত্র দপ্তরের কার্যাবলী দুইটি ভাগে বিভক্তঃ

(১) বেসরকারী বস্ত্র শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালনঃ সরকারের বস্ত্র নীতির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে বস্ত্রে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বস্ত্র বিষয়ক কারিগরি বিষয়ে সার্বিক সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান এবং দেশে বস্ত্র এবং বস্ত্রজাত পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বেসরকারী পর্যায়ে ব্যাপক বস্ত্র শিল্প স্থাপনের বিষয়ে সকল নীতি নির্ধারণের কাজে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের জন্য পোষক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব পালন করা।

পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বস্ত্র দপ্তরের দায়িত্বঃ

- বস্ত্র শিল্প কারখানার নিবন্ধন প্রদান (স্থানীয় বিনিয়োগ, যৌথ বিনিয়োগ, ১০০% বৈদেশিক বিনিয়োগ)।
- কারখানার বিনিয়োগ বৃদ্ধি/ মেশিনারীজ সংযোজন ও সম্প্রসারণের বিদ্যমান রেজিষ্ট্রেশন এর সংশোধন প্রদান।
- টেক্সটাইল মেশিনারীজ হিসেবে আমদানীকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ সমূহ জরুরী বিবেচনায় ছাড়করণের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ প্রদান।
- বিদ্যমান বস্ত্র শিল্পের অফিস ও কারখানার ঠিকানা পরিবর্তনের অনুমোদন প্রদান।
- বিদ্যমান বস্ত্র কারখানার পরিচালক/মালিকানা পরিবর্তনের বিষয়ে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর অনুমোদন অনুযায়ী রের্কডভূক্তকরণ।
- বস্ত্র শিল্পের আমদানীকৃত বা আমদানীতব্য কাচাঁমালের বিষয়ে জটিলতা দেখা দিলে সে বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর মতামত প্রদান
- আমদানীকৃত কাচাঁমালের ব্যবহার সংক্রান্ত ইউ,পি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজন বোধে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ প্রদান।
- বস্ত্র শিল্প কারখানার প্রয়োজনীয় কাচাঁমাল আমদানীর জন্য শিল্প আইআরসি প্রদান এবং নিয়মিতকরণের জন্য প্রধান নিয়ন্ত্রক আমদানী ও রপ্তানী দপ্তর বরাবর সুপারিশকরণ।
- শিল্প প্লট বরাদ্দের বিষয়ে রাজউক বরাবর সুপারিশ প্রদান।
- ইনডেমনিটি বন্ড অবমুক্ত করণের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ প্রদান।
- যৌথ বিনিয়োগ/ ১০০% বিদেশী বিনিয়োগ/ সাপ্লাইয়ার কর্তৃক সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রেরিত টেক্সটাইল মেশিনারী/ টেক্সটাইল পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে আইপি (ইমপোর্ট পারমিট) প্রদানে আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে সুপারিশ করা।

(২) বস্ত্র প্রযুক্তি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানঃ

- বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে এক্সিকিউটিভ মানের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার তৈরী করা।
- ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে মধ্যম মানের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার তৈরী করা।
- ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজীর মাধ্যমে পাট শিল্পের জন্য দক্ষ জুট টেকনোলজিস্ট তৈরী করা।
- এসএসসি ভোকেশনাল (টেক্সটাইল) কোর্সের মাধ্যমে ফ্লোর লেভেলের দক্ষ জনবল তৈরী করা।

বস্ত্র পরিদপ্তর ও অধিনস্ত অফিসসমুহঃ

প্রধান কার্যালয়	১টি।
বিভাগীয় কার্যালয়	৪টি।
জেলা কার্যালয়	২টি।
টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৭টি (৫টি চালু ও ২টি স্থাপিতব্য)।
টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট	৭টি (৩টি চালু ও ৪টি স্থাপিতব্য)।
টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট	৪০টি

(ক) প্রধান কার্যালয়ঃ বস্ত্র পরিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, বিটিএমসি ভবন (৬ষ্ঠ তলা), ৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

Web Site t www.dot.gov.bd
E mail Address t textiledepartment01@gmail.com
Phone Number t +88 02 9138661
Fax Number t +88 02 9113545

(খ) বিভাগীয় কার্যালয়ঃ ০৪টি

(১) বিভাগীয় বস্ত্র পরিদপ্তর, ৩০ মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৫, ফোন : ০২-৮৬১০১১২।
(২) বিভাগীয় বস্ত্র পরিদপ্তর, সরকারী অফিস ভবন-১, আগ্রাবাদ, চট্রগ্রাম, ফোন : ০৩১-৭২৪৫৮৪।
(৩) বিভাগীয় বস্ত্র পরিদপ্তর, ২১ ইউসুফ রো, মির্জাপুর, খুলনা, ফোন : ০৪১-৭২১৯৪০।
(৪) বিভাগীয় বস্ত্র পরিদপ্তর, ৩১৫ কাজিহাটা, রাজশাহী, ফোন : ০৭২১-৭৭২৫১৮।

(গ) জেলা কার্যালয়ঃ ০২টি

(১) জেলা বস্ত্র পরিদপ্তর, দিলালপুর, পাবনা, ফোন : ০৭৩১-৬৬০৭৬।
(২) জেলা বস্ত্র পরিদপ্তর, আকুর-টাকুর পাড়া, টাংগাইল সদর, ফোন: ০৯২১-৬৩৬৮৪।

(ঘ) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজঃ ০৭টি

(১) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জোরারগঞ্জ, চট্রগ্রাম।
(২) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শালগাড়িয়া, পাবনা।

(৩) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
(৪) শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, সি এন্ড বি রোড, বরিশাল।
(৫) বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।
(৬) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঝিনাইদহ।
(৭) টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গোপালগঞ্জ। (প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত হচ্ছে।)

(ঙ) টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটঃ ০৭টি
(১) টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, টাঙ্গাইল।
(২) টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, দিনাজপুর।
(৩) টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, বরিশাল।
(৪) টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, রংপুর।
(৫) টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, নাটোর।
(৬) টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, চট্রগ্রাম।
(৭) টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, খুলনা।

(চ) টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটঃ ৪০টি

রাজস্ব খাতভুক্ত=২৮টি			
১	টি.ভি.আই, রাঙামাটি	১৫	টি,ভি,আই, খুলনা
২	টি.ভি.আই, নারায়নগঞ্জ	১৬	টি,ভি,আই, ঝালকাঠি
৩	টি.ভি.আই, কুমিলস্না	১৭	টি,ভি,আই, যশোর
৪	টি.ভি.আই, লক্ষীপুর	১৮	টি,ভি,আই, কুষ্টিয়া
৫	টি.ভি.আই, চট্টগ্রাম	১৯	টি,ভি,আই, বরগুনা
৬	টি,ভি,আই, বি-বাড়িয়া	২০	টি,ভি,আই, পটুয়াখালী
৭	টি,ভি,আই, গাজীপুর	২১	টি,ভি,আই, নাটোর
৮	টি,ভি,আই, ময়মনসিংহ	২২	টি,ভি,আই, রাজশাহী
৯	টি,ভি,আই, মাদারীপুর	২৩	টি,ভি,আই, পাবনা
১০	টি,ভি,আই, মুন্সিগঞ্জ	২৪	টি,ভি,আই, বগুড়া
১১	টি,ভি,আই, নরসিংদী	২৫	টি,ভি,আই, রংপুর
১২	টি,ভি,আই, জামালপুর	২৬	টি,ভি,আই, দিনাজপুর
১৩	টি,ভি,আই, পিরোজপুর	২৭	টি,ভি,আই, ঠাকুরগাঁও
১৪	টি,ভি,আই, বাগেরহাট	২৮	টি,ভি,আই, গোপালগঞ্জ
সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প			
২৯	টি,ভি,আই, বান্দরবান	৩০	টি,ভি,আই, খাগড়াছড়ি
গত ৩০-০৬-২০১৪ তারিখে সমাপ্ত			
৩১	টি,ভি,আই, মাণিকগঞ্জ	৩৬	টি,ভি,আই, কক্সবাজার
৩২	টি,ভি,আই, টাংগাইল	৩৭	টি,ভি,আই, সিরাজগঞ্জ
৩৩	টি,ভি,আই, কিশোরগঞ্জ	৩৮	টি,ভি,আই, গাইবান্ধা
৩৪	টি,ভি,আই, ফরিদপুর	৩৯	টি,ভি,আই, নওগাঁ
৩৫	টি,ভি,আই, নোয়াখালী	৪০	টি,ভি,আই, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

২) বস্ত্র পরিদপ্তরের শাখাসমূহের কার্যবলীর বিবরণঃ

বস্ত্র পরিদপ্তর প্রধান কার্যালয়ের শাখার সংখ্যা ০৬(ছয়)টি। নিম্নে বস্ত্র পরিদপ্তরের শাখাসমূহের কার্যবলীর বিবরণ পর্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ করা হলো।

প্রশাসন শাখাঃ

- রাজস্ব খাতভূক্ত কর্মচারীদের নিয়োগ ও স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত।
- রাজস্ব খাতের জনবল বদলী ও পদোন্নতি।
- অধীনস্থ কর্মকর্তাদের ছুটি মঞ্জুরীর প্রস্তাব ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও কর্মকর্তাদের যাবতীয় ছুটি মঞ্জুরী।
- সাধারন ভবিষ্য তহবিল ও এর অর্থ মঞ্জুরীর এবং কম্পিউটার, মোটর সাইকেল প্রভৃতি ঋণ মঞ্জুরী।
- কর্মকর্তা /কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন স্বাক্ষর প্রতিস্বাক্ষর।
- কর্মকর্তা /কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।
- কর্মকর্তা /কর্মচারীদের টাইম স্কেল/ সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুরি।
- কর্মকর্তা /কর্মচারীদের বার্ষিক বর্ধিত বেতন বৃদ্ধি ও দক্ষতাসীমা অতিক্রম মঞ্জুরী।
- প্রধান কার্যারয়ের যাবতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষন।

- ৪টি বিভাগীয় কার্যালয়, ২টি জেলা কার্যালয়, ৬টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ২৮টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজি, ২টি কর্মসূচী ও ২টি সমাপ্ত ঘোষিত প্রকল্পের মধ্য মেয়াদি বাজেট প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা এবং বাজেটের মঞ্জুরিপত্র অনুযায়ী বাজেট বিভাজন করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহে যথাসময়ে প্রেরণ করা।
- বাজেট প্রাক্কলন প্রস্তুত করা।
- বস্ত্র পরিদপ্তরের অধীনস্থ কার্যালয়, ও প্রতিষ্টান সমূহের অডিট সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করা।
- হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।
- বিল সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা।
- ক্যাশ বই সংরক্ষণ, চেক বিতরণ ও ব্যাংক হিসাব সংরক্ষণ করা।
- ষ্টেশনারী, ইলেকট্রিক ও অন্যান্য আনুপাতিক দ্রব্য ক্রয়।
- ক্রয়কৃত দ্রব্যাদি ষ্টক বই এ লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ।
- চাহিদা মোতাবেক দ্রব্যাদি সরবরাহ ও লিপিবদ্ধকরণ।

<u>পরিকল্পনা ও প্রকল্প শাখাঃ</u>

- দেশে বিদ্যমান ও স্থাপিতব্য মিল কারখানার জন্য নির্বাহী, মধ্যমান ও ফ্লোর লেভেলের কাজ করার জন্য বস্ত্র শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ প্রযুক্তিবিদ দক্ষ কারিগরি জনবল তৈরী করণ।
- বেসরকারী খাতে দেশে প্রতিষ্ঠিত/ প্রতিষ্ঠিতব্য বস্ত্র শিল্প কারখানার উৎপাদন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি,পণ্যের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি বিষয়ে কারিগরিসহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।
- বস্ত্র দপ্তরের উন্নয়ন ও নীতি বাস্তবায়নের কাজ করা।
- আই এম ইডি/০৫,০৩ ও মাসিক অগ্রগতির রিপোর্ট বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।
- বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত রেজিষ্টেশন প্রধান।
- রেজিষ্টেশন সংশোধন।
- এড হুক আই আর সি সুপারিশ করা।
- আই আর সি নিয়মিতকরণের সুপারিশ করা।
- এছাড়া মালিকানা ও ঠিকানা পরিবর্তন।
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।
- সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুত করা।
- ডিপিপি অনুমোদনের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করা।
- অনুমোদনের পর ডিপিপি অনুযায়ী অনুমোদিত প্রকল্পের সুষ্ঠ বাস্তবায়ন।
- উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের জনবলের সকল প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পন্ন করা।
- মাসিক এডিপি পর্যালোচনার সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।
- মাসিক ব্যয় বিবরণী প্রতিবেদন যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।

<u>জরিপ ও পরিসংখান শাখাঃ</u>

- জাতীয় সংসদের প্রশ্নোত্তর, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, স্থায়ী কমিটির অধীনস্থ সাব কমিটি,রাষ্ট্রপতি ভাষণ সংক্রান্ত কার্যবলী।
- বস্ত্র দপ্তরের অধীনস্থ সকল বস্ত্র শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহে জরিপ পরিচালনা করা।
- বস্ত্র দপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়,জেলা কার্যালয় ও বস্ত্র দপ্তর নিয়ন্ত্রনাধীন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট, টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনষ্টিটিউটসমূহ, থেকে প্রাপ্ত মাসিক ইম আই এস প্রতিবেদন সংরক্ষন ও কম্পাইইলেশনের মাধ্যমে ত্রৈমাসিক (এমআইএস) প্রতিবেদন তৈরী করা।
- বস্ত্র দপ্তরের মাসিক কার্যাবলী প্রতিবেদন,বার্ষিক কার্যবলী প্রতিবেদন (পুস্তিকা) সংক্রান্ত কার্যাবলী।
- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে মাসিক সমন্বয় সভা এবং চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য প্রতিবেদন সংক্রান্ত কার্যাবলী।

<u>রপ্তানী শাখাঃ</u>

- আমদানী করা মেশিনারীজ এবং অন্যান্য উপাদানের/পণ্যের শিপিং ডকুমেন্টগুলো পর্যালোচনা/পরীক্ষা করে ছাড়করণের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ পত্র জারি করা হয়।
- রপ্তানীমূখী তৈরী পোশাক কারখানার জন্য বন্ডেড ওয়্যার হাউস এর মাধ্যমে কাচাঁমাল আমদানীর জন্য প্রধান আমদানী ও রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে আই,আর,সি জারির সুপারিশ করা হয়।
- বস্ত্র পরিদপ্তরের পরিদর্শক কর্তৃক পরিদর্শন অনুযায়ী ও প্রয়োজনীয় সকল কাগজপত্র পর্যালোচনা করে সকল সরকারী বিধিবিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে নিবন্ধন পত্র সংশোধন করা।
- সকল সরকারী বিধিবিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে নতুন তৈরী পোশাক কারখানার নামে প্রস্তাবিত/বিদ্যমান নিবন্ধন প্রদান করা।

বাস্তবায়ন শাখাঃ

- আমদানী করা মেশিনারীজ ছাড়করণের জন্য কাস্টমস বরাবর সুপারিশ প্রদান।
- ইউ,পি সুপারিশ প্রদান কাস্টমস বরাবর।
- প্রধান নিয়ন্ত্রন আমদানী রপ্তানী দপ্তর বরাবরে আই, পি সুপারিশ প্রদান।
- নিবন্ধন পত্র সংশোধন (মালামাল পরিবর্তন, ঠিকানা পরিবর্তন, মেশিনারীজ এর সংখ্যা পরিবর্তন, নিয়মিত জনব, বিনিয়োগ পরিবর্তন ইত্যাদি)
- বস্ত্র শিল্পের সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে বস্ত্র নীতি, শিল্পনীতি আমদানী ও রপ্তানীসহ অন্যান্য বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কারিগরি মতামত প্রেরণ করণ।

এমআই শাখাঃ

- বস্ত্র পরিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত টেক্সটাইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের শিক্ষার কার্যক্রম তদারকীকরণ।
- প্রতিষ্ঠান সমূহ এলাকার চাহিদা অনুযায়ী স্থান নির্বাচন ও স্থানান্তকরণ।
- ডিপ্লোমা এবং বিএসসি কোর্সে ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।
- উভয় প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক কার্যাবলী সম্পাদনে সংশ্লিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তাকরণ।
- মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাকাশিবো এর সহিত একাডেমিক সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে যোগাযোগকরণ।

৩. ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বস্ত্র পরিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি/কার্যক্রম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনঃ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৮/১০/২০১৩ তারিখে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঝিনাইদহের ভিত্তিপ্রস্তাব স্থাপন করেছেন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৩/০৯/২০১৩ তারিখে টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, রামু, কক্সবাজার প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করেছেন।
- ০৫/১১/২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, নওগাঁ প্রতিষ্ঠানটি নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেছেন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৫/০১/২০১৪ তারিখে টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, গাইবান্ধা প্রতিষ্ঠানের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেছেন।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনঃ

- ২৪/০১/২০১৪ তারিখে মাননীয় বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও টিভিআই, গাইবান্ধা পরিদর্শন করেছেন ।
- গত ০২/০২/২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয় বস্ত্র পরিদপ্তর, বিটিএমসি ও বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন
- মাননীয় বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী গত ২২/০২/২০১৪ তারিখে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নোয়াখালী ও টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, নোয়াখালী প্রতিষ্ঠান দুইটি পরিদর্শন করেছেন।
- ওয়ানস্টপ সার্ভিসঃ বস্ত্র পরিদপ্তর প্রধান কার্যালয়ে পোষক কর্তৃপক্ষের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। বস্ত্র ও পোশাক শিল্প মালিক/কর্মকর্তাগণকে ওয়ানস্টপ সাভিসের মাধ্যমে যে সমস্ত সেবা প্রদান করা হচ্ছে তা নিম্নরূপ:
- বস্ত্র শিল্প কারখানার মালিক/উদ্যোক্তাদের কারিগরি ও অন্যান্য সমস্যার প্রেক্ষিতে পরামর্শ ও সমাধান দান।
- সেবা প্রত্যাশী বস্ত্র শিল্প কারখানার আবেদনসমূহ যাচাই বাছাই করা, সার্ভিস ডেলিভারীর সম্ভাব্য তারিখসহ কারখানা কর্তৃপক্ষকে প্রাপ্তি স্বীক্ষার পত্র দেয়া এবং সঠিক আবেদন নির্দিষ্ট সেকশনে প্রেরণ করা।
- কাজটি কত তারিখে সম্পন্ন করতে হবে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সতর্কীকরণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করত: চিঠি পত্র ডেলিভারী দেয়া।
- ‘‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস’’ এর অফিসার টেলিফোনে, সাক্ষাতে সর্ব প্রকার প্রয়োজনীয় তথ্য সংশ্লিষ্টদের সরবরাহ করছেন, জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন।
- সেবা গ্রহীতাদের পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বস্ত্র পরিদপ্তরে বস্ত্র শিল্প কারখানার অনুকূলে কি কি সেবা প্রদান করা হয় এবং বস্ত্র শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কোন কাজে কি কি কাগজ লাগে/ চেকলিষ্ট ইহার একটি ধারণা আগত সেবা গ্রহীতাদের দেয়া হয়।
- ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে এ পর্যমত্ম মোট ২৯০৮টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে, এবং ৪৩৯ টেক্সটাইল ৩৭৫টি ও গার্মেন্টস কারখানাকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

বস্ত্র শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষের প্রাপ্ত আবেদনপত্র ও নিষ্পত্তির সংখ্যা

ক্রঃ নং	বিষয়	চলতি মাস (জুন/১৪)		০১/০৩/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৪ পর্যমত্ম		শুরম্ন হতে ৩০/০৬/২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত	
		প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি
১	প্রস্তাবিত রেজিষ্ট্রেশন	০৬	০৩	২৭	১৭	১৩৩	১০২
২	রেজিষ্ট্রেশন	০১	০	৮	৯	৭৫	৫৫
৩	মেশিন ছাড়করনের সুপারিশ	১৭৩	১৭৩	৬৬৪	৬৫৮	২১০৩	২০২৬
৪	এডহক আই আর সি'র সুপারিশ	০৩	০২	১৬	২১	১৫৯	১২৯
৫	আই আর সি নিয়মিতকরনের সুপারিশ	০৩	০	১১	১৮	১৩৮	১০৫
৬	রেজিষ্ট্রেশন সংশোধন (বিভিন্ন কারণে, যেমন-মালিকানা পরিবর্তন, ঠিকানা পরিবর্তন, বিনিয়োগ পরিবর্তন, মেশিনারীজ সংখ্যা পরিবর্তন ইত্যাদি)	১৬	১২	৬৮	৫১	৩৭০	২৮৭
৭	অনাপত্তি পত্র	০২	০২	১০	১১	৯৪	৯৪
৮	ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউ পি) সুপারিশ	০২	০২	১৪	১৪	৫৭	৫৫
৯	ইমপোর্ট পারমিশন (আই পি)সুপারিশ	০	০	০	০	১৪	১২
১০	আই আর সি'র ঠিকানা পরিবর্তন'র সুপারিশ	০১	০১	০১	০১	২১	১৭
১১	ডেফার্ড পেমেন্ট	০১	০১	১৩	১০	১৫	১২
১২	কারখানার প্লট বরাদ্দ	০	০	১২	১০	১২	১০
১৩	ওয়ার্ক পারমিট/পিআই ভিসার জন্য অনাপত্তি পত্র	০	০	০৩	০৩	৩	৩
১৪	কম্পোজিট সার্টিফিকেট	০	০	০১	০১	১	১
মোট			১৯৬	৮৪৮	৮২৪	৩১৯৫	২৯০৮

- এ দপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ০১/৭/২০১৩ থেকে ৩০/৬/২০১৪ পর্যন্ত টেক্সটাইল বিষয়ক ৫১৯টি শিল্প কারখানা পরিদর্শন করেছেন, পোষকের কাজের শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ৫৪৪টি শিল্প কারখানা পরির্দশন করেন।
- পোষক কর্তৃপক্ষের কাজের শুরু হতে ৩০/৭/২০১৪ পর্যন্ত মোট ৪২,০৯,২৩০ টাকা বিনিয়োগ ফি আদায় ও জমা করা হয়েছে।
- গত ০৫/০৫/২০১৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদে পোষক কর্তৃপক্ষের নিম্নরূপ সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে এবং পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বস্ত্র পরিদপ্তরকে পুনরায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
- পরীক্ষার ফলাফলঃ এ পর্যন্ত বস্ত্র পরিদপ্তর নিয়ন্ত্রণাধীন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ থেকে মোট ২৩২ জন বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে, পাশ করেছে ১৮৪ জন। তবে বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ২০১৪ সালের বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফলাফল প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।
- ২০১৩ সালে ৭৯২ জন ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে, তার মধ্যে ৭১৯ জন পাশ করেছে।
- ২০১৪ সালে ২৭২৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৩৫৯ জন এসএসসি ভোকেশনাল টেক্সটাইল পাস করেছে।
- টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহের একাডেমিক প্রবিধি, কোর্স স্ট্রাকচার ও সিলেবাস আপগ্রেড করা হয়েছে।
- জনবল নিয়োগ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১০ জন কর্মকর্তা ও ১৪ জন কর্মচারীসহ মোট ২৪ জন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে এবং উন্নয়ন প্রকল্পে ৫ জন কর্মকর্তা ও ১২ জন কর্মচারীসহ মোট ১৭ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।
- পদোন্নতিঃ ১৫ জন কর্মচারীর পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- রাজস্ব বাজেটঃ বস্ত্র পরিদপ্তরের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ ২২ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা। জুলাই/১৩ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয় ২২ কোটি ২৭ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩৮২ টাকা। যা বরাদ্দের ৯৮.২৭%।
- অনুন্নয়ন কর্মসূচীঃ ১টি। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ ১১৯.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয় ১১৯.০০ লক্ষ টাকা, অগ্রগতি ১০০%।
- মানব সম্পদ উন্নয়নঃ দেশের অভ্যন্তরে বস্ত্র পরিদপ্তরের ২০জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এনএপিডি, আরপিএটিসি, অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বিদেশে ২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এ পরিদপ্তরের রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের ১২৬ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষককে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এ পরিদপ্তরে মোট ১১,১৪১টি চিঠিপত্র পাওয়া গেছে, ১০,১২৯টি নিষ্পত্তি হয়েছে; অগ্রগতির হার ৯০.৯২%।
- গত ০৬/০৬/২০১৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রামের অধীনস্থ সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড এওয়ার্ড পাওয়া গেছে।
- গত ০৩/০৭/২০১৪ তারিখে বস্ত্র পরিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়ের Challenges in Offering Services বিষয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- ২টি নতুন প্রকল্প অনুমোদনঃ গত ০৫/১১/২০১৩ তারিখে গোপালগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন প্রকল্প এবং গৌরনদী টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- উন্নয়ন প্রকল্পঃ বস্ত্র পরিদপ্তরের অধীনে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের ১০টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ১ টি কর্মসূচী চলমান ছিল।
- উন্নয়ন বাজেটঃ বস্ত্র পরিদপ্তরের অধীনে চলমান ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ ৯৬ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। জুলাই/১৩-জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয় ৯৫ কোটি ৭০ লক্ষ ৯ হাজার ৩১ টাকা। যা বরাদ্দের ৯৯.০৯%।
- জমি অধিগ্রহণঃ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৬ একর ১২ শতক জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
- নির্মাণ কাজঃ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৪৫,৬৫৫ বর্গমিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- আসবাবপত্র ও মেশিনারীজঃ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১৪৭৫টি আসবাবপত্র এবং ৩৩৫টি মেশিনারীজ ক্রয় করা হয়েছে।
- উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মশালাঃ ‘‘১০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন’’ প্রকল্পের আওতায় একটি কর্মশালা ১০/০৬/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- সমাপ্ত প্রকল্পঃ ৩টি প্রকল্প ও ১টি কর্মসূচী সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
- প্রস্তাবিতঃ ও এডিপিতে বরাদ্দহীন প্রকল্পসমূহঃ বস্ত্র পরিদপ্তর হতে ২০টি প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

৪. ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়িত ও চলমান প্রকল্পসমুহের বিস্তারিত তথ্যাবলীঃ

(ক) চলমান প্রকল্পসমূহঃ

ক্রঃ নং	**প্রকল্পের নাম**	**চলমান প্রকল্পসমূহের বর্তমান অবস্থা**
১।	১০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত	জুন/২০১৪ সালে প্রকল্প ০৩(তিন)টি সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
২।	‘‘বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ’’ জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত	
৩।	‘‘জোরারগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ’’ জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	চলমান প্রকল্পসমূহের বর্তমান অবস্থা
৪।	‘‘পাবনা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ’’ জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১৫	ছাত্রী হোস্টেল কাজ চলমান রয়েছে। প্রায় ৩৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
		ছাত্র হোস্টেল কাজ চলমান। নির্মাণ কাজ ডিসেম্বর/২০১৪ এর মধ্যে শেষ হবে। প্রায় ৯৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
		ওয়ার্কশপ কাম লাইব্রেরী কাজ চলমান। আগস্ট/২০১৪ এর মধ্যে শেষ হবে। প্রায় ৯৮% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
		ষ্টাফ ডরমেটরি কাম কোয়াটার কাজ চলমান। আগস্ট/২০১৪ এর মধ্যে শেষ হবে। প্রায় ৯৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
		মসজিদ সম্প্রসারণ কাজ সমাপ্ত। ফিনিশিং এর কাজ চলছে। প্রায় ৯৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
		অভ্যন্তরীণ রাস্তার কাজ চলমান। জুন/২০১৫ এর মধ্যে শেষ হবে। প্রায় ৫০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
৫।	‘‘ঝিনাইদহ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন’’ জুলাই/২০১১হতে জুন/২০১৫ পর্যন্ত	একাডেমিক বিল্ডিং এর ৬ষ্ঠ তলার ছাদ ঢালাই এর কাজ সম্পন্ন, ফিনিশিং এর কাজ চলমান প্রায় ৮৫% কাজ সমাপ্ত। বাউন্ডারী ওয়াল এর ৯৫% কাজ সম্পন্ন। বয়েজ হোস্টেলের ৫ম তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন, ফিনিশিং চলমান ৮৫% কাজ সম্পন্ন। এডমিন্সট্রেটিভ কাম একাডেমিক ভবনের প্রায় ৪০% কাজ সম্পন্ন, ৩য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। মাটি ভরাটের কাজ চলমান, ১৫% সম্পন্ন হয়েছে।
৬।	‘‘বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ’’ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৫	ছাত্রী হোস্টেলের মাটি ভরাটের কাজ সমাপ্ত। ফ্লোরে বালি ভরাট কাজ চলমান। গ্রেট ভিমের তলার কাজ সম্পন্ন। রিজারভার এবং সেফটি ট্যাংকের কাজ সমাপ্ত। ৮টি মেশিন এর মধ্যে ৬টি মেশিন এর কমিশনিং করা হয়েছে এবং ২টি মেশিনের কমিশিনিং বাকী রয়েছে।

৭।	''৪টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন'' নভেম্বর/২০১০হতে জুন/২০১৫ (সংশোধিত)	১। খুলনাঃ খুলনা টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপনের জন্য বটিয়াঘাটা উপজেলাধীন খোলাবাড়িয়া মৌজায় ৩.০০ (তিন) একর ভূমি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ১৩/২০১২-১৩ নং এল এ কেসে জমি গত ১২/০১/২০১৪ ইং তারিখে হস্তান্তর/গ্রহণ এর দখল বুঝে নেয়া হয়েছে। প্রকল্পের লে-আউটসহ যাবতীয় স্থাপত্য নকশা পাওয়া গিয়েছে। সয়েল টেস্ট ও ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে, সয়েল টেস্ট এর রির্পোট সন্তোষজনক না হওয়ায় পূনরায় করা হচ্ছে। খসড়া মাস্টার প্লান তৈরী হয়েছে, স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে Boundary wall এর ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে। Boundary wall এর টেন্ডার আহবান করা হয়েছে। নির্মাণ কাজ শুরু হয়নি। প্রকল্পের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২। নাটোরঃ নাটোর টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন প্রতিষ্ঠানটির সীমানা প্রাচীরের নির্মাণ কাজ ৮৭% সমাপ্ত হয়েছে। একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবনের প্রথমতলার ছাঁদ ঢালাইয়ের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, দ্বিতীয় তলার ছাদ ঢালাই এর প্রস্তুতি চলছে। ডরমেটরী ভবনের Foundation সমাপ্ত হয়েছে, গ্রেট বীমের ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। কাজের বাস্তব অগ্রগতি ২৫% ।
		৩। চট্টগ্রামঃ টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম প্রতিষ্ঠানটির স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য বিটিএমসি'র ১.২৪ একর এবং বিজেসি'র ১.৭৬ একর জমিসহ মোট ৩.০০ একর জমির দখল বস্ত্র পরিদপ্তর এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ ৪০% সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রশাসনিক কাম একাডেমিক কাম ওয়ার্কশপ ভবনের নির্মাণ কাজ ২৭% অগ্রগতি হয়েছে। ১ম তলার ছাদ ঢালাই হয়েছে। কাজের বাস্তব অগ্রগতি ২৫%। ৪। রংপুরঃ গত ২৮/০২/২০১৩ ইং তারিখে রংপুর টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপনের নিমিত্ত সীমানা প্রচীরের নির্মাণ ৯৫% সমাপ্ত হয়েছে। মহিলা হোস্টেল ও ডরমেটরী ভবন এর ২য় তলার ছাদ ঢালাই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ফিনিশিং এর কাজ চলমান। প্রায় ৬০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। Brick wall এর প্লাস্টার চলছে। একাডেমিক কাম ওয়াকসপ কাম প্রশাসনিক ভবনের গ্রেড বীমের ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ১৭% অগ্রগতি হয়েছে, বয়েজ হোস্টেলের Notification of Award দেয়া হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৩০% , আর্থিক অগ্রগতি ১৭৯.২৫ লক্ষ (৬.২৮%) ।
৮।	''বরিশাল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ'' জুলাই/২০১০হতে জুন/২০১৫	২.৮৬ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ১৪ শতাংশ অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। একাডেমিক ভবন ও ওয়ার্কশপ কাম লাইব্রেরী এবং অফিসার্স ডরমেটরী ও মসজিদ নকশা সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু ''এ'' ও ''বি'' টাইপ অফিসার্স কোয়ার্টার, স্টাফ কোয়ার্টার এর খসড়া নক্শা তৈরী হয়েছে শিঘ্রই দাখিল করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেণ। গেষ্ট হাউস, শহীদ মিনার, অডিটরিয়াম এর নকশা এখনও সরবরাহ করা হয় নাই। মেশিন টুলস ফ্যাক্টরীকে ১১.৯৮ কোটি টাকার মেশিন ক্রয়ের ওয়ার্ক ওডার দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে ১০০% মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে। মেশিন স্থাপনের কাজ চলমান, পোস্টল্যান্ডিং ইন্সপেকশন কমিটি পরিদর্শন করেছে।
৯।	''গোপালগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন'' জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৭	প্রকল্পটি নতুন অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত গত ২৯/০৬/২০১৪ তারিখে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ৩০/০৬/২০১৪ইং তারিখে সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে। জনবলের পদ সংরক্ষন ও জনবল নিয়োগের অনুমতি পাওয়া গিয়েছে এবং বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। শীঘ্রই নিয়োগ কমিটির সভা আহবান করা হবে। অর্থ প্রাপ্তি সাপেক্ষে যানবাহন ক্রয় করার জন্য মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশ প্রদান করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে অর্থের কোড অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছওে সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্প কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ১৬৬.০০ লক্ষ টাকা ছিল, ব্যয়ের পরিমাণ ১৬৬.০০ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ১০০%। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বরাদ্দ ৮০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১০।	''গৌরনদী টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন''প্রকল্প জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৬	প্রকল্পটি নতুন অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে ৮০.০০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ ছিল। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বরাদ্দ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রথম কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(খ) প্রস্তাবিত প্রকল্পসমুহঃ

ক্র: নং (অগ্রাধিকার ক্রমসহ)	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়ন কাল (প্রধান প্রধান অঙ্গসহ)	প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	বর্তমান অবস্থা
১ (অগ্রাঃ ক্রম ০১)	যশোর ও নেত্রকোনা জেলায় ''২টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন'' (জুলাই/১৩ হতে জুন/২০১৭) (জনবল, আসবাবপত্র, মেশিনারীজ অবকাঠামো নির্মাণ)	১২০০০.০০	৩০/০৯/২০১৩ তারিখে প্রকল্প মল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধামত্ম অনুযায়ী পূণর্গঠিত ডিপিপি বস্ত্র পরিদপ্তর হতে ২৫/১১/২০১৩ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে ৩০/১২/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

২ (অগ্রাঃ ক্রম-০১)	‘‘ভোলা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন’’ (জুলাই/১৩ হতে জুন/২০১৭) (জনবল, আসবাবপত্র, মেশিনারীজ, অবকাঠামো নির্মান)	৮৯৯৩.০০	বস্ত্র পরিদপ্তর হতে পূণর্গঠিত ডিপিপি ২৭/০৬/২০১৩ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটির অনুকূলে অর্থায়নের নিশ্চয়তার প্রদানের বিষয়ে ১০/০৯/২০১৩ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের স্মারক -২৯৭, তারিখ ০৯/০১/২০১৪ অনুযায়ী অর্থ মন্ত্রণালয়ের, অর্থ বিভাগ স্মারক নং- ০৭.১১৪.০২০.২৪.০০ .০০৯.২০১০(অংশ-২).১৪১,০৬/১০/২০১৩ মোতাবেক প্রকল্পটির অনুকূলে অর্থায়নের নিশ্চয়তা পাওয়া গিয়েছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে ১৮/২/২০১৪ ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন হতে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। বস্ত্র পরিদপ্তর হতে প্রকল্পটি পুনরায় প্রক্রিয়াকরণের জন্য পূণর্গঠিত ডিপিপি ২২/০৫/২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৭/০৭/২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান।
৩ (অগ্রাঃ ক্রম-০১)	‘‘লালমনিরহাট টেক্সটাইল ইনস্টিটি স্থাপন’’ (জুলাই/১৩ হতে জুন/২০১৬) (জনবল, আসবাবপত্র, মেশিনারীজ, অবকাঠামো নির্মান)	৯০৯২.৭৪	অর্থ বিভাগে ১২/০৯/২০১৩ তারিখে জনবল নির্ধারণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূণর্গঠিত ডিপিপি বস্ত্র পরিদপ্তর হতে ২৮/১০/২০১৩ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে ২৫/১১/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-২৪.০২.০০০০.২০৪.১৪.০৫৫.১২-২৯০,০৭/০১/২০১৪ অনুযায়ী জানা যায়,আর্থিক সংকলন না থাকায় ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। অর্থের নিশ্চয়তা বিষয়ে বস্ত্র পরিদপ্তর হতে ১৭/২/২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ২২/০২/২০১৪ তারিখের সভা অনুযায়ী প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পিডব্লিউডি রেট সিডিউল ২০১৪ অনুযায়ী ডিপিপি পূনর্গঠন করে প্রেরণের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে বস্ত্র পরিদপ্তরে পত্র দেওয়া হয়েছে। ডিপিপি পূনর্গঠন এর কাজ প্রক্রিয়াধীন।
৪ (অগ্রাঃ ক্রম-০২)	‘‘২৩টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন’’ (জুলাই/১৪ হতে জুন/২০১৮) (জনবল, আসবাবপত্র, মেশিনারীজ, অবকাঠামো নির্মাণ)	২১৬৩৪.০০	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত থাকায় ২৪/০৯/২০১৩ তারিখে বস্ত্র পরিদপ্তর হতে পূণর্গঠিত ডিপিপি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে ০৬/১১/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের স্মারক -২৫০, তারিখ ১৮/১২/২০১৩ অনুযায়ী জানা যায় যে, পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং- ২০.২১১.০৭ .০০.০০.২৪.২০১৩-২১, ০৪/১২/২০১৩ অনুযায়ী প্রকল্পটি আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব হচ্ছে না। অর্থের নিশ্চয়তা বিষয়ে বস্ত্র পরিদপ্তর হতে ১৭/২/২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ২২/০২/২০১৪ তারিখের সভা অনুযায়ী প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পিডব্লিউডি রেট সিডিউল ২০১৪ অনুযায়ী ডিপিপি পূনর্গঠন করে প্রেরণের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে বস্ত্র পরিদপ্তরে পত্র দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী পিডব্লিউডি রেট সিডিউল ২০১৪ অনুযায়ী ডিপিপি পূনর্গঠন করে বস্ত্র পরিদপ্তর হতে ২৩/০৬/২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। স্থান নির্বাচনের জন্য ৩০/০৬/২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় দুই ধাপে প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই অনুযায়ী ১৩টি ও ১১টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপির কাজ চলমান।
৫ (অগ্রাঃ ক্রম-০২)	‘‘শাহরাস্তি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন’’ (জুলাই/১৪ হতে জুন/২০১৮) (জনবল, আসবাবপত্র, মেশিনারীজ, অবকাঠামো নির্মাণ)	৭৪৭০.০০	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত থাকায় ২৮/১০/২০১৩ তারিখে বস্ত্র পরিদপ্তর হতে পূণর্গঠিত ডিপিপি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে ২৫/১১/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। অর্থের নিশ্চয়তা বিষয়ে বস্ত্র পরিদপ্তর হতে ১৭/২/২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট

			মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ২২/০২/২০১৪ তারিখের সভা অনুযায়ী প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।। পিডব্লিউডি রেট সিডিউল ২০১৪ অনুযায়ী ডিপিপি পূনর্গঠন করে প্রেরণের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে বস্ত্র পরিদপ্তরে পত্র দেওয়া হয়েছে। পূনর্গঠিত ডিপিপি গত ৩০/০৬/২০১৪ তারিখে বস্ত্র পরিদপ্তর হতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৬ (অগ্রাঃ ক্রম-০২)	''দিনাজপুর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটকে দিনাজপুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ'' (জুলাই/১৩ হতে জুন/২০১৬) (জনবল, আসবাবপত্র, মেশিনারীজ, অবকাঠামো নির্মাণ)	৬৯৭৪.১৮	পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৪/১১/২০১৩ তারিখের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুসারে পূণর্গঠিত ডিপিপি ১৭/১২/২০১৩ তারিখে বস্ত্র পরিদপ্তর হতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে ১৮/২/২০১৪ ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনে গত ০২/০৬/২০১৪ তারিখে প্রকল্পটির উপর পুণরায় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পূণর্গঠন এর কাজ প্রক্রিয়াধীন
৭ (অগ্রাঃ ক্রম-০৩)	''জামালপুর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন'' (জুলাই/১৩ হতে জুন/২০১৭) (জনবল, আসবাবপত্র, মেশিনারীজ, অবকাঠামো নির্মাণ)	৭৪৪০.০০	''বক্সীগঞ্জ টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটে উন্নীতকরণ'' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প নামে ২০১৩-২০১৪ সালের এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-বপাম/পরিঃ-১/বঃদঃ/২টিটেক্সঃ-৩১/ ২০০৭/৯৮১; তারিখঃ ২৮/০৪/২০১৩ অনুযায়ী উক্ত প্রকল্পের নাম ''জামালপুর টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্প নির্দেশনা থাকায় প্রকল্পটির উপর যাচাই বাছাই কমিটির সভা বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে অনুষ্টিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বস্ত্র পরিদপ্তর হতে পূণর্গঠিত ডিপিপি ০২/০১/২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প এলাকা সংশোধন করে পুনরায় বস্ত্র পরিদপ্তর হতে পূণর্গঠিত ডিপিপি ২০/০১/২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ১২/২/২০১৪ ইং তারিখে জনবল নির্ধারনের সভা অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বস্ত্র পরিদপ্তর হতে ১২/০৩/২০১৪ তারিখে পূণর্গঠিত ডিপিপি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৭/০৭/২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান।
৮ (অগ্রাঃ ক্রম-০৩)	''রাজৈর টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন'' (জুলাই/১৩ হতে জুন/২০১৭) (জনবল, আসবাবপত্র, মেশিনারীজ, অবকাঠামো নির্মাণ)	৭৪০০.০০	১৩/০৬/২০১৩ তারিখে প্রকল্প যাচাই বাছাই কমিটির সভা বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পূণর্গঠিত ডিপিপি বস্ত্র পরিদপ্তর হতে ২৮/১০/২০১৩ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ২৫/১১/২০১৩ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে জনবল নির্ধারণের জন্য প্রেরণ করা হয়। ১২/২/২০১৪ ইং তারিখে জনবল নির্ধারণের সভা অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। বস্ত্র পরিদপ্তর হতে ১৫/০৪/২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পিডব্লিউডি রেট সিডিউল ২০১৪ অনুযায়ী ডিপিপি পূনর্গঠন করে প্রেরণের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে বস্ত্র পরিদপ্তরে পত্র দেওয়া হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান।
৯	''গাইবান্ধা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন'' (জুলাই/১২ হতে জুন/২০১৬) (জনবল, আসবাবপত্র, মেশিনারীজ, অবকাঠামো নির্মাণ)	৭৪৪০.০০	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের চাহিত তথ্য অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি বস্ত্র দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত নেই। পিডব্লিউডি রেট সিডিউল ২০১৪ অনুযায়ী ডিপিপি পূনর্গঠন করে প্রেরণের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে বস্ত্র পরিদপ্তরে পত্র দেওয়া হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান।
১০	''বগুড়া টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন'' (জুলাই/১৩ হতে জুন/২০১৭) (জনবল, আসবাবপত্র, মেশিনারীজ, অবকাঠামো নির্মান)	৭৪৪০.০০	মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি বস্ত্র পরিদপ্তর হতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে গত ১৫/১০/২০১২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্ত নেই।
১১	ইনহ্যান্সমেন্ট দি কোয়ালিটি অব টেক্সটাইল এডুকেশন এন্ড ডিজিটালাইজেশন অব ডিওটি (জুলাই/১৩ হতে জুন/২০১৬)	৬১০৪.১৩	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং : ১৭১, তারিখঃ ০৩/১১/২০১৩ মোতাবেক অর্থনৈতিক সর্ম্পক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং ০৯.৩৩৩২.০২৪.০১.২৬.১৯২.২০০৯ (অংশ-১)/৩৬৪, তারিখঃ ১৩/১০/২০১৩ এর চাহিদা অনুযায়ী পিডিপিপি প্রস্তুত করে বস্ত্র

	(জনবল, আসবাবপত্র, মেশিনারীজ, অবকাঠামো নির্মাণ)		পরিদপ্তর হতে ১৮/১১/২০১৩ তারিখে স্মারক নংঃ বস্ত্র/ প্রবাসে/ পিডিপিপি/২১৩/২০১০/১০৮০ মোতাবেক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে স্মারক নং- ২৬৮, তারিখঃ ৩০/১২/২০১৩, মোতাবেক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের নীতিগত সম্মতির জন্য বস্ত্র পরিদপ্তর হতে ২১/০৪/২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে ১০/০৬/২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের নীতিগত সম্মতি পত্র ০৩/০৭/২০১৪ তারিখে ইআরডি'তে প্রেরণ করা হয়েছে। অর্থ সংস্থানের জন্য বস্ত্র পরিদপ্তর হতে গত ১০.০৭.২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে।
১২	''ট্রেনিং এন্ড ইনফ্রাসট্রাকচারাল ডেভেলপমেন্ট অব টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট ইন ২৯ ডিস্ট্রিকস'' (জুলাই/১৩ হতে জুন/২০১৭) (জনবল, আসবাবপত্র, মেশিনারীজ, অবকাঠামো নির্মাণ)	১৫৬৭০.০০	বৈদেশিক সহায়তায় সম্পন্ন করার জন্য ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গত ২৫/০২/২০১৪ তারিখে বস্ত্র পরিদপ্তর হতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৩	''মান্দা শহীদ কামরুজ্জামান টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন'' (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৭)	৬৩৩৩.৫০ (লক্ষ টাকা)	বস্ত্র পরিদপ্তর হতে ২৪/০২/২০১৪ তারিখে পূণর্গঠিত ডিপিপি বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পিডব্লিউডি রেট সিডিউল ২০১৪ অনুযায়ী ডিপিপি পূনর্গঠন করে প্রেরণের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে বস্ত্র পরিদপ্তরে পত্র দেওয়া হয়েছে। ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান।
১৪	''জামালপুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন'' (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৮)	১৬২৯৪.৫৮ (লক্ষ টাকা)	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে জামালপুর টেক্সটাইল ইঞ্জিনিযারিং কলেজ স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি বস্ত্র পরিদপ্তর হতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে ৩১/০৩/২০১৪ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। ০৬/০৮/২০১৪ তারিখে প্রকল্প যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
১৫	''লালমোহন টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন'' (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৮)	১০০০.০০ (লক্ষ টাকা)	ডিপিপি বস্ত্র দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১৬	'' পীরগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, রংপুর'' প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৮)	১৭১২৪.০০(লক্ষ টাকা)	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে পীরগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, রংপুর স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি বস্ত্র পরিদপ্তর হতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে ১৪/০৭/২০১৪ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। ০৬/০৮/২০১৪ তারিখে প্রকল্প যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
১৭	'' সিলেট টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ'' প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৮)	১৭১২৪.০০(লক্ষ টাকা)	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে সিলেট টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন প্রকল্পের ডিপিপি বস্ত্র পরিদপ্তর হতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে ১৪/০৭/২০১৪ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। ০৬/০৮/২০১৪ তারিখে প্রকল্প যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
১৮	'' ঠাকুরগাও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন'' (জুলাই/১৪ হতে জুন/২০১৮)	৭৭৪০.০০ (লক্ষ টাকা)	ডিপিপি বস্ত্র দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১৯	''বস্ত্র দপ্তরের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব ভবন স্থাপন'' প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৮)	২০০০০.০০ (লক্ষ টাকা)	ডিপিপি বস্ত্র দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২০	''টেক্সটাইল রিসার্চ ইন্সটিটিউট স্থাপন'' প্রকল্প (জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৮)	১০০০০.০০ (লক্ষ টাকা)	ডিপিপি বস্ত্র দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত কর্মসূচীসমূহঃ			
২১	'বস্ত্র পরিদপ্তরের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ, ওয়েব সাইট স্থাপন	বর্তমানে কর্মসূচীটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অণুবিভাগ-১ শাখায় অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।	

	এবং MIS শক্তিশালীকরণ'	
২২	'বস্ত্র পরিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ'	বস্ত্র পরিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়সহ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটসমূহ
২৩	'দেশীয় ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র শিল্পের উপর জরিপ ও জনবলের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ'	সারা বাংলাদেশে।
২৪	টাঙ্গাইল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটে জুট স্পিনিং শেড পুনরায় নির্মাণ	টাঙ্গাইল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট।

৫) ২০১১-১২, ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বস্ত্র দপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন সমূহঃ

২০১৩-১৪

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনঃ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৩১/০৭/ ২০১৩ তারিখে টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, রংপুর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৮/১০/২০১৩ তারিখে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ঝিনাইদহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৩/০৯/২০১৩ তারিখে টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, রামু, কক্সবাজার প্রতিষ্ঠানটি উদ্বোধন করেছেন।
- ০৫/১১/২০১৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, নওগাঁ প্রতিষ্ঠানটি নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেছেন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৫/০১/২০১৪ তারিখে টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, গাইবান্ধা প্রতিষ্ঠানের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেছেন।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিদর্শনঃ

- ২৪/০১/২০১৪ তারিখে মাননীয় বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও টিভিআই, গাইবান্ধা পরিদর্শন করেছেন
- গত ০২/০২/২০১৪ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয় বস্ত্র পরিদপ্তর, বিটিএমসি ও বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের কর্মকর্তাগণের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন
- মাননীয় বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী গত ২২/০২/২০১৪ তারিখে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নোয়াখালী ও টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, নোয়াখালী প্রতিষ্ঠান দুইটি পরিদর্শন করেছেন।
- ওয়ানস্টপ সার্ভিসঃ বস্ত্র পরিদপ্তর প্রধান কার্যালয়ে পোষক কর্তৃপক্ষের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য একটি ওয়ানস্টপ সার্ভিস চালু করা হয়েছে। বস্ত্র ও পোশাক শিল্প মালিক/কর্মকর্তাগণকে ওয়ানস্টপ সাভিসের মাধ্যমে যে সমস্ত সেবা প্রদান করা হচ্ছে তা নিম্নরুপঃ
  - বস্ত্র শিল্প কারখানার মালিক/উদ্যোক্তাদের কারিগরি ও অন্যান্য সমস্যার প্রেক্ষিতে পরামর্শ ও সমাধান দান।
  - সেবা প্রত্যাশী বস্ত্র শিল্প কারখানার আবেদনসমূহ যাচাই বাছাই করা, সার্ভিস ডেলিভারীর সম্ভাব্য তারিখসহ কারখানা কর্তৃপক্ষকে প্রাপ্তি স্বীকার পত্র দেয়া এবং সঠিক আবেদন নির্দিষ্ট শাখায় প্রেরণ করা।
  - কাজটি কত তারিখে সম্পন্ন করতে হবে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সতর্কীকরণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করত: চিঠি পত্র ডেলিভারী দেয়া।
  - সেবা গ্রহীতার স্বয়ংক্রিয় সন্তুষ্টির জরিপ ফরম পূরণ।
  - ভূল/প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করত: প্রতিবন্ধকতা দূর করণের চেষ্টা করা।
  - ''ওয়ান স্টপ সার্ভিস'' এর অফিসার টেলিফোনে, সাক্ষাতে সর্ব প্রকার প্রয়োজনীয় তথ্য সংশ্লিষ্টদের সরবরাহ করছেন, জিজ্ঞাসার জবাব দিচ্ছেন।
  - সেবা গ্রহীতাদের পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বস্ত্র পরিদপ্তরে বস্ত্র শিল্প কারখানার অনুকূলে কি কি সেবা প্রদান করা হয় এবং বস্ত্র শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কোন কাজে কি কি কাগজ লাগে/ চেকলিষ্ট ইহার একটি ধারণা আগত সেবা গ্রহীতাদের দেয়া হয়।
  - ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে এ পর্যন্ত মোট ২৯০৮টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে, এবং ৪৩৯ টেক্সটাইল ৩৭৫টি ও গার্মেন্টস কারখানাকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

বস্ত্র শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষের প্রাপ্ত আবেদনপত্র ও নিষ্পত্তির সংখ্যা

ক্রঃ নং	বিষয়	চলতি মাস (জুন/১৪)		০১/০৩/২০১৪ হতে ৩০/০৬/২০১৪ পর্যন্ত		শুরু হতে ৩০/০৬/২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত	
		প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি
১	প্রস্তাবিত রেজিষ্ট্রেশন	০৬	০৩	২৭	১৭	১৩৩	১০২
২	রেজিষ্ট্রেশন	০১	০	৮	৯	৭৫	৫৫

৩	মেশিন ছাড়করণের সুপারিশ	১৭৩	১৭৩	৬৬৪	৬৫৮	২১০৩	২০২৬
৪	এডহক আই আর সি'র সুপারিশ	০৩	০২	১৬	২১	১৫৯	১২৯
৫	আই আর সি নিয়মিতকরণের সুপারিশ	০৩	০	১১	১৮	১৩৮	১০৫
৬	রেজিষ্ট্রেশন সংশোধন (বিভিন্ন কারণে, যেমন-মালিকানা পরিবর্তন, ঠিকানা পরিবর্তন, বিনিয়োগ পরিবর্তন, মেশিনারীজ সংখ্যা পরিবর্তন ইত্যাদি)	১৬	১২	৬৮	৫১	৩৭০	২৮৭
৭	অনাপত্তি পত্র	০২	০২	১০	১১	৯৪	৯৪
৮	ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউ পি) সুপারিশ	০২	০২	১৪	১৪	৫৭	৫৫
৯	ইমপোর্ট পারমিশন (আই পি)সুপারিশ	০	০	০	০	১৪	১২
১০	আই আর সি'র ঠিকানা পরিবর্তন'র সুপারিশ	০১	০১	০১	০১	২১	১৭
১১	ডেফার্ড পেমেন্ট	০১	০১	১৩	১০	১৫	১২
১২	কারখানার প্লট বরাদ্দ	০	০	১২	১০	১২	১০
১৩	ওয়ার্ক পারমিট/পিআই ভিসার জন্য অনাপত্তি পত্র	০	০	০৩	০৩	৩	৩
১৪	কম্পোজিট সার্টিফিকেট	০	০	০১	০১	১	১
মোট		২০৮	১৯৬	৮৪৮	৮২৪	৩১৯৫	২৯০৮

- এ দপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ০১/৭/২০১৩ থেকে ৩০/৬/২০১৪ পর্যন্ত টেক্সটাইল বিষয়ক ৫১৯টি শিল্প কারখানা পরিদর্শন করেছেন, পোষকের কাজের শুরু থেকে এপর্যন্ত মোট ৫৪৪টি শিল্প কারখানা পরির্দশন করেন।
- পোষক কর্তৃপক্ষের কাজের শুরু হতে ৩০/৭/২০১৪ পর্যন্ত মোট ৪২,০৯,২৩০ টাকা বিনিয়োগ ফি আদায় ও জমা করা হয়েছে।
- গত ০৫/০৫/২০১৪ তারিখে মন্ত্রিপরিষদে পোষক কর্তৃপক্ষের নিম্নরুপ সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে এবং পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বস্ত্র পরিদপ্তরকে পুনরায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
- পরীক্ষার ফলাফলঃ এ পর্যন্ত বস্ত্র পরিদপ্তর নিয়ন্ত্রণাধীন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ থেকে মোট ৪৭৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪২৪ জন বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে। তবে বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ২০১৪ সালের বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফলাফল প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।
- এ পর্যন্ত ২৪৩৩ জন ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে, তার মধ্যে ২২৩৫ জন পাশ করেছে।
- এ পর্যন্ত ৯১৮৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮২০১ জন এসএসসি ভোকেশনাল টেক্সটাইল পাস করেছে।
- টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহের একাডেমিক প্রবিধি, কোর্স স্ট্রাকচার ও সিলেবাস আপগ্রেড করা হয়েছে।
- জনবল নিয়োগ : এ পরিদপ্তরে (রাজস্ব, উন্নয়ন, প্রকল্পসহ) মোট ১৯৯ জন জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- পদোন্নতিঃ ৩১ জন কর্মচারীর পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- এ পরিদপ্তরের ১৫০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে উন্নয়ন খাত হতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়েছে ।
- রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ ঃ বস্ত্র পরিদপ্তরের বরাদ্দ ৬২ কোটি ৬৯ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। এই পর্যন্ত ব্যয় ৫৭ কোটি ৮৩ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা।
- অনুন্নয়ন কর্মসূচীঃ ২টি। বরাদ্দ ১১৯.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয় ১১৯.০০ লক্ষ টাকা।
- মানব সম্পদ উন্নয়নঃ দেশের অভ্যন্তরে বস্ত্র দপ্তরের ২০জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে এনএপিডি, আরপিএটিসি, অর্থ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বিদেশে ২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা হয়েছে।
- এ পরিদপ্তরের রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের ৭৩৪ জন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষককে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- এ পরিদপ্তরে মোট ১১,২২৩টি চিঠিপত্র পাওয়া গেছে, ৯,৮২০টি নিষ্পত্তি হয়েছে।
- গত ০৬/০৬/২০১৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রামের অধীনস্থ সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড এওয়ার্ড পাওয়া গেছে।
- গত ০৩/০৭/২০১৪ তারিখে বস্ত্র পরিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়ের Challenges in Offering Services বিষয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ২টি নতুন প্রকল্প অনুমোদনঃ গত ০৫/১১/২০১৩ তারিখে গোপালগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন প্রকল্প এবং গৌরনদী টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
- উন্নয়ন বাজেটঃ বস্ত্র দপ্তরের অধীনে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের বরাদ্দ ২৬৭ কোটি ১৮ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। এই পর্যমত্ম ব্যয় ২৬০ কোটি ১৯ লক্ষ ৬৩ হাজার ৩১ টাকা।
- জমি অধিগ্রহণঃ এই পর্যন্ত ৪৮ একর ৬৬ শতক জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
- নির্মাণ কাজঃ এই পর্যন্ত ৮২,২০০ বর্গমিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মশালাঃ ''১০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন'' প্রকল্পের আওতায় একটি কর্মশালা ১০/০৬/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

- সমাপ্ত প্রকল্পঃ ৩টি প্রকল্প ও ১টি কর্মসূচী সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।
- প্রস্তাবিত ও এডিপিতে বরাদ্দহীন প্রকল্পসমূহঃ বস্ত্র পরিদপ্তর হতে ২০টি প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।

২০১২-১৩:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনঃ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ তারিখে পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন।

মাননীয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী কর্তৃক পরিদর্শনঃ

- সাবেক বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী মহোদয় টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, রংপুর পরিদর্শন করেন।
- পরীক্ষার ফলাফলঃ বস্ত্র পরিদপ্তর নিয়ন্ত্রণাধীন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ থেকে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২১৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২০৬ জন বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে।
- ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৮২৫ জন ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে, তার মধ্যে ৭৮১ জন পাশ করেছে।
- ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ২১৯৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৯৫৯ জন এসএসসি ভোকেশনাল টেক্সটাইল পাস করেছে।
- জমি অধিগ্রহণঃ ১২.৫৮ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
- নির্মাণ কাজঃ ১৭,৪০০ বর্গমিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- জনবল নিয়োগ : রাজস্ব এবং উন্নয়ন প্রকল্পসহ ৭৫ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।
- আসবাব পত্র ক্রয় : উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ২৪৯৪টি আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে।
- যন্ত্রপাতি ক্রয়ঃ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ২৪৯টি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।
- যানবাহন ক্রয়ঃ রাজস্ব খাত থেকে ১টি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১টি মোট ২টি যানবাহন ক্রয় করা হয়েছে।
- চলমান ০৮(আট)টি প্রকল্পের সংশোধিত বরাদ্দ ১০২.২৮ কোটি টাকা, মোট ব্যয় ১০১.৩৭৫৪ কোটি টাকা। অগ্রগতি ৯৯.১১%।
- অনুন্নয়ন কর্মসূচীঃ ২টি। বরাদ্দ ৩২৮.৪০ লক্ষ টাকা, ব্যয় ৩২২.৭৭ লক্ষ টাকা। অগ্রগতি ৯৮.২৮%।
- উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্ব খাতে ১৫০টি পদ স্থানান্তরিত হয়েছে এবং রাজস্ব খাতে ২৫৫টি পদ সৃষ্টি হয়েছে ।
- মানব সম্পদ উন্নয়নঃ
  - (ক) দেশের অভ্যন্তরে মানব সম্পদ উন্নয়নে দেশের ৮টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ৫২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
  - (খ) ০৫(পাঁচ)জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
  - (গ) ইন-হাউজ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে ৭টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ১৫১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বর্তমান সরকার বস্ত্র শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষের কাজ বস্ত্র দপ্তরে ন্যাস্ত করায় বস্ত্র পরিদপ্তর নিরলসভাবে এবং সুচারুনিম্নরুপে অর্পিত দায়িত্ব পালন করছে। এ পর্যন্ত নিম্নবর্ণিতভাবে প্রাপ্ত আবদেনসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

বস্ত্র শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষের ৩১-০৭-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত প্রাপ্ত আবেদনপত্র ও নিষ্পত্তির সংখ্যা

ক্রঃ নং	বিষয়	রপ্তানী শাখা		বাস্তবায়ন শাখা		পরিকল্পনা শাখা		বিভাগীয় বস্ত্র দপ্তর, চট্রগ্রাম		মোট	
		প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি	প্রাপ্তি	নিষ্পত্তি
১	প্রস্তাবিত রেজিষ্ট্রেশন	১৯	০২	-	-	৩১	৩১	০২	-	৫২	৩৩
২	রেজিষ্ট্রেশন	০৪	০২	-	-	০৫	০৩	-	-	০৯	০৫
৩	মেশিন ছাড়করনের সুপারিশ	৯৪	৭৬	১৩০	১২৯	-	-	২৬	২৩	২৫০	২২৮
৪	এডহক আই আর সি'র সুপারিশ	১০	০৮	-	-	৩০	১৭	০৭	০৪	৪৭	২৯
৫	আই আর সি নিয়মিতকরনের সুপারিশ	১৩	১০	-	-	১০	০৬	০২	০২	২৫	১৮
৬	রেজিষ্ট্রেশন সংশোধন (বিভিন্ন কারণে, যেমন-মালিকানা পরিবর্তন, ঠিকানা পরিবর্তন, বিনিয়োগ পরিবর্তন, মেশিনারীজ সংখ্যা পরিবর্তন ইত্যাদি	৪৪	৩৫	২১	১১	০২	০২	০২	০২	৬৯	৫০
৭	অনাপত্তি পত্র	১৭	১৭	০৭	০৭	১১	১১	০১	০১	৩৬	৩৬
৮	ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউ পি)	-	-	১১	১১	-	-	-	-	১১	১১
৯	ইমপোর্ট পারমিশন (আই পি)	-	-	০৪	০৪	-	-	-	-	০৪	০৪
১০	আই আর সি'র ঠিকানা পরিবর্তন	০২	০১	-	-	-	-			০২	০১

মোট =	২০৩	১৫১	১৭৩	১৬২	৮৯	৭০	৪০	৩২	৫০৫	৪১৫

<u>২০১১-১২:</u>

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনঃ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তারিখে শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বরিশালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
- পরীক্ষার ফলাফলঃ বস্ত্র পরিদপ্তর নিয়ন্ত্রণাধীন ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৮৯৬ জন ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে, তার মধ্যে ৮১৩ জন পাশ করেছে।
- ২০১১-১২ অর্থ বছরে ২৩০৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২১৩২ জন এসএসসি ভোকেশনাল টেক্সটাইল পাস করেছে।
- জমি অধিগ্রহণঃ ১৫.০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।
- নির্মাণ কাজঃ ১০,০০০ হাজার বর্গমিটার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- জনবল নিয়োগ : ২০১১-১২ অর্থ বছরে ২৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।
- আসবাব পত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় : উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৩২০টি আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।
- যানবাহন ক্রয়ঃ ২০১১-১২ অর্থ বছরে মোট ৪টি যানবাহন সংগ্রহ করা হয়েছে।
- রাজস্ব বাজেট বরাদ্দ: বস্ত্র পরিদপ্তরের বরাদ্দ ১৯ কোটি ২০ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা। ব্যয় ১৮ কোটি ৪২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। অগ্রগতি ৯৫.৯৩%
- চলমান ০৮(আট)টি প্রকল্পের সংশোধিত বরাদ্দ ৬৮ কোটি ২১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা, মোট ব্যয় ৬৩ কোটি ১১ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা। অগ্রগতি ৯২.৫৩%।
- অনুন্নয়ন কর্মসূচীঃ ২টি। বরাদ্দ ১০৫.৫৫ লক্ষ টাকা, ব্যয় ১০৪.৪৭ লক্ষ টাকা। অগ্রগতি ৯৮.৯৭%।
- মানব সম্পদ উন্নয়নঃ
  - (ক) দেশের অভ্যন্তরে মানব সম্পদ উন্নয়নে ১০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৯ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
  - (খ) ০৩(তিন)জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
  - (গ) ইন-হাউজ প্রশিক্ষনের মাধ্যমে বস্ত্র পরিদপ্তরে মোট ২০১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.৮ বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বারেগপ্রই):

বারেগপ্রই-এর অর্গানোগ্রাম ও পরিচিতিমূলক তথ্যাবলী, কার্যাবলী এবং প্রকল্পসমূহের বিবরণ
<u>সম্পর্কিত প্রতেবদেন (২০১৩-২০১৪)</u>।

১. অর্গানোগ্রাম ও পরিচিতিমূলক তথ্যাবলীঃ

- বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ৩ জানুয়ারী ১৯৬২ সালে রাজশাহী শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থার অধীনে পরিচালিত হতে থাকে। ইন্সটিটিউটটি রাজশাহী শহরে ২৭ নং ওয়ার্ডের বালিয়াপুকুর এলাকায় ৫২.৪০ একর জমির উপর অবস্থিত।
- ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড প্রতিষ্ঠার পর ইন্সটিটিউটটি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা হতে বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের নিয়ন্ত্রনাধীনে চলে আসে।
- ২০০৩ সালের ২৫নং আইনবলে বাংলাদেশ রেশম বোর্ডের আওতা বর্হিভূত করে বারেগপ্রই-কে একটি সংবিধিবদ্ধ স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ২০১৩ সালের ১৩নং আইনবলে গঠিত বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের একটি টেকনিক্যাল অংগ হিসেবে কাজ করছে।
- বারেগপ্রই-এ ৫টি গবেষণা শাখা (তুঁতচাষ, সেরি-রসায়ন, রেশমকীট, সেরি-রোগতত্ত্ব ও রেশম প্রযুক্তি) এবং একটি প্রশিক্ষণ শাখা রয়েছে।
- এছাড়া বারেগপ্রই-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে চন্দ্রঘোনায় (রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা) একটি আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (জমির পরিমান ৬০ একর) এবং সাকোয়ায় (পঞ্চগড় জেলা) একটি জার্মপ্লাজম মেইনটেন্যান্স সেন্টার (জমির পরিমান ৬.১৮ একর) রয়েছে।
- ইন্সটিটিউটের বিদ্যমান রাজস্ব সেট-আপে ১২৭টি পদের সংস্থান রয়েছে। তন্মধ্যে গবেষক ও প্রশিক্ষক পদের সংখ্যা ৪৩টি।
- বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ রিসার্চ কাউন্সিল আইন ২০১২ মোতাবেক কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় National Agricultural Research System (NARS) এর সদস্যভূক্ত হয়েছে।

২. উদ্দেশ্যঃ

- দেশের আবহাওয়া উপযোগী রেশমচাষের টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর।
- রেশমচাষে নিয়োজিত সরকারী/বেসরকারী ও ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
- প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করে দেশে দারিদ্র হ্রাসকরণসহ রেশম শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান।

৩. বারেগপ্রই এর কার্যাবলীর বিবরণঃ

৩.১. বারেগপ্রই, রাজশাহী :

- জার্মপ্লাজম ব্যাংকে তুঁত ও রেশম কীটের জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
- আবহাওয়া উপযোগী উচ্চফলনশীল তুঁতজাত ও রেশম কীটের জাত উদ্ভাবন।
- মাটির ভৌত-রাসায়নিক গুনাগুন বিশ্লেষণ ও তুঁতপাতার পুষ্টিমান নির্ণয়।
- তুঁতপাতার মান উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত তুঁতচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- রেশম গুটির মান উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত পলুপালন প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- তুঁতগাছ ও রেশম কীটের রোগ বালাই ও কীট শত্রু দমন।
- রেশম উপজাতের বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কিত প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- রেশম সূতার মান উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- রেশম শিল্পে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘ ও স্বল্প মেয়াদী কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর।

৩.২ আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটিঃ

পাহাড়ী এলাকা উপযোগী তুঁত ও রেশমকীটের জাত এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর।

- তুঁতচাষ, পলুপালন ও রিলিং বিষয়ে পার্বত্য এলাকার জন্য দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি।
- জার্মপ্লাজম সংরক্ষণে বারেগপ্রই-এর বিকল্প হিসেবে কাজকরণ।

৩.৩ জার্মপ্লাজম রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র (জিএমসি), সাকোয়া, পঞ্চগড়:

- তুঁত ও রেশম কীটের দ্বিচক্রী জাত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রতিপালন।
- দ্বি-চক্রী জাতের পলুপালন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর।
- জার্মপ্লাজম সংরক্ষণে বারেগপ্রই-এর বিকল্প হিসেবে কাজকরণ।

৪. শাখা ভিত্তিক গবেষণা কর্মকান্ডের অগ্রগতির বিবরণঃ

৪.১. তুঁতচাষ শাখাঃ

- জার্মপ্লাজম ব্যাংকে মোট ৬৪টি তুঁতজাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আরও দু'টি জাত জার্মপ্লাজম ব্যাংকে যুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। জার্মপ্লাজম ব্যাংকের উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- ৯টি উচ্চফলনশীল তুঁতজাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ সকল জাতের তুঁতপাতা উৎপাদনের পরিমান ৩০-৪০মেঃ টঃ/ হেক্টর/বছর যা পূর্বে ১২-১৮মেঃ টঃ/হেক্টর/বছর ছিল।
- ২টি শঙ্কর জাত উদ্ভাবন করে ট্রায়াল ও মাল্টিপ্লিকেশনের পর্যায়ে রয়েছে।
- তুঁতচাষ প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- পুষ্টিমান সমৃদ্ধ অধিক পাতা উৎপাদনের লক্ষ্যে জৈব ও রাসায়নিক সারের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- তুঁতচাষের সাথে সাথী ফসল চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। রাজশাহী, নাটোর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও পঞ্চগড়সহ এই ৫টি জেলায় ০৮জন চাষীর মাধ্যমে ফিল্ড ট্রায়ালের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ও বিস্তারের জন্য ফিল্ড ডেমোনেশট্রেশন ও মাঠ দিবসের কাজ করা হয়েছে। ফলে রেশম চাষের সাথে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।
- খরা ও জলবদ্ধতা সহনশীল তুঁতজাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

তুঁতগাছের ছত্রাক, কৃমি রোগ ও কীটশত্রু প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৪.২. রেশমকীট শাখাঃ

- জার্মপ্লাজম ব্যাংকে মোট ৮৫টি রেশম কীটের জাত সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী মোট ২৮টি উচ্চ ফলনশীল রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে এর মধ্যে ২৫টি জাত মাঠ পর্যায়ে ছাড়া হয়েছে।
- উন্নত জাত ও কলাকৌশলের সমন্বয়ে প্রতি ১০০ রোগমুক্ত ডিমে রেশম গুটির উৎপাদন ২০-২৫ কেজির স্থলে বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে গড়ে ৬০-৭০ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।
- গুনগতমানের রেশমকীটের ডিম উৎপাদনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- উন্নতমানের গুটি উৎপাদনের লক্ষ্যে স্বল্প মূল্যের চন্দ্রকী উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- উচ্চ ফলনশীল বহুচক্রী ও দ্বি-চক্রী রেশমকীট জাত উদ্ভাবন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- জ্যৈষ্ঠা ও ভাদুরী বন্দে আবহাওয়া সহনশীল রেশমকীটের বহুচক্রীজাত উদ্ভাবনের ফিল্ড ট্রায়ালের পর্যায়ে আছে।
- অগ্রণী ও চৈতা বন্দে আবহাওয়া উপযোগী রেশমকীটের এফ-১ উচ্চফলনশীল হাইব্রীড জাত উদ্ভাবনের গবেষণা ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। যা বর্তমানে ফিল্ড ট্রায়ালের পর্যায়ে রয়েছে।

৪.৩. সেরি-রসায়ন শাখাঃ

- রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পুষ্টি সমৃদ্ধ উন্নত তুঁতজাত নির্বাচন করা হয়েছে।
- বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি প্রয়োগের মাধ্যমে তুঁতপাতার গুণগত মান উন্নয়ন করা হয়েছে ।
- ইউরিয়া ও মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট প্রয়োগে পাতার পুষ্টিমান উন্নয়নের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- অম্ল মাটি সংশোধনের মাধ্যমে তুঁতচাষ উপযোগী করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে ।
- রেশম উপজাতের বানিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কিত প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- জিএমসি সাকোয়া-এর মাটি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং মাটির মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ দেয়া হয়েছে।
- আরএসআরসি, চন্দ্রঘোনার মাটি ও তুঁতপাতা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ দেয়া হয়েছে।
- ভার্মিকালচারের মাধ্যমে জৈব সার তৈরী পদ্ধতি পরীক্ষাধীন রয়েছে।

৪.৪. সেরি-রোগতত্ত্ব শাখাঃ

- পলু পোকার রোগ দমনে ‘‘পলু পাউডার’’ উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- পলু পোকার কীটশত্রু ‘‘উজিমাছি’’ দমনে উজিনাশ উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- বিশোধক দ্রব্য হিসাবে নির্বাচিত কেমিক্যালগুলো পলুর ডালায় ডাষ্ট করে ফলাফল দেখা হচ্ছে।
- অভিসাইড নির্বাচনের জন্য কিছু কেমিক্যাল উজি মাছির ডিমসহ পলুর উপরে প্রয়োগ করে ফলাফল দেখা হচ্ছে।
- উজিমাছি দমনের জন্য বিতারক/কেমিক্যাল নির্বাচনের কাজ চলছে।

৪.৫. রেশম প্রযুক্তি শাখাঃ

- বিভিন্ন ধরনের উন্নত রিলিং মেশিন উদ্ভাবন করা হয়েছে যা মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার করে গুনগত মানসম্পন্ন রেশম সূতা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।
- উন্নত কটেজ রিলিং মেশিন উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- স্বল্প মূল্যের মিজারিং মিটার ও ডেনিয়ার স্কেল উদ্ভাবন করা হয়েছে যা দ্বারা রেশম সুতা পরীক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে।
- রেশমগুটি শুকানোর জন্য স্বল্প মূল্যে মাল্টিফুয়েল কোকন ড্রায়ার উদ্ভাবন করে মাঠ পর্যায়ে ছাড়া হয়েছে যা ব্যবহার করে পূর্বের তুলনায় লাভজনকভাবে গুটি শুকানো সম্ভব হচ্ছে।
- সোলার শক্তি ব্যবহার করে রেশম গুটি শুকানোর গবেষণা কাজ গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.৬. আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্র (আরএসআরসি), চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি :

- এ কেন্দ্রটি অত্র প্রতিষ্ঠানের জার্মপ্লাজমের বিকল্প হিসাবে ২৪টি রেশমকীট এবং ৮টি তুঁতজাত সংরক্ষণের পাশাপাশি পাহাড়ী অঞ্চলে রেশম চাষের প্রযুক্তি উদ্ভাবনসহ দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।
- পাহাড়ী অঞ্চলে রেশম চাষে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে এখন পর্যন্ত ৫৪০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৪.৭. জার্মপ্লাজম রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র (জিএমসি), সাকোয়া, পঞ্চগড় :

বারেগপ্রই-এর জার্মপ্লাজমের বিকল্প হিসাবে ৩৬টি দ্বি-চক্রী ১২টি বহুচক্রী রেশমকীটসহ মোট ৪৮টি এবং ৮টি তুঁতজাত সংরক্ষণের পাশাপাশি রেশম চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তরের কাজ করছে।

গ্রন্থাগারঃ অত্র প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে ৪৯০০টি বিভিন্ন প্রকারের বই, সাময়িকী ও রি-প্রিন্টস রয়েছে।

প্রকাশনাঃ

বৈজ্ঞানিক : অত্র প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের প্রায় ৩০০ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দেশী ও বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

জার্নাল : বিএসআরটিআই প্রতিবছর নিয়মিতভাবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত ‘‘জার্নাল অব সেরিকালচার রিসার্চ’’ নামে প্রকাশ করে আসছে।

বই : এ প্রতিষ্ঠান থেকে ৪টি বই প্রকাশ করা হয়েছে।

লিফলেট : বিভিন্ন প্রযুক্তির উপর ১১ ধরণের লিফলেট প্রকাশ করা হয়েছে।

৪.৮. প্রশিক্ষণ শাখা:

বারেগপ্রই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত প্রশিক্ষণার্থীদের সংখ্যা

বারেগপ্রই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
বাংলাদেশের সরকারী ও বেসরকারী খাতে রেশম শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	৮০ জন
প্রজেক্ট অন সেরিকালচার রিসার্চ এন্ড টেকনোলজি ডিসেমিনেশন ইন হিলি ডিসট্রিক্টস	১২০ জন
ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রান্সফার অব সাসটেইনেবল সেরিকালচার টেকনোলোজিস থ্রো আপগ্রেডিং দ্যা রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ক্যাপাবিলিটি অব বিএসআরটিআই	২০ জন
মোট = কর্মসূচী ০৩টি	**২২০ জন**

৫. ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের সম্পাদিত সকল কর্মকান্ডের বিবরণ (লিখিত ও ছক আকারে):

ক্রমিক নং	কার্যক্রম/কর্মকান্ডের বিবরণঃ
১.	তুঁতজাত সংগ্রহ ও ও সংরক্ষণ।

ক্রমিক নং	কার্যক্রম/কর্মকান্ডের বিবরণঃ
২.	উচচফলনশীল উন্নত তুঁতজাত উদ্ভাবনের গবেষণা পরিচালনা।
৩.	বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী তুঁতচাষ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির উপর গবেষণা পরিচালনা।
৪.	তুঁতগাছের রোগ-বালাই দমনের উপর প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
৫.	উচ্চফনশীন উন্নত জাতের তুঁতকাটিংস সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদানুসারে সরবরাহ করা।
৬.	রেশমকীট জাত জাত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।
৭.	উচ্চফলনশীল রেশমকীটের জাত উদ্ভাবনের উপর গবেষণা পরিচালনা।
৮.	দেশের আবহাওয়া উপযোগী পলুপালন ও ডিম উৎপাদনের উপর প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা।
৯.	উদ্ভাবিত রেশমকীট জাতের ফিল্ড ট্রায়াল কার্যক্রম পরিচালনা করা।
১০.	রিলিং প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।
১১.	রেশম সেক্টরের জন্য দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা।
১২.	উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর ও প্রদর্শনের জন্য মাঠ স্কুল ও মাঠ দিবস কার্যক্রম পরিচালনা।

৬. মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়িত ও চলমান প্রকল্পসমূহের বিস্তারিত তথ্যাবলী (লিখিত ও ছক আকারে) :

৬.১. এক্সটেনশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব সেরিকালচার ইন পাবলিক এন্ড প্রাইভেট সেক্টর ইন বাংলাদেশ শীর্ষক সমন্বিত প্রকল্পঃ

- বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রাজস্ব বাজেটের আওতায় ‘‘এক্সটেনশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব সেরিকালচার ইন পাবলিক এন্ড প্রাইভেট সেক্টর ইন বাংলাদেশ’’ শীর্ষক সমন্বিত প্রকল্পের বিপরীতে ০৬ (ছয়) বছর মেয়াদী প্রকল্পের আওতায় (২০০৯-২০১৫) অর্থ বছরের জন্য বিএসআরটিআই অংশের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দ ও অবমুক্তকৃত ৩৬.৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩৪.৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। অগ্রগতির হার ৯৫.০২% এবং অব্যয়িত অর্থ ১.৮২ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

৬.২. ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রান্সফার অব সাসটেইনেবল সেরিকালচার টেকনোলোজিস থ্রো আপগ্রেডিং দ্যা রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ক্যাপাবিলিটি অব বিএসআরটিআইঃ

- বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘‘ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রান্সফার অব সাসটেইনেবল সেরিকালচার টেকনোলোজিস থ্রো আপগ্রেডিং দ্যা রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ক্যাপাবিলিটি অব বিএসআরটিআই’’ শীর্ষক প্রকল্পের বিপরীতে ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী প্রকল্পের আওতায় (২০১০-২০১৫) অর্থ বছরের জন্য আরডিপিপি অনুযায়ী ৭৫৯.৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দ ও অবমুক্তকৃত ২২৬.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ২০৬.২০৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অগ্রগতির হার ৯১.২৪% এবং অব্যয়িত অর্থ ১৯.৭৯৬ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

৬.৩. প্রজেক্ট অন সেরিকালচার রিসার্চ এন্ড টেকনলোজী ডিসেমিনেশন ইন হিলি ডিসট্রিক্টস শীর্ষক প্রকল্পঃ

- বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বাবদ থোক বরাদ্দ হতে ‘‘প্রজেক্ট অন সেরিকালচার রিসার্চ এন্ড টেকনলোজী ডিসেমিনেশন ইন হিলি ডিসট্রিক্টস ’’ শীর্ষক প্রকল্পের বিপরীতে ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী প্রকল্পের আওতায় (২০০৯-২০১৪) অর্থ বছরের জন্য ৩৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দ ও অবমুক্তকৃত ৮০.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে ৭৯.৬১৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। অগ্রগতির হার ৯৯.৫২% এবং অব্যয়িত অর্থ ০.৩৮২৮০ লক্ষ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

৬.৪. হিসাব সংক্রান্ত (২০১৩-২০১৪):

৬.৪.১. রাজস্ব খাতঃ

অর্থ প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা)	খরচ (লক্ষ টাকা)
সংশোধিত বরাদ্দ	
৩০৭.৪২০০	৩০৩.৬১১

খাতওয়ারী বিভাজনঃ

ক্রমিক নং	খাত	বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	খরচ (লক্ষ টাকা)
১।	অফিসারদের বেতন	৫২.৪০	৫২.৪০
২।	কর্মচারীদের বেতন	৪৯.৯০	৪৯.৯০
৩।	ভাতাদি	৯৫.৬৪	৯২.৯৪
৪।	সরবরাহ ও সেবা	৮৬.২৩	৮৫.২১
৫।	মেরামত ও সংরক্ষণ	৩.০০	৩.০০
৬।	কন্টিবিউটরী ভবিষ্যত তহবিল	৯.০০	৯.০০
৭।	যৌথ বীমা	১.২৫	১.১৬১
৮।	আনুতোষিক (গ্রাচুইটি)	৮.০০	৮.০০
৯।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	২.০০	২.০০

	মোট =	**৩০৭.৪২**	**৩০৩.৬১১**

৬.৪.২. উন্নয়ন খাত (২০১৩-২০১৪):

এক্সটেনশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব সেরিকালচার ইন পাবলিক এন্ড প্রাইভেট সেক্টর ইন বাংলাদেশ শীর্ষক সমন্বিত প্রকল্পঃ

অর্থ প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা)	খরচ (লক্ষ টাকা)
৩৬.৫০	৩৪.৬৮

খাতওয়ারী বিভাজনঃ

(লক্ষ টাকায়)

কোড নং	খরচের খাত	২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ ও অবমুক্তকৃত	জুন'১৪ পর্যন্ত খাত ভিত্তিক ব্যয়	অব্যায়িত অর্থ
(ক) রাজস্ব খাত				
৪৮২৯	গবেষণা ব্যয়	১২.০৮০	১২.০৮০০	০.০০
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৭.০০০	৫.৯৩০০	১.০৭
৪৮৪২	সেমিনার/ওয়ার্কশপ	১.০০০	১.০০০০	০.০০
৪৮৭৪	পরামর্শক	১২.৭৫০	১২.০০০০	০.৭৫০
৪৯০১	অফিস ভবন, প্রশিক্ষণ ভবন, প্রশিক্ষণ সেড মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ	৩.৪০০	৩.৪০০০	০.০০
৪৯৬১	বিদ্যুতায়ন	০.২৭০	০.২৭০০	০.০০
৪৮৯৯	**কন্টিজেন্সি**			
	(ক) প্রাইস	০.০০	০.০০	০.০০
	(খ) ফিজিকাল	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট রাজস্ব ব্যয়	**৩৬.৫০**	**৩৪.৬৮**	**১.৮২**
(খ) মূলধন খাতঃ				
৬৮০০	**সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়**			
৬৮০৭	মোটর সাইকেল	০.০০০	০.০০০	০.০০
৬৮১৩	(ক) যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	০.০০০	০.০০০	০.০০
	(খ) সিল্ক টেস্টিং মেশিনারিজ	০.০০০	০.০০০	০.০০
৭০০০	নির্মান ও পূর্ত	০.০০০	০.০০০	০.০০
৭০০১	ভূমি উন্নয়ন	০.০০০	০.০০০	০.০০
৭০৮১	(ক) অন্যান্য ব্যয়	০.০০০	০.০০০	০.০০
	(খ) এমআইএস শক্তিশালীকরণ	০.০০০	০.০০০	০.০০
	মোট মূলধন ব্যয়	**০.০০**	**০.০০**	**০.০০**
	সর্বমোট ব্যয় বিভাজন (ক+খ)	**৩৬.৫০**	**৩৪.৬৮**	**১.৮২**

বাস্তব অগ্রগতির হার ৯৫.০২%

৬.৪.৩. ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রান্সফার অব সাসটেইনেবল সেরিকালচার টেকনোলোজিস থ্রো আপগ্রেডিং দ্যা রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ক্যাপাবিলিটি অব বিএসআরটিআইঃ

অর্থ প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা)	খরচ (লক্ষ টাকা)
২২৬.০০	২০৬.২০৪

খাতওয়ারী বিভাজনঃ

(লক্ষ টাকায়)

কোড নং	খাতের বিবরণ	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ	জুন'১৪ পর্যন্ত খাত ভিত্তিক ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ
	(ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ			
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা			
৪৮০১	ভ্রমণ ব্যয়	১.৬০০০০	১.৬০০০০	০.০০০০
৪৮১৫	পোষ্টেজ	০.৩২০০০	০.০০০০০	০.৩২০০
৪৮১৬	টেলিফোন	০.৩২০০০	০.৩২০০০	০.০০০০
৪৮১৭	ফ্যাক্স/টেলেক্স	০.১৬০০০	০.১৬০০০	০.০০০০
৪৮১৮	রেজিষ্ট্রেশন ফি	০.০৮০০০	০.০০০০০	০.০৮০০
৪৮২১	বিদ্যুৎ	২.৮২০০০	২.৮২০০০	০.০০০০

কোড নং	খাতের বিবরণ	২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ	জুন'১৪ পর্যন্ত খাত ভিত্তিক ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ
৪৮২২	গ্যাস ও ফুয়েল	১.৪০০০০	১.৪০০০০	০.০০০০
৪৮২৩	পেট্রোল ও লুবরিকেন্ট	১.২০০০০	১.২০০০০	০.০০০০
৪৮২৭	মুদ্রণ ও বাঁধাই	০.৫০০০০	০.৫০০০০	০.০০০০
৪৮২৮	ষ্টেশনারী, সীল এন্ড ষ্ট্যাম্প	০.৫০০০০	০.৫০০০০	০.০০০০
৪৮২৯	গবেষণা ব্যয়	৯২.১০০০০	৮৬.৪১০০০	৫.৬৯০০
৪৮৩১	বুক্স এন্ড পিরিওডিক্যাল	০.৪০০০০	০.৪০০০০	০.০০০০
৪৮৩৩	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	০.৪০০০০	০.৪০০০০	০.০০০০
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	৪.৬০০০০	১.৫৬২০০	৩.০৩৮০
৪৮৪২	সেমিনার/কনফারেন্স	২.০০০০০	১.৫০০০০	০.৫০০০
৪৮৪৫	আপ্যায়ন ব্যয়	০.৪০০০০	০.৪০০০০	০.০০০০
৪৮৪৬	ট্রান্সপোর্টেশন এক্সপেনশেস	০.১৬০০০	০.১৬০০০	০.০০০০
৪৮৪৯	প্রাইজ	০.১৬০০০	০.০০০০০	০.১৬০০
৪৮৫২	কেমিক্যাল পারচেজ	০.২০০০০	০.২০০০০	০.০০০০
৪৮৫৯	ইনসেকটিসাইড	০.২০০০০	০.২০০০০	০.০০০০
৪৮৬১	সার	০.৪০০০০	০.৪০০০০	০.০০০০
৪৮৭৪	কনসালটেন্ট (লোকাল)	৭.২০০০০	৬.৭৬০০০	০.৪৪০০
৪৮৮১	সিকিউরিটি গার্ড	১৩.০০০০০	১২.১১০০০	০.৮৯০০
৪৮৮৩	অনারারিয়াম/ফি/ওয়েজেস	০.৪০০০০	০.৪০০০০	০.০০০০
৪৮৯০	ফাংশন/ফেসটেব্ল	০.২০০০০	০.২০০০০	০.০০০০
৪৮৯৫	কমিটি মিটিং/কমিশন	০.২০০০০	০.২০০০০	০.০০০০
৪৮৯৯	আদার এক্সপেনশেস	০.২৮০০০	০.২৮০০০	০.০০০০
৪৯০০	**মেরামত, সংরক্ষণ ও পূনর্বাসন**			
৪৯০৬	ফার্নিচার	০.২০০০০	০.২০০০০	০.০০০০
৪৯১৬	ইকুপমেন্টস এন্ড এ্যাপ্লায়েন্স	০.৬০০০০	০.৬০০০০	০.০০০০
৪৯৫৮	ইলেকট্রিক লাইন এন্ড ওয়ারিং	২.০০০০০	২.০০০০০	০.০০০০
৪৯৬১	ইলেকট্রিক ইনফ্রাস্টাকচার	০.০০০০০	০.০০০০০	০.০০০০
	মোট রাজস্ব ব্যয় (ক)	**১৩৪.০০০০০**	**১২২.৮৮২০০**	**১১.১১৮০**
(খ) মূলধন ব্যয়ঃ				
৬৮০০	**সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়**			
৬৮১৩	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি	৪৫.৫০০০০	৪৫.০০০০০	০.৫০০০
৬৮১৫	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রাংশ	০.০০০০০	০.০০০০০	০.০০০০
৬৮১৯	অফিস ইকুপমেন্ট	৩১.০৭৪০০	২৫.১০০০০	৫.৯৭৪০
৬৮২১	আসবাবপত্র	১.৩৬০০০	১.২৪০০০	০.১২০০
৬৮৫১	অন্যান্য ব্যয়	৫.৭৩০০০	৩.৭৩০০০	২.০০০০
৬৮৩৯	ইরিগেশন ইনফ্রাস্টাকচার	১.৬২০০০	১.৫৩৬০০	০.০৮৪০
৬৮৫১	অন্যান্য ব্যয়	০.০০০০০	০.০০০০০	০.০০০০
৭০০০	**ভূমি উন্নয়ন**			
৭০৪৬	হেল্থ কেয়ার এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই	২.৫০০০০	২.৫০০০০	০.০০
৭০৫৬	ইলেকট্রিক্যাল এ্যাপ্লায়েন্স	৪.২১৬০০	৪.২১৬০০	০.০০
	মোট মূলধন (খ)	**৯২.০০০০০**	**৮৩.৩২২০০**	**৮.৬৭৮**
	সর্বমোট ব্যয় বিভাজন (ক+খ) =	**২২৬.০০০০০**	**২০৬.২০৪০০**	**১৯.৭৯৬**

বাস্তব অগ্রগতির হার= ৯১.২৪%

৬.৪.৪. প্রজেক্ট অন সেরিকালচার রিসার্চ এন্ড টেকনলোজী ডিসেমিনেশন ইন হিলি ডিসট্রিক্টস শীর্ষক প্রকল্পঃ

অর্থ প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা)	খরচ (লক্ষ টাকা)
৮০.০০	৭৯.৬১৭২

খাতওয়ারী বিভাজনঃ

(লক্ষ টাকা)

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট বরাদ্দ ২০১৩-১৪	জুন,১৪ পর্যন্ত খাত ভিত্তিক ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ
১	**২**	**৩**	**৪**	**৫**

অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	বাজেট বরাদ্দ ২০১৩-১৪	জুন,১৪ পর্যন্ত খাত ভিত্তিক ব্যয়	অব্যয়িত অর্থ
১	২	৩	৪	৫
(ক) রাজস্ব খাত				
৪৮০০	**সরবরাহ ও সেবা**			
৪৮০১	ভ্রমন ব্যয়	০.০০০০০	০.০০০০০০	০.০০০০০০
৪৮১০	পৌর কর	০.২০২৫০	০.০১৫০০০	০.১৮৭৫০০
৪৮১৪	অন্যান্য কর	০.১৩৫০০	০.০৫২৭০০	০.০৮২৩০০
৪৮২১	বিদ্যুৎ	০.২৮০০০	০.২৮০০০০	০.০০০০০০
৪৮২৩	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্টস	০.০০০০০	০.০০০০০০	০.০০০০০০
৪৮২৭	মুদ্রণ ও বাঁধাই	০.২২০০০	০.২২০০০০	০.০০০০০০
৪৮২৯	গবেষণা ব্যয়	০.৫৬২৫০	০.৫৬২৫০০	০.০০০০০০
৪৮৩৩	প্রচার বিজ্ঞাপন	১৮.৬৬০০০	১৮.৬৬০০০০	০.০০০০০০
৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ব্যয়	০.১১২৫০	০.১১২৫০০	০.০০০০০০
৪৮৪২	সেমিনার/কনফারেন্স	১৪.৮০৫০০	১৪.৬৯৫০০০	০.১১০০০০
৪৮৪৫	আপ্যায়ন	১.১২৫০০	১.১২৫০০০	০.০০০০০০
৪৮৫২	রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয়	১.৩০০০০	১.৩০০০০০	০.০০০০০০
৪৮৮৩	সম্মানী	০.০৯০০০	০.০৯০০০০	০.০০০০০০
৪৮৯৯	অন্যান্য ব্যয়	১৬.২৭১৭০	১৬.২৭১৭০০	০.০০০০০০
৪৯০০	**মেরামত, সংরক্ষণ ও পূর্নবাসন**			
৪৯৩১	অন্যান্য বিল্ডিং ও সংস্থাপন	২.৩০০০০	২.২৯৯০০০	০.০০১০০০
৪৯৬১	আভ্যন্তরীণ ইলেকট্রিক ওয়ারিং	১.৬০০০০	১.৫৯৯০০০	০.০০১০০০
৪৯৯১	অন্যান্য মেরামত ও সংস্কার	০.২৮০০০	০.২৮০০০০	০.০০০০০০
	মোট রাজস্ব ব্যয়=	**৫৯.৪৬৩০০**	**৫৯.০৮১২০০**	০.০০০০০০
(খ) মূলধন খাত				
৬৮০০	**সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয়**			
৬৮১৩	মেশিনারিজ ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ক্রয়	১৫.৪৪০০০	১৫.৪৪০০০০	০.০০০০০০
৬৮১৫	কম্পিউটার ও আনুষাঙ্গিক যন্ত্রাংশ	০.৬৭০০০	০.৬৭০০০০	০.০০০০০০
৬৮১৯	অফিস ইকুপমেন্ট	১.৭৭০০০	১.৭৬৯০০০	০.০০১০০০
৬৮২১	আসবাব পত্র	১.১৫০০০	১.১৫০০০০	০.০০০০০০
৬৮২৩	টেলিফোনিক সরঞ্জামাদি	০.০১৭০০	০.০১৭০০০	০.০০০০০০
৬৮২৭	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	০.৫৫০০০	০.৫৫০০০০	০.০০০০০০
৬৮৪৩	স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও পানি সরবরাহ	০.৩৪০০০	০.৩৪০০০০	০.০০০০০০
৭০০০	**নির্মাণ ও পূর্ত**			
৭০০১	ভূমি উন্নয়ন	০.৩০০০০	০.৩০০০০০	০.০০০০০০
৭০৮১	অন্যান্য (বার্বেড ওয়ার ফেন্সিং উইথ গেট)	০.৩০০০০	০.৩০০০০০	০.০০০০০০
	মোট মূলধন ব্যয় (খ)	**২০.৫৩৭০০**	**২০.৫৩৬০০০**	**০.০০১০০০**
	সর্বমোট ব্যয় বিভাজন (ক+খ)	**৮০.০০০০০**	**৭৯.৬১৭২০০**	**০.৩৮২৮০০**

আর্থিক অগ্রগতির হার =৯৯.৫২%

৭. ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩ এবং ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বিএসআরটিআই-এর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহঃ

রেশম শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বিএসআরটিআই)-এ গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল তুঁতজাত ও রেশমকীটের উন্নত জাত এবং টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। যা নিম্নরূপঃ

১) জার্মপ্লাজম ব্যাংকে মোট ৬৪টি তুঁতজাত সংরক্ষণ করা হচ্ছে। আরও দু'টি জাত জার্মপ্লাজম ব্যাংকে যুক্ত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। জার্মপ্লাজম ব্যাংকের উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

২) বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী উচ্চফলনশীল ০৯টি তুঁতের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। উদ্ভাবিত উন্নত তুঁতজাতের মধ্যে ০৬টি ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে ছাড়া হয়েছে। জাতগুলি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের ফলে তুঁতপাতার উৎপাদন ১২-১৮ মে.টনের স্থলে ৪০-৫০/ হেক্টর/বছর উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।

৩) দেশের আবহাওয়া উপযোগী তুঁতচাষ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৪) তুঁতগাছের রোগ-বালাই দমনে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৫) তুঁতচাষে সাথী ফসলের চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের ফলে রেশম চাষের সাথে সম্পৃক্ত চাষীদের বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

৬) জার্মপ্লাজম ব্যাংকে মোট ৮৫টি রেশম কীটের জাত সংরক্ষণ ও প্রতিপালন করা হচ্ছে।

৭) বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী মোট ২৮টি উচ্চ ফলনশীল রেশমকীটের জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে এর মধ্যে ২৫টি জাত মাঠ পর্যায়ে ছাড়া হয়েছে। উন্নত জাত ও কলাকৌশলগুলি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের ফলে প্রতি ১০০ রোগমুক্ত ডিমে রেশম গুটির উৎপাদন ২০-২৫ কেজির স্থলে বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে গড়ে ৬০-৭০ কেজিতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে।

৮) বর্তমানে ০১ কেজি কাঁচা রেশম সুতা উৎপাদন করতে ১০-১২ কেজি কাঁচা রেশম গুটি প্রয়োজন হচ্ছে, যা পূর্বে ০১ কেজি কাঁচা রেশম সুতা উৎপাদন করতে ১৫-২০ কেজি রেশম গুটি প্রয়োজন হতো।

৯) জ্যৈষ্ঠা ও ভাদুরী বন্দে আবহাওয়া সহনশীল রেশমকীটের বহুচক্রীজাত উদ্ভাবন করা হয়েছে যা ফিল্ড ট্রায়াল পর্যায়ে রয়েছে।

১০) অগ্রণী ও চৈতা বন্দে আবহাওয়া উপযোগী রেশমকীটের এফ-১ উচ্চফলনশীল হাইব্রীড জাত উদ্ভাবনের গবেষণা ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। যা বর্তমানে ফিল্ড ট্রায়ালের পর্যায়ে রয়েছে।

১১) বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী বারেগপ্রই, রাজশাহী এবং জিএমসি, সাকোয়ায় শুষ্ক ও খরা মৌসুমে তুঁতজমিতে সুষ্ঠুভাবে সেচ ব্যবস্থার লক্ষ্যে ডিপ-টিউবওয়েল ও স্পিংকলার সেচসহ ইরিগেশন নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে এর ফলে গুণগত তুঁতপাতা উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

১২) পলু পোকার রোগ দমনে ''পলু পাউডার'' ও পলু পোকার কীটশত্রু উজিমাছি দমনে ''উজিনাশ'' উদ্ভাবন করা হয়েছে।

১৩) অম্লীয় ও ক্ষারীয় মাটি সংশোধনের মাধ্যমে তুঁতচাষ উপযোগী করার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

১৪) সোলার ড্রায়ার উদ্ভাবনের ফলে সোলার এনার্জি ব্যবহার করে স্বল্প খরচে রেশমগুটি শুকানো প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে।

১৫) বারেগপ্রই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে সবমোট ১২৮৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

রেশম সুতার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে পার্বত্য জেলাসমূহে পাহাড়ি পরিবেশে রেশম চাষ উপযোগী তুঁতজাত ও রেশমকীটের জাত উদ্ভাবনের জন্য আঞ্চলিক রেশম গবেষণা কেন্দ্রে গবেষণার কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তাছাড়া রেশম সুতার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও বিএসআরটিআই-এর প্রশিক্ষণ কাজের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকার কর্তৃক অনুমোদিত তিনটি প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এগুলো হচ্ছেঃ

১) বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী খাতে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন শীর্ষক সমন্বিত প্রকল্প।

২) ডেভেলপমেন্ট এন্ড ট্রান্সফার অব সাসটেইনেবল সেরিকালচার টেকনোলজী থ্রু আপগ্রেডিং দি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ক্যাপাবিলিটি অব বিএসআরটিআই শীর্ষক প্রকল্প।

৩) প্রজেক্ট অন সেরিকালচার রিসার্চ এন্ড টেকনোলজি ডিসিমিনেশন ইন হিলি ডিসট্রিক্টস।

৮. উপসংহারঃ

বারেগপ্রই-এর উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল তুঁত ও রেশমকীটের জাত, রেশম চাষ ও রিলিং প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তরের ফলে রেশমগুটি উৎপাদন অনেক গুনে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রেশম চাষীগণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রেশম শিল্পে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি হচ্ছে এবং গবেষণাগারের উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সহজে মাঠ পর্যায়ে হস্তান্তর করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে দেশে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশনের তথ্যাবলী।

রেশম শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী উন্নত রেশমবীজ সরবরাহ ও যথাযথ কারিগরী সহায়তা দানের উদ্দেশ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৯৭ সনে বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন একটি অ-মুনাফাভোগী কোম্পানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধি সমন্বয়ে ফাউন্ডেশনের একটি শক্তিশালী পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। পরিচালনা পর্ষদের মোট সদস্য ১২ জন। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সচিব পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারপার্সন হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মোট ৩৯ জন জনবলের অর্গানোগ্রাম রয়েছে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক পর্ষদের নিকট দায়বদ্ধ। বর্তমানে বেশ কিছু পদ শূন্য থাকায় মাত্র ১৪ জন জনবল ফাউন্ডেশনে কর্মরত রয়েছে (অর্গানোগ্রাম সংযুক্তি-০১ এ রক্ষিত)। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এই প্রতিষ্ঠান তিনটির একত্রীকরনের কাজ প্রক্রিয়াধীন থাকায় বর্তমানে সিল্ক ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয় রেশম বোর্ডের কলাবাগানস্থ অফিসের একটি কক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এছাড়া ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঝিনাইদহ, ময়নামতি (কুমিল্লা) এবং রত্নাই (ঠাকুরগাঁও) এ ৩টি রেশম গ্রেনেজ/উৎপাদনকেন্দ্র রয়েছে। ময়নামতি গ্রেনেজে ৩০ জনের আবাসিক সুবিধাসহ একটি আধুনিক রেশম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ঝিনাইদহ কেন্দ্রে একটি ১০ বেসিনের রিলিং ইউনিট রয়েছে। বর্তমানে ফাউন্ডেশন তার নিজস্ব আয় দ্বারা জনবল খাতের ব্যয় নির্বাহ করে।

বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন জুলাই ২০০৯ হতে Japan Debt Cancellatation Fund এর আওতায় বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ রেশম বোর্ড এবং বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট যৌথভাবে ৩০ কোটি টাকার (তন্মধ্যে ফাউন্ডেশনের অংশ ৪৭৭.২০ লক্ষ টাকা) ৫ বছর মেয়াদী "Extension and Development of Sericulture in Public and Private Sector in Bangladesh" শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু করে যা চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো- গ্রেনেজের তুঁতজমি উন্নয়ন ও রক্ষনাবেক্ষন, উন্নতমানের রেশম বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ, মান সম্পন্ন রেশম সূতা উৎপাদন, চাষীদের উৎপাদিত রেশম গুটির বাজার সহায়তা প্রদান, রেশমচাষী ও সুতাকাটাইকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি করা। চলমান প্রকল্পের ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের অর্জিত সফলতা নিম্নে বর্ননা করা হলোঃ

১. উচ্চ ফলনশীল রেশম বীজ উৎপাদন ও সরবরাহঃ

বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন ঝিনাইদহ ও ময়নামতি গ্রেনেজে বাণিজ্যিক রেশম ডিম উৎপাদন এবং ময়নামতি গ্রেনেজে রেশম পোকার মাতৃজাত সংরক্ষণ, মূলবীজ বর্ধন করে অন্যান্য গ্রেনেজে সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ঝিনাইদহ ও রত্নাই গ্রেনেজে এসব ডিম পালন করতঃ বাণিজ্যিক ডিম উৎপাদন করে চাষীদের মাঝে সরবরাহ করে থাকে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে চাহিদার ভিত্তিতে মোট ৩৬,০০০টি এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট ১,০৯,৩৯০টি উন্নত জাতের রোগমুক্ত হাইব্রিড ডিম উৎপাদন করত: বিভিন্ন এনজিও নিয়ন্ত্রিত রেশমচাষীদের মধ্যে বিক্রি করা হয়েছে।

২. তুঁতচাষ উন্নয়ন ও রক্ষনাবেক্ষণঃ

সিল্ক ফাউন্ডেশনের তিনটি গ্রেনেজে মোট তুঁতজমির পরিমান ১৫০ বিঘা। এর মধ্যে ঝিনাইদহ গ্রেনেজে ৫৪ বিঘা, ময়নামতি গ্রেনেজে ২১ বিঘা এবং রত্নাই গ্রেনেজে ৭৫ বিঘা। এই তুঁতজমি সারা বছর ক্রপ সিডিউল মোতাবেক রক্ষনাবেক্ষণ করা হচ্ছে। চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৬১ বিঘা জমির পুরাতন তুঁতচাষ উঠিয়ে উন্নত প্রজাতীর তুঁতচাষ করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে তিনটি গ্রেনেজে মোট ৪ বিঘা ১০ কাঠা এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে তিনটি গ্রেনেজে মোট ১১ বিঘা ০৫ কাঠা জমিতে উন্নত জাতের নতুন তুঁতচাষ করা হয়েছে।

৩. বাণিজ্যিক রেশম গুটি উৎপাদনঃ

বীজগুটি উৎপাদনের পাশাপাশি গ্রেনেজের তুঁতজমির সুষ্ঠ ব্যবহার ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাণিজ্যিক রেশম গুটি উৎপাদন করা হচ্ছে। তুঁতজমির সদ্ব্যবহার করার লক্ষ্যে গ্রেনেজগুলোতে সারা বছর বাণিজ্যিক ভিত্তিতে রেশমগুটি উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রেনেজগুলোতে ৬,৯৫৬ কেজি এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৫,০৯০ কেজি উন্নতমানের বাণিজ্যিক রেশমগুটি উৎপাদন করা হয়েছে।

৪. রেশম সূতা উৎপাদনঃ

ঝিনাইদহ, রত্নাই ও ময়নামতি গ্রেনেজে স্থাপিত রিলিং ও স্পিনিং ইউনিটে নিয়মিত রেশম সূতা উৎপাদন করা হয়। চাহিদার আলোকে সেখানে ডুপিয়ন রেশম এবং স্পান সূতা উৎপাদন করা হচ্ছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে মোট ৪৭৩ কেজি এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে মোট ২৮৬ কেজি ডুপিয়ন এবং স্পান রেশম সূতা উৎপাদন করা হয়েছে।

৫. রেশম গুটি ক্রয়ঃ

ঝিনাইদহ, রত্নাই ও ময়নামতি গ্রেনেজে স্থাপিত রিলিং ও স্পিনিং ইউনিটে গ্রেনেজে উৎপাদিত রেশম গুটি ব্যবহার করে রেশম সূতা উৎপাদনের পাশাপাশি চাষীদের উৎপাদিত রেশম গুটির বাজারজাতকরন সহায়তা এবং রিলার/স্পিনারদের সার্বক্ষনিক কর্মসংস্থানের জন্য রেশম সম্প্রসারণ এলাকা হতে রেশম গুটি ক্রয় করে রিলিং ইউনিটগুলি সারা বছর চালু রাখা হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে মোট ১,১৮৬ কেজি এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৯৭৬ কেজি কাঁচা রেশম গুটি ক্রয় করা হয়েছে ।

৬. বসনী, রিলার/স্পিনার প্রশিক্ষণঃ

রেশম গুটি ও সূতা উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারিগরি প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে রেশমচাষী এবং সূতাকাটাইকারী (রিলার-স্পীনার) প্রশিক্ষণের সংস্থান রয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে মোট ৬০ জনকে তুঁতচাষ ও পলুপালন এবং ২০ জন দুঃস্থ মহিলাকে সূতা কাটাই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে মোট ৮০ জনকে তুঁতচাষ ও পলুপালন এবং ২০ জন দুঃস্থ মহিলাকে সূতা কাটাই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৭. কর্মচারী প্রশিক্ষণঃ

রেশম গুটি ও সূতা উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নত/আধুনিক কারিগরি প্রযুক্তি গ্রেনেজ ও মাঠ পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য এবং কর্মচারীদেরকে রেশমচাষে প্রশিক্ষিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের সংস্থান রয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে রত্নাই গ্রেনেজের ০১ জন এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ঝিনাইদহ ও রত্নাই গ্রেনেজের ২ জন কর্মচারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

নিম্নের টেবিলে সিল্ক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের ২০১১-১২, ২০১২-২০১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের গৃহিত কার্যক্রম, লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির বিবরণ দেয়া হলো:

কার্যক্রমের বিবরণ	২০১১-২০১২		২০১২-১৩		২০১৩- ২০১৪	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
তুঁতচাষ উন্নয়ণ ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৫০ বিঘা	১৫০ বিঘা	১৫০ বিঘা	১৫০ বিঘা	১৫০ বিঘা	১৫০ বিঘা
রেশম বীজ/ডিম উৎপাদন	০.৭৫ লাখ	৩৭,৫০০টি	১.০০ লাখ	৩৬,০০০টি	১.২৫ লাখ	১,০৯,৩৯০টি
রেশম গুটি উৎপাদন	৮,০০০ কেজি	৭,০১৫ কেজি	৮,০০০	৬,৯৫৬ কেজি	৫,৫০০ কেজি	৫,০৯০ কেজি

			কেজি			
রেশম সুতা উৎপাদন	৬৫০ কেজি	৭০৬ কেজি	৬০০ কেজি	৪৭৩ কেজি	৪৬০ কেজি	২৮৬ কেজি
রেশমগুটি ক্রয়	৩,০০০ কেজি	২,৫২০ কেজি	১০০০ কেজি	১,১৮৬ কেজি	১,০০০ কেজি	৯৭৬ কেজি
বসনী প্রশিক্ষণ	১০০ জন	১০০ জন	৬০ জন	৬০ জন	৮০ জন	৮০ জন
রিলার/স্পিনার প্রশিক্ষণ	৪০ জন	৪০ জন	২০ জন	২০ জন	২০ জন	২০ জন
কর্মচারী প্রশিক্ষণ	২ জন	৩ জন	-	১ জন	-	২ জন

৭. অন্যান্য আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমঃ

ফাউন্ডেশনের গ্রেনেজসমূহের আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গ্রেনেজের বিভিন্ন সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রেনেজসমূহে বাণিজ্যিক গুটি ও সূতা উৎপাদনের পাশাপাশি তুঁতজমিতে মিশ্র ফসলের আবাদ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে গ্রেনেজের জমির বহুমুখী ব্যবহার সহ তুঁতজমি রক্ষণাবেক্ষণ ও তুঁতপাতা উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে গ্রেনেজগুলিতে বিভিন্ন ধরনের সাথী ফসল আবাদ করা হয়েছে। এ থেকে উল্লেখযোগ্য রাজস্ব অর্জিত হয়েছে।

৫.০ জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি):

বিশ্ব প্রকৃতির রূপ সৌন্দর্যের আবীর ছড়ানো অপরূপ অকুণ্ঠ রেশ আমাদের প্রাণের বাংলাদেশ। আবহমান বাংলার হাজার বছরের ঐতিহ্যমন্ডিত কর্ম সংস্কৃতি সামাজিক মেল বন্ধন-চঞ্চলতায় মজবুত অর্থনীতির পরিক্ষীত কৃষিজ পণ্য পাটের প্রধানতম রপ্তানীকারক দেশ বাংলাদেশ। পাট এদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিবেচনায় সোনালী আঁশ হিসেবে বিবেচিত হত। স্বাধীনতার পূর্বে বার্ষিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে পাট ও পাটপণ্যের অবদান ছিল শতকরা ৭৫-৮৫ ভাগ। স্বাধীনতা উত্তর সময়কালে বিশ্ববাজারে কৃত্রিমতন্তু এবং বিভিন্ন স্বল্প মূল্যের সিনথেটিক দ্রব্যের ব্যাপক আবির্ভাবের ফলে এবং পাট খাতের যথাযথ পরিচর্যা ও নীতিমালা অনুসৃত না হওয়ায় প্রাকৃতিক আঁশ পাট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। পাট ও পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানী আয় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষে প্রায় তিন দশক পর বিদ্যমান রুগ্ন পাট শিল্পের পাশা পাশি পাটের বহুমুখী ও বহুমাত্রিক ব্যবহারের লক্ষে উচ্চমূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনে সহায়তা বৃদ্ধির প্রয়াসে ২০০২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় 'জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার' (জেডিপিসি) স্থাপন করে। জেডিপিসি উচ্চমূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনক্ষম শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তি সরবরাহ, নির্দিষ্ট পর্যায়ে মূলধনের ব্যবস্থা কার্যক্রম বাস্তবায়ন শেষে এবং প্রশিক্ষণ ও বিপণনে সহায়তা দিয়ে আসছে। সাফল্যের সাথে প্রথম পর্যায় (মার্চ ২০০২ থেকে ডিসেম্বর ২০০৮) এবং দ্বিতীয় পর্যায় (জানুয়ারি ২০০৮ থেকে ২০১২) এর কার্যক্রমের বাস্তবায়নের পর জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ৫ বছরের জন্য জেডিপিসি'র তৃতীয় পর্যায়ের কর্মপরিকল্পনা বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

জেডিপিসি'র মূল অফিসটি ১৪৫ মনিপুরী পাড়া, আইজেএসজি ভবন, তেজগাঁও, ঢাকায় অবস্থিত। পাটপণ্য বহুমুখীকরণ প্রক্রিয়া ও কার্যক্রমকে সাড়া দেশে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দেশের ৬টি বিভাগ এবং জেলা শহরে মোট ৬টি বহুমুখী পাট শিল্প উদ্যোক্তা সেবা কেন্দ্র (জেইএসসি) স্থাপন করা হয়েছে। সেন্টারগুলো হলোঃ (১) ঢাকা, (২) নরসিংদী, (৩) চট্রগ্রাম, (৪) রংপুর, (৫) যশোর এবং (৬) টাঙ্গাইল। এই সেন্টারগুলিতে কাঁচামাল ব্যাংক (Raw Materials Bank) এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের কাঁচামাল প্রাপ্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

জেডিপিসি'র কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধি ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষে পাট শিল্পের সংগে বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পৃক্ত পররাষ্ট্র, কৃষি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোসহ অন্যান্য সরকারি ও আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও ও শিল্প সংগঠনের সাথে ইতোমধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করছে। কার্যক্রমের সুবিধার্থে নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

(ক) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিজেআরআই)
(খ) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)
(গ) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (বাতাঁবো)
(ঘ) বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)
(ঙ) British Traidcraft
(চ) SME Foundation

০২। উদ্দেশ্য

পাটপণ্যে প্রয়োজনীয় উচ্চমূল্য সংযোজনসহ বহুমুখী পণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও প্রকৃতি বান্ধব পাটের ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং পাটের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার।

০৩। কার্যক্রম

(ক) প্রকৃতি বান্ধব বহুমুখী পাটপণ্য শিল্পের উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত ও বাজার সম্প্রসারণে সহায়তা দেয়া;
(খ) বহুমুখী পাটপণ্য শিল্প উদ্যোক্তাদের পাটপণ্য সামগ্রী উৎপাদনে প্রযুক্তি সরবরাহ ও সহযোগিতা প্রদান;
(গ) পাটপণ্য সামগ্রী দেশে ও বিদেশে ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষে বিপণন ও প্রচারনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

০৪। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

১। এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর - ০১
২। ডাইরেক্টর (মার্কেট রিসার্চ এ্যান্ড প্রমোশন) - ০১
৩। ডাইরেক্টর (প্রজেক্ট মনিটরিং এ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন) - ০১
৪। ডাইরেক্টর (ডিজাইন ও ফ্যাশন) - ০১

০৪

০৫। সম্ভাবনাময় নতুন পাটজাত দ্রব্য এবং প্রযুক্তি

পাট এখন শুধুমাত্র সনাতন ধারনাই নয়। পাট দিয়ে এখন দৃষ্টি নন্দন, রুচিশীল ফ্যাশনেবল পণ্য, দৈননিদন ব্যবহারোপযোগী সামগ্রী, হোম-টেক্সটাইলস ও ফার্নিশিং দ্রব্যাদি তৈরী হচ্ছে। জেডিপিসি এ পর্যন্ত ২২২টি বিভিন্ন ধরণের বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া চিহ্নিত করেছে।

০৬। আর্থিক বরাদ্দ

দ্বিতীয় পর্যায়ে পাঁচ বছর মেয়াদী (২০০৮-২০১২) এ প্রকল্প পরিচালন ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৯৭৬.৪৫ লক্ষ টাকা। তৃতীয় পর্যায়ে পাঁচ বছর মেয়াদী (২০১৩-২০১৭) প্রকল্প পরিচালন ব্যয় বরাদ্দ রয়েছে ১৬৪৮.০৭ লক্ষ টাকা।

০৭। জেডিপিসি'র সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত চিত্র

২০০৮ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ে গৃহীত জেডিপিসি'র উদ্যোগে ব্যাংকের সহায়তায় ৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে এবং কমন ফান্ড ফর কমডিটিজ (সিএফসি) এর ঋণ তহবিল থেকে ৫৯১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণের মাধ্যমে ১৮টি ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। তারা প্রায় সবাই বাণিজ্যিকভাবে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদন করছে। বহুমুখী পাটপণ্য শিল্প স্থাপনে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জেডিপিসি সম্প্রসারণমূলক সেবা ও সুবিধাদি প্রদান করছে। তন্মধ্যে উৎপাদ চি হ্নত হয়েছে ২২২টি, উদ্যোক্তা চি হ্নিত হয়েছে আটশ'র বেশী। জেডিপিসি প্রশিক্ষণ দিয়েছে ৮০০ জনের বেশী উদ্যোক্তাকে এবং বহুমুখী পাটপণ্য শিল্প উদ্যোক্তা তালিকাভুক্ত করেছে ৮৩৫ জন। **নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায়** জেডিপিসি সচেতনতা কর্মশালা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, উচ্চ দক্ষতা প্রশিক্ষণ, বহুমুখী পাটপণ্যের বাজার সমীক্ষাপূর্বক সম্প্রসারণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই, বহুমুখী পাটপণ্য মেলার আয়োজন ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, স্থানীয়ভাবে অন্যান্য সংস্থার আয়োজিত বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ, ডিজাইন ওয়ার্কশপ, ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা, মার্কেটিং-এর উপর প্রশিক্ষণ, ডায়িং এন্ড ফিনিশিং এর উপর প্রশিক্ষণ, পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, পণ্যের উৎপাদন খরচ/মূল্য নির্ধারণ প্রশিক্ষণ, ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মিলন, উদ্যোক্তা সনাক্ত/চিহ্নিতকরণ, উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান, অ্যাওয়ার্ড (শ্রেষ্ঠ বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারীদের মধ্যে অ্যাওয়ার্ড) প্রদান করে আসছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তার জন্য ঢাকা, নরসিংদী এবং রংপুরে জেডিপিসি'র তিনটি কাঁচামাল ব্যাংক রয়েছে। এসব কাঁচামাল ব্যাংক থেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণকে সুলভ মূল্যে বহুমুখী পাটপণ্য তৈরীর কাঁচামাল সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও **বিশেষ কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে বিভিন্ন** সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে সভা, কল-কারখানা পরিদর্শন ইত্যাদি। **????????? ????? ?? ?????(CFC)-?? ??????? ??IJSG-?? ????????"Development & Application of Potentially Important Jute Geo-textiles (CFC/IJSG/21)" ????R&D ????????? ????? ????????? ??,????????? ? ????? ?? ???? ???? ??? ??? ??????????? ???? ??? ??? ??? ????????field trial–?? ??? ?????**

০৮। Development and Application of Potentially Important Jute Geo-textiles (CFC/IJSG/21) প্রকল্প

জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার রাস্তার ক্ষয় রোধ, নদ-নদীর পাড় ভাঙ্গাণ এবং পাহাড় ধস রোধে জুট জিও-টেক্সটাইলস এর ব্যবহারের লক্ষে গত জানুয়ারী ০১, ২০১০ থেকে কমন ফান্ড ফর কমোডিটিজ (সিএফসি) এর আর্থিক সহায়তায় "Development and Application of Potentially Important Jute Geo-textiles (CFC/IJSG/21)" শীর্ষক একটি Multi-country ও উন্নয়ণধর্মী গবেষণা প্রকল্পের বাংলাদেশ অংশ বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশে ৫টি গ্রামীণ রাস্তা (প্রতিটি ১ কিঃ মিঃ দীর্ঘ), ৩ টি নদীর পাড় ভাঙ্গাণ রোধ (প্রতিটি ৫০০ মিঃ দীর্ঘ) এবং ২টি পাহাড় ধস রোধক (প্রতিটি ৩০০ মিঃ দীর্ঘ) নির্মানে জুট জিও-টেক্সটাইলস ব্যবহারের ফিল্ড ট্রায়াল চলছে। অনুরুপভাবে ভারতে ৭টি গ্রামীণ রাস্তা, ৬টি নদীর পাড় ভাঙ্গাণ রোধ এবং ২টি পাহাড় ধস রোধে জুট জিও-টেক্সটাইলস ব্যবহার সংশ্লিষ্ট ফিল্ড ট্রায়াল চলছে। যুক্তরাজ্যের Cranfield University'র National Soil Resources Institute (NSRI) এ গবেষণায় জড়িত রয়েছে।

২০১৪ সালে প্রকল্প সমাপ্ত হলে কোন ক্ষেত্রে কি ধরনের জুট জিও-টেক্সটাইলস ব্যবহার করতে হবে তার আন্তর্জাতিক মান নির্ধারিত হবে এবং বিশ্বব্যাপি রাস্তার ক্ষয় রোধ, নদ-নদীর পাড় ভাঙ্গান এবং পাহাড় ধস রোধে জুট জিও-টেক্সটাইলস ব্যবহারের নুতন দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং পাট ও পাটজাতপণ্যের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে।

৬.০ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের ব্যয় বিবরণী

ক্রঃ নং	প্রকল্পসমূহের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ	জূন/১৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয়	বরাদ্দের %	জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রাক্কলিত বরাদ্দের %
১	''বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন প্রকল্প ''	জুলাই,০৬ হতে জুন,২০১৪	১১৩৭৩.৫৮	২৬৮৫.০০	২৬৮৫.০০	২৬৭৯.৯২	৯৯.৮১	১১০৬৩.৯৬	৯৭.২৮
২	''জোরারগঞ্জ টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ''	জুলাই' ২০০৬ হতে জুন,২০১৪	৪৫৭২.৫৫	৫০০.০০	৫০০.০০	৪৯৮.৮৫	৯৯.৭৭	৪৪৮৮.৮৩	৯৮.১৭
৩	''পাবনা টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ''	জুলাই' ২০০৬ হতে জুন,২০১৫	৫৩৬৪.৯৯	৬০০.০০	৬০০.০০	৫৯৬.৮৩	৯৯.৪৭	৩৯৮২.৭৬	৭৪.২৪
৪	''বরিশাল টেক্সটাইল ইন্সটিটিউটকে শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ''	জুলাই' ২০১০ হতে জুন,২০১৫	১০৫৪৮.০০	১২৮৩.০০	১২৮৩.০০	১২৮২.২৭	৯৯.৯৪	৩৮৬৮.৭৩	৩৬.৬৮
৫	''বেগমগঞ্জ টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটকে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীতকরণ''	জুলাই' ২০১০ হতে জুন' ২০১৫	৪৩৭৮.৩৭	৫০৫.০০	৫০৫.০০	৫০৪.৬৯	৯৯.৯৪	২০৩৫.৩৭	৫০.৪৭
৬	''১০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইন্সটিটিউট স্থাপন''	জানুয়ারী, ০৬ হতে জুন,২০১৪	৭৩০৬.০০	১১৪০.০০	১১৪০.০০	১০৬৫.৪৮	৯৩.৪৬	৬৯৬৪.৯৬	৯৫.৩৩
৭	''৪টি টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন''	নভেম্বর,১০ হতে জুন,২০১৫	২২৬৯০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	১৪৯৯.২৮	৯৯.৯৫	২১০৭.৩৬	৯.২৯
৮	''ঝিনাইদহ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন''	জুলাই,১১ হতে জুন,২০১৫	৮৪০০.০০	১২০০.০০	১২০০.০০	১১৯৯.৯৩	৯৯.৯৯	১৭০৮.৩৯	২০.৩৪
৯	''গোপালগঞ্জ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই,২০১৩ হতে জুন,২০১৭	৯৮২০.০০	১৬৬.০০	১৬৬.০০	১৬৬.০০	১০০.০০	১৬৬.০০	১.৬৯
১০	''গৌরনদী টেক্সটাইল ইন্সটিটিউট স্থাপন'' শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই,২০১৩ হতে জুন,২০১৬	৬২১৩.৫০	৮০.০০	৮০.০০	৭৯.৯৫	৯৯.৯৪	৭৯.৯৫	১.২৯
১১	''তাঁত বস্ত্রের উন্নয়নে ফ্যাশন ডিজাইন,বেসিক সেন্টার ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন''	জুলাই, ২০১০ হতে জুন,২০১৫	৩৫৫৫.৮৬	৭৭৭.০০	৭৭৬.৫০	৭৬২.৭৫	৯৮.১৭	১১৪৭.১১	৩২.২৬
১২	''Establishment of 3 Handloom Service Centres isn Different Loom Intensive Areas"	জুলাই, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ,২০১৫	৫০৫৩.৯০	১০০.০০	১০০.০০	৭৯.৮৭	৭৯.৮৭	৭৯.৮৭	১.৫৮
১৩	''Balancing,Modernisation, Renovation and Expansion (BMRE) of the Existing Cloth Processing Centre at Madhabdi,	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন,২০১৫	৩২৩২.১৩	১০০.০০	১০০.০০	৫৪.৮৫	৫৪.৮৫	৫৪.৮৫	১.৭০

	Narsingdi								
১৪	‘‘বাংলাদেশ সরকারী ও বেসরকারী খাতে রেশম চাষ সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন’’	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০১৫	৩০০০.০০	৪০০.০০	৪০০.০০	৩৯০.৫৮	৯৭.৬৫	২৬১০.৫৬	৮৭.০২
১৫	‘‘বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্মিত পরিকল্পনা’’	জুলাই, ২০১৩ হতে জুন,২০১৭	৩০৮০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০	১০০.০০	৫০.০০	১.৬২
১৬	“Development and Transfer of Sustainable Sericulture Technologies Through upgrading the research and Training capability of BSRTI ”	জুলাই,১০ হতে জুন,২০১৫	৭৫৯.৮৫	২২৬.০০	২২৬.০০	২০৬.২০	৯১.২৪	৬০৫.৩৬	৮৬.৭৯
১৭	‘‘উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাট ও পাটবীজ উৎপাদন এবং উন্নত পাট পচন’’ শীর্ষক প্রকল্প	জুলাই,২০১১ হতে জুন,২০১৬	১৭৬৯৭.০০	২৯৯৩.০০	২৯৯৩.০০	২৮৯২.২৩	৯৬.৬৩	৭৯০৩.১৮	৪৪.৬৬
১৮	“Strengthening of NITTRAD, TSMU and Textile Colleges for Development of Textile Sector”	জুলাই,১০ হতে জুন,২০১৫	১৫৪৪.৩২	৩৮৬.০০	৩৭৮.২৩	৩৭৮.২৩	৯৭.৯৯	১৩২৮.৯০	৮৬.০৫
			১২৮৫৯০.০৫	১৪৬৯১.০০	১৪৬৮২.৭৩	১৪৩৮৭.৯১	৯৭.৯৪%	৫০২৪২.৩১	৩৯.২০

ক্রঃ নং	প্রকল্পসমূহের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ কাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ	২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সংশোধিত বরাদ্দ	জূন/১৪ পর্যন্ত অবমুক্তি	জুন/১৪ পর্যন্ত ব্যয়	বরাদ্দের%	জুন/১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	প্রাক্কলিত বরাদ্দের%
১	টাংগাইল টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট উপযোগীকরণ শীর্ষক কর্মসূচী	জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর,২০১৩	৩৬০.০০	১১৯.০০	১১৯.০০	১১৯.০০	১১৯.০০	১০০.০০%	৩৬০.০০	১০০.০০%
২	বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের মাঠ পযায়ে বিদ্যমান বিভিন্ন কেন্দ্রের স্থাপনা/ অবকাঠামো মেরামত ও সংস্কারকরণ	জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪	৪৭১.৫৭	১১৪.১৮	১১৪.১৮	১১৪.১৮	১১২.১৮	৯৮.২৫%	৩৯৫.৩০	৮৩.৮৩%
৩	সেরিকালচার রিসার্চ এন্ড টেকনোলজি ডিসিমিনেশন ইন হিলি ডিসট্রিক্টস	জুলাই,২০০৯ হতে জুন,২০১৪	৩৩০.০০	৮০.০০	৮০.০০	৮০.০০	৭৯.৬২	৯৯.৫২%	২৬৯.৫২	৮১.৬৭%

৭.০ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহঃ

বিষয়	২০১১-২০১২ অর্থ বছর	২০১২-২০১৩ অর্থ বছর	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর
কাঁচা পাট উৎপাদন	৭৮.০৫ লক্ষ বেল	৭৫.৭২ লক্ষ বেল	৬৭.৮৫ লক্ষ বেল
কাঁচা পাট রপ্তানী	২২.৮৫ লক্ষ বেল	২০.৫৫ লক্ষ বেল	৯.৮৪ লক্ষ বেল
কাঁচা পাট রপ্তানী আয়	১৫৪০.৬৬ কোটি টাকা	১৪৩৬.৪৬ কোটি টাকা	৭০৬.০৫ কোটি টাকা
পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন	৮.৮৫ লক্ষ মেঃ টন	৯.৭৭ লক্ষ মেঃ টন	৯.৮৩ লক্ষ মেঃ টন
পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী	৭.৩৫ লক্ষ মেঃ টন	৮.৬৮ লক্ষ মেঃ টন	৮.০৮ লক্ষ মেঃ টন
পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী আয়	৫৬১৮.৫৯ কোটি টাকা	৬১৬২.৬২ কোটি টাকা	৫২২৪.২১ কোটি টাকা
তুঁত চারা উৎপাদন	৪.৫০ লক্ষটি	৪.৫০ লক্ষটি	৪.৩৫ লক্ষটি
উৎপাদিত তুঁতচারা রোপনের জন্য সরবরাহ	৪.৫০ লক্ষটি	৪.৫০ লক্ষটি	৪.৩৫ লক্ষটি
রোগমুক্ত ডিম উৎপাদন	৪.৪০ লক্ষটি	৪.৪২৭ লক্ষটি	৪.১৭ লক্ষটি
রেশম সুতা উৎপাদন	৩৯৫৫.০০কে.জি.	১৬৩৯.৪২কে.জি.	১১২৬কে.জি.

* ‘পাটনীতি,২০১১’ বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশ পেয়েছে।
* ‘বস্ত্রনীতি,২০১২’ প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
* ‘‘পণ্যের মোড়কীকরণে পাটজাত পণ্যের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন-২০১৩’’ প্রণীত হওয়ায় দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে পাটপণ্যের চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে কৃত্রিম তন্তু ব্যবহারজনিত পরিবেশ দূষণের মাত্রা যথেষ্ট হ্রাস পাবে।
* পাট গাছকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে মন্ড/কাগজ উৎপাদনের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।
* রেশম উৎপাদন কার্যক্রম নিবিড় করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন-কে একীভূ করে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা হয়েছে।
* বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নতুন ডায়নামিক ওয়েবসাইট প্রস্তুত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সকল বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে।
* ই-মেইলে যোগাযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে।